পূর্ব্বকথা।

আদিপ্রসঙ্গ।

প্রায় তিন বৎসর হইল, সুহৃদ্বর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন আমাকে কোণার্ক মন্দির দেখিতে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অনুরোধ করেন। তাই ১৩২৪ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (৯ই জুন ১৯১৭) তারিখে যখন বন্ধুজন-সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করি, সে সময় মন্দির দর্শনে আনন্দ উপভোগই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পরে যে কখনও এই বিষয় লইয়া কোনওরূপ সাহিত্যিক আলোচনায় ব্যাপৃত হইব, সেরূপ সঙ্কল্পের লেশ মাত্রও তখন আমার মনে স্থান পায় নাই।

আমরা পুরী হইতে কোণার্ক গমন করিয়া, ফিরিবার পথে ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরি দর্শন করিয়াছিলাম। উড়িষ্যা ভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু সোদরোপম শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কতকগুলি ছবি আনিয়া দিয়া বলিলেন যে, কোনারকের কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনায় আমারও নেশা জাগিয়া উঠিল, আমি দৈনন্দিন কর্ম্মের পর প্রতিদিন একবার করিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিতে লাগিলাম; ফলে একখানি ভ্রমণকাহিনী সম্পূর্ণ হইল। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের যত্নে ঐ ভ্রমণকাহিনী (কোনারকের কথা) ভারতবর্ষ পত্রিকায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত

হয়। খণ্ডগিরি ও ধৌলীর বিবরণ লিখিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল না। আমার সহযাত্রী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম, এ মহাশয় ঐ বিষয় লিখিবেন, এইরূপ আমাদের মধ্যে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু তিনি গল (Galle) নগরস্থিত মাহিন্দ কলেজের অধ্যক্ষরূপে সিংহলে গমন করায় এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বস্তুতঃ নাগ মহাশয়ের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি সমগ্র কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেই শোভন হইত। মৎসদৃশ অব্যবসায়ীর হাতে এরূপ কার্য্যের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা নিতান্তই আশাতীত। তবে আমার অযোগ্যতা বুঝিয়া আমি ইহার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি। ফলে জিনিষটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, সুধীসমাজ তাহার বিচার করিবেন।

আলোচনার উপযোগিতা।

হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারতের মধ্যে উড়িষ্যার উপাখ্যান লইয়া ভ্রমণকাহিনীমূলক একটা অনাসৃষ্টির সৃষ্টি কেন করিলাম, তাহার একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক। ভারতবাসিগণ আধ্যাত্মিক ভাবের বিহ্বলতায় একদিন আত্মবিস্মৃতির চরম সীমায় উঠিয়া ইতিহাসবিহীন যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে বেদান্তাদি দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ক নানা গবেষণা উদ্রিক্ত হইলেও, ঐহিক বৈভব যে কখনও তাঁহাদের প্রলোভনের বিষয় হয় নাই, ইহাই আমাদের দেশের যে সম্প্রদায়ের ধারণা এবং ঐহিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন পাশ্চাত্য সভ্যতার আশু আকর্ষণে যাঁহারা মুগ্ধ, স্বদেশের স্থপতিশিল্পের সজীব সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করিলে যে

তাঁহাদের সেই অজ্ঞানাগত ভ্রান্ত সংস্কারের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। যুগযুগান্তের জল বায়ুর প্রভাব সহ্য করিয়া যে সকল দেবমন্দির, শিলালিপি, উৎকীর্ণ স্তম্ভ ও অন্যান্য স্থপতিশিল্পের প্রাচীন আদর্শ কালের করাল করাঘাত উপেক্ষা করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান আছে, তাহারাই ভারতের অতীত কাহিনী অভ্রান্ত নির্ব্বাক্ ভাষায় আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। ইহাদের সাক্ষ্য অস্বীকার করিবার বা কোনওরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণামূলক বচনের ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। অতীতের অন্ধকারে অনবলম্বন গবেষণামূলক মতবাদ (theory) অপেক্ষা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত এই বাস্তব মূর্ত্তিবিশিষ্ট মন্দিরগুলি বর্ত্তমানমাত্রে সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষবাদী মানবের বিশ্বাস স্থাপনের পক্ষে যোগ্যতর উপকরণ।

মন্দিরের কথার প্রয়োজনীয়তার বিষয় অশেষ-শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভূমিকায় স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল বিচিত্রগঠন মন্দিরই ভারতীয় অতীত সভ্যতার মূর্ত্তিমান্ নিদর্শন। মন্দিরগাত্রে শিল্পিরচিত যে সকল অগণিত মূর্ত্তি ভারতীয় শিল্পকুশলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি যেন জীবিতেরই প্রতিচ্ছায়া। কর্ম্মচঞ্চল মানবজীবনের প্রত্যেক স্পন্দন, প্রত্যেক ভাবভঙ্গিমা, প্রত্যেক আবেগ উচ্ছ্বাস, রাগরঞ্জিত হইয়া তাহাদের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টিমাত্রেই তাহাদের গভীর আবেগচাঞ্চল্য দর্শকের হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রীতির সুকুমার ভাব অজ্ঞাতসারে আত্মপ্রকাশ করে। মনীষী ডাঃ বার্ণেট্ যথার্থই বলিয়াছেন—

"Indeed, the civilisation of India may be fitly compared to its marvellous temples, in which every motion of the soul is expressed in plastic form with thrilling intensity." (১)

উপকরণ সংগ্রহ ও আলোচনা।

'কোনারকের কথা' লিখিবার সময়েই আমাকে উড়িষ্যার ইতিহাস ও উড়িষ্যার স্থপতিকলা বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিতে হয়। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময়ে ঐ দেশের ইতিহাস ও মন্দিরাদির বিষয়ে নানারূপ কৌতূহল আমার মনে জাগিয়া উঠে; দৈনিক কার্য্যের অবসানে অবসরসময়ে প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া ঐ বিষয়ের আলোচনা করিতে থাকি, এবং এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে আমার জ্ঞানপিপাসা বাড়িয়া যায় ও ভারতীয় স্থপতি-কলার অনুশীলন বিষয়ে অনুরাগ বদ্ধমূল হয়। বিভিন্ন ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের মতবাদ সাদরে সঙ্কলন করিয়া আমি পৌরাণিক গ্রন্থ, বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ, অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি এবং উড়িয়া ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীলিঙ্গরাজ-দেবের মাহাত্ম্যবিষয়ক গ্রন্থাদি হইতে এই বিষয়ের বিভিন্ন বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই এবং এই প্রসঙ্গে বিদেশীয় ভাষায় লিখিত দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য গ্রন্থসমূহে এবং প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক পত্রিকাদিতে নিবদ্ধ বিশেষজ্ঞগণের গবেষণামূলক তথ্যসমূহের যথাসাধ্য সামঞ্জস্য করিয়া, এই সকল কথা লইয়া, মৎসদৃশ সাধারণ

(১) Antiquities of India Preface, viii.

পাঠকের উপযোগী কতিপয় প্রবন্ধ ভারতবর্ষ, ভারতী, নারায়ণ, অর্চ্চনা, পল্লীবাণী প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশ করি। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও উড়িষ্যার শিল্পকলাবিষয়ক নিবন্ধটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহে লিখিত হয়। সেই ধারাবাহিক নিবন্ধগুলি এখন পরিবর্দ্ধিতাকারে এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আমার বন্ধুবর্গের সাহায্য।

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইলেও আমার সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কুমার, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ বন্ধুগণ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। রমেশবাবু আমার জন্য কতবার যে তাঁহার বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছেন তাহা ভুলিতে পারিব না। অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়কে গ্রন্থের বাঙ্গালা পাণ্ডুলিপি দেখাইবার সুযোগ না ঘটিলেও, তাঁহার নিকট আমি যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছি। কোনারকে বৌদ্ধ-প্রভাব-শীর্ষক অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া তিনি উহা তৎসম্পাদিত Indian Antiquary পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি আমার অনেক সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন, অনেক দুরূহ বিষয়ের অর্থভেদ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্তপ্রমুখ যে সকল বন্ধু আমাকে জর্ম্মান ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি হইতে আবশ্যকীয় অংশ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ আমি যথাস্থানে স্বীকার

করিয়াছি। প্রাচ্য চিত্রকলা-সমিতির সহকারী সভাপতি ললিত-কলাবিশারদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমি যে কিরূপ উপকৃত, তাহা আর বলিবার নহে। প্রমাণ পঞ্জী সংগ্রহ বিষয়ে তাঁহার সাহায্য অস্বীকার করিলে ঘোর অকৃতজ্ঞতা হইবে। অনেকগুলি চিত্র তাঁহার প্রদত্ত ফটোগ্রাফ ও 'স্লাইড' হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলাবিষয়ক নিবন্ধ রচনাকালে তিনি আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আলোচনার ফলে আমি এ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি। কলিঙ্গের প্রাচীন শিল্পকলা সম্পর্কীয় ইতিহাসের একটি তমসাচ্ছন্ন অংশে আলোকপাত করিয়া তিনি বিবুধজনের যে সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়াই ভরসা হয়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি, ই, বসুমতী-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, এবং ভারতী ও নারায়ণ পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় আমাকে তাঁহাদের নিজস্ব কতকগুলি ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। প্রচ্ছদ-পটে তিনটি দেউলের যে মনোমদ চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অসীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তুলিকাপ্রসূত। প্রথম পৃষ্ঠায় সৌর, শৈব ও বৈষ্ণব চিহ্নজ্ঞাপক অভিনব নক্সাটি সুপরিচিত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত। আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডি, সুইন্‌হো মহাশয় মার্ত্তণ্ডমন্দিরের একখানি ফটোগ্রাফ ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয় তাঁহার স্বগৃহীত অনেকগুলি আলোকচিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ

করিতে অনুমতি দিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠবসাধনকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। আমার অন্যতম সহযাত্রী মুন্সী ওহেদুদ্দিন আহাম্মদ কোনারকে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপিখানির ছাপ উঠাইয়া লইবার সময় আমাকে স্বয়ং সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্রের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়া ব্লক্ সাহায্যে সেগুলির পুনরুৎপাদনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। স্বল্পাবসর গ্রন্থকারের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এ, মহাশয় বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলি সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও এ কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু কয়েক মাস অবসর গ্রহণ করিয়া নিজ গ্রামে গমন করিলে পর মদীয় ভূতপূর্ব্ব ছাত্র প্রাকৃতপ্রকাশ-সম্পাদক ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীমান্ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, এবং 'পর্ণপুট' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ-রচয়িতা সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর, বি, এ, মহাশয় পুস্তকের অবশিষ্টাংশ সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীমান্ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুবর্গ স্বেচ্ছায় প্রুফ্ ও পাণ্ডুলিপি সংশোধনের ভার গ্রহণ না করিলে পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে আরও যে কত বিলম্ব ঘটিত, তাহা বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় কোনারকের কথা ও ভুবনেশ্বরের কথার পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া উহার সংশোধন ও পরিবর্দ্ধনকল্পে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূরণ চাঁদ নাহার, এম, এ, বি, এল, মহাশয় তাঁহার গ্রন্থাগার হইতে কয়েক খানি মূল্যবান্ পুস্তক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ, শ্রীমান্ যতীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও শ্রীমান্ কালীপদ বাঘ সূচীপত্র ও শুদ্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বিলাতের অক্সফোর্ড প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ, দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষ, ইনষ্টিটিউট অফ ব্রিটিশ আর্কিটেক্‌টস নামক সমিতি, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এম্ অনন্থালবারের ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশক প্রভৃতি যাঁহারা বিভিন্ন চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদের সৌজন্যের কথা সেই সেই চিত্রের নিম্নভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল উপকারের জন্য আমি ইঁহাদের সকলের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ত্রুটি স্বীকার।

এরূপ সহানুভূতি ও সাহায্য সত্বেও গ্রন্থমধ্যে বহু ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল ত্রুটি ও অপরাধের জন্য গ্রন্থকার ব্যতীত অপর কেহই দায়ী নহেন। আমারই অনবধানতা-বশতঃ 'পুরীর কথা' খণ্ডের একটি মুদ্রাকর-প্রমাদ শুদ্ধিপত্রে স্থান পায় নাই এবং অপর একটি ভ্রম শুদ্ধিপত্রে উল্লিখিত হইলেও শুদ্ধরূপে সংশোধিত হয় নাই। শ্রীমন্দির পরিক্রমা অধ্যায়ে ২০ পৃষ্ঠায় (১৫-১৬ লাইন) 'প্লুষ্টাঃ পৃষ্ঠেংশুপাতে রতিনিকটাতয়া' 'প্লুষ্টাঃ পৃষ্ঠেংশুপাতৈরতিনিকটতয়া' হইবে এবং 'পুরীর কথার' ১৩ পৃষ্ঠা ২২ পংক্তিতে ও ১০৩ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তিতে উল্লিখিত ল'লোয়া নামটি বিশুদ্ধরূপে লিখিতে হইলে 'ল'ালে' লিখা আবশ্যক; ইহার বানান Langles হইবে, Langle নহে। ভবদেব ভট্টের বংশলতিকায় (ভুবনেশ্বরের কথা পৃঃ ৯৬) মুদ্রাকর-প্রমাদে ও

স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মত অবলম্বন করায় যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, তাহা শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হইয়াছে। মূল লিপির 'সরস্বতীজানি' এই বিশেষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গোবর্দ্ধনের সাজোকা ব্যতীত সরস্বতী বলিয়া অপর এক পত্নী ছিলেন (২)। শ্রী আদিদেবের পত্নীর নাম দেবকী। এ সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্লিটের মতই সমর্থন যোগ্য বলিয়া মনে হয়। ফরাসী ভাষায় বর্ণমালার উপরিভাগে যে সকল চিহ্নাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রে তাহা সুদুর্লভ বলিয়া উদ্ধৃত ফরাসী অংশে সেগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। ইহাতে কয়েক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে। আর এক কথা। আমরা যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি, তাহা যথাসাধ্য পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি। কেবল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত উড়িষ্যার গেজেটিয়ার ও পূর্ত্তবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রাচীন মন্দির ও সৌধসমূহের বিবরণী (List of Ancient Monuments in Bengal) এই দুইখানি গ্রন্থের সকল স্থলে উল্লেখ করা হয় নাই। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ দেবের মন্দিরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমাকে অনেক স্থলেই শেষোক্ত গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইয়াছে। ভরসা করি, সুধী পাঠক গ্রন্থকারের পূর্ব্বোক্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

চিত্র-পরিচয়।

আমরা চিত্রসাহায্যে আমাদিগের বক্তব্য যথাসম্ভব পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু সময়মত ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিতে না পারায় নবগ্রহবিষয়ক পরিশিষ্টে কোনাপুরের নবগ্রহমণ্ডপের ও

(২) Epi. Indic. Vol. VI. p. 206.

বৌদ্ধের নবগ্রহমন্দিরের চিত্র এবং গজসিংহবিষয়ক পরিশিষ্টে নালন্দায় প্রাপ্ত প্রস্তরময় সিংহাসনের একটি টুকরায় ক্ষোদিত গজসিংহমূর্ত্তির চিত্রের প্রতিলিপি (৩) সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। যদি এ পুস্তকের নবসংস্করণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এ চিত্র কয়খানি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। কোণারকের কথা খণ্ডে চক্র-সংযুক্ত যে দুইটি মন্দিরের চিত্র রহিয়াছে, তাহার সহিত তাঞ্জোর জেলার দারাসুরম্ নামক স্থানে অবস্থিত ঐরাবতেশ্বর মন্দিরের চক্র ও অশ্বসংযুক্ত মণ্ডপের চিত্রটি সন্নিবেশিত করিতে পারিলে এ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইত। শ্রীযুক্ত পি, ডি, জগদীশ আয়ার তাঁহার দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির বিষয়ক গ্রন্থে ইহার একখানি চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন (৪)।

পুরীতীর্থের শ্রীমন্দিরে প্রাপ্ত মাতৃমূর্ত্তির যে দুইখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'পুরীর কথার' চিত্রখানির জননীর মুখ প্রতিলিপিতে সেরূপ সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয় নাই এবং 'ভুবনেশ্বরের কথায়' শিশুর মুখটি একেবারেই অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক অনুগ্রহ করিয়া দুইখানি চিত্র মিলাইয়া দেখিলে মূল চিত্রের সৌন্দর্য্য কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত যে কয়টি প্রস্তর-নির্ম্মিত রমণীমূর্ত্তির চিত্র কলিকাতার যাদুঘর হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার একটিতে মাতৃমূর্ত্তি বড়ই সুন্দরভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে। চিত্রনিহিত এই মূর্ত্তিটি পূর্ব্বোক্ত মাতৃমূর্ত্তির সহিত তুলনা করিলে উৎকল-শিল্পীর বাৎসল্যরস-সমাবেশ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। মেক্সিকোর "মায়ান্" (Mayan) ভাস্কর্য্যের কথা

(৩) Grunwedel's Buddhist Art in in India p. 31, fig. 53.
(৪) South Indian Shrines by P. V. Jagadisa Ayyar, p. 79.

এদেশে অধিক আলোচিত হয় নাই। 'পুরীর কথা'র যে দুইটী চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—মেক্সিকোবাসী ও ভারতীয় হিন্দুর ধর্ম্মগত বা আচারগত সাদৃশ্য প্রমাণ করা নহে; শুধু দুই দেশের আদিম শিল্পের তুলনা করিলে যে প্রাকৃতিক সাদৃশ্যটুকু বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহাই অনুসন্ধিৎসু পাঠকের গোচরীভূত করা মাত্র।

অংশবিশেষে আলোচনার অসম্পূর্ণতার কথা।

গ্রন্থমধ্যে অনেক কথা আরম্ভ করিয়া বাহুল্যভয়ে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিথুনমূর্ত্তির আলোচনার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মের আনুমানিক খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর জৈন রেলিংএ মিথুনমূর্ত্তি দেখা যায়, কিন্তু উড়িষ্যার ন্যায় তাহা বীভৎসভাবে অশ্লীল নহে। সম্প্রতি ভারতবর্ষ পত্রিকায় (বৈশাখ সংখ্যা, ১৩২৮, পৃঃ ৫৩৯) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় কুমড়াহারে প্রাপ্ত প্রাচীন পাটলিপুত্রের যে প্রস্তর-ক্ষোদিত রেলিংএর চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও যেন কয়েকটি মিথুনমূর্ত্তি রহিয়াছে। চিত্র হইতে যতদূর বুঝা যায়, এগুলি সেরূপ কামকলা-দ্যোতক নহে। রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর ১৯০৮ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাঁহার স্বর্ণনির্ম্মিত erotic মিথুনমূর্ত্তির বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই শ্রেণীর যে কয়েকটি হিন্দু যাবনিক (Indo-Bactrian) মিথুনমূর্ত্তির আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে শিশুমূর্ত্তিও দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ রায় চৌধুরী বাহাদুর এগুলিকে Eros অথবা যোনকদিগের শিশু কামদেব বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা-ভাস্কর্য্যে অশ্লীল মূর্ত্তিগুলির মধ্যেও শিশু বা গণাকৃতি মূর্ত্তি দেখা যায়; কিন্তু ভাবভঙ্গী দেখিয়া, এগুলি

যে প্রাচীন Indo-Bactrian শিল্পধারার কোনও বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা তো মনে করিবার কারণ দেখি না। প্রবীণ প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের মধ্যেও ভাস্কর্য্য লইয়া মতদ্বৈধ ঘটিয়া থাকে। সাঞ্চী তোরণস্থিত যে প্রকার মূর্ত্তি গ্রুএণবেডেল (grunwedel) 'শ্রী' দেবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (৫), ফুসে তাহাই স্নান-নিরতা বুদ্ধজননী মায়াদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চাহেন। সাধারণ পাঠককে অনেক স্থলে এই সকল পরস্পরবিরুদ্ধ মতের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া দিশাহারা হইতে হয়। আমি যথাসম্ভব বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মতের উল্লেখ করিয়া, যেটি অধিকতর বিচারসহ বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে ছাড়ি নাই, তবে যে বিষয়ে আমার নিজের ধারণা সুসমঞ্জসরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে স্থলে বাধ্য হইয়াই বিভিন্ন মতের উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে।

মত-বৈষম্য।

পুরাতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের শেষ খবরটুকু সর্ব্বদা জানিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন; নতুবা নূতন আবিষ্কার ও নব আলোচনার ফলে যাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহারই পুনরুক্তিরূপ প্রমাদে পতিত হইতে হয়। এ চেষ্টায় আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, জানি না। 'কোনারকের কথা'র দ্বিতীয় অধ্যায় ২১ পৃষ্ঠায় অজন্তার প্রথম গুহায় অবস্থিত একটি চিত্র স্বর্গীয় ভিন্সেণ্ট স্মিথ-প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতানুসারে রাজা পুলি-

অজন্তাগুহার একটা মূর্ত্তি

(৫) Buddhist Art in India, p. 39. গ্রুএণবেডেল এই নামটি ভুবনেশ্বরের কথার কয়েক স্থলে ভ্রমক্রমে গ্রাণওয়েডেল রূপে লিপ্যন্তরিত হইয়াছে।

কেশীয় রাজত্বের ষট্‌ত্রিংশ বর্ষে দ্বিতীয় খসরু কর্তৃক প্রেরিত দূতগণের হিন্দুরাজসভায় আগমনের আলেখ্য বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। খসরু পরভেজ ৫৯১ খৃঃ অব্দে পারস্যের সিংহাসনে সম্রাট্ মরিস কর্তৃক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মন্দিরের কথার এই অংশ মুদ্রিত হইবার পর বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত আচার্য্য ফুসে গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে (৮ই মার্চ্চ, ১৯২১) অজন্তাগুহার চিত্রাবলী সম্বন্ধে কলিকাতার যাদুঘরে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত চিত্রটি জাতককাহিনীসংক্রান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। স্বর্গীয় ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয় অনেক স্থলে নিজের পূর্ব্বমতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং জীবিত থাকিলে এ মতটিও প্রত্যাহার করিতেন, সন্দেহ নাই। আমি কর্ত্তব্যবোধে, স্বর্গীয় ডাঃ স্মিথ মহাশয়ের মতটি যে আর নির্ভরযোগ্য নহে, এস্থলে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। পুরীর কথার পরিশিষ্টে (১৮৩ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের শ্রৌত সূত্রাদি রচনাকাল সম্বন্ধীয় মত আচার্য্য উইণ্টারনিজ্ (Winternitz) কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। শেষোক্ত পণ্ডিতের মতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দই সূত্র রচনাযুগের শেষ সীমা; ইহার পরে আর এ যুগ ঠেলিয়া লওয়া যায় না।

উড়িষ্যার ইতিহাসের সহিত মন্দিরের কথার যথেষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। সে ইতিহাসের কঙ্কাল-যোজনা কিন্তু এখনও সমাপ্ত হয় নাই। বন্ধুবর মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুখপাঠ্য গ্রন্থখানির রচনা সময় হইতেই প্রাচীন বাস্তুশিল্পবিষয়ক অনুসন্ধান লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর গুরুতর রাজকার্য্যের অবসরে অক্লান্ত পরিশ্রমফলে যে সকল বহুমূল্য

উড়িষ্যার ইতিহাসের উপকরণ

উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একখানি সম্পূর্ণাবয়ব ইতিহাস রচনার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর এক অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার ব্যতীত অপর কাহাকেও এ বিষয়ে সেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতে দেখি না। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, বিজয়বাবু অকালে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন।

একাবলী।

অনুমান ১৮।১৯ বৎসর পূর্ব্বে সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বিদ্যাধরকবি-বিরচিত 'একাবলী' নামক একখানি অলঙ্কারশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এ গ্রন্থের তরলা নাম্নী টীকা মেঘদূত ও রঘুবংশের বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ কর্ত্তৃকই বিরচিত। একাবলী গ্রন্থে নরসিংহ নামক যে উৎকল ও কলিঙ্গরাজের উল্লেখ আছে, ডাঃ ভাণ্ডারকর তাঁহাকে গঙ্গবংশোদ্ভব উৎকলরাজ দ্বিতীয় নরসিংহদেব বলিয়া সনাক্ত করেন, যেহেতু একাবলী গ্রন্থে বিদ্যাধর কবি রাজা নরসিংহদেবের রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে এবং পুরীতে প্রাপ্ত ক্ষোদিত তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় নরসিংহদেব 'কবিপ্রিয়ঃ' ও 'কবিকুমুদচন্দ্রো' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর কিন্তু একাবলীর নরসিংহ রাজাকে উৎকলাধিপ প্রথম নরসিংহদেব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন (৬)। সে সকল বিচার বিতর্ক এই গ্রন্থের মুখবন্ধে স্থান পাওয়া সম্ভবপর নহে।

সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই, মহাশয়, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন উড়িয়া অক্ষরে লিখিত 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' নামক যে

(৬) J. A. S. B. Vol. LXXII, Pt. I No 2, 1903 p. 28.

অপ্রকাশিত পুঁথির বিবরণ অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন (সাহিত্য, ১৩২৭, পৃঃ৫৩০—৫৩৫), তাহাতে

গঙ্গাবংশানু-চরিতম্।

বিদ্যার্ণব নামক কোনও স্তুতিপাঠকের সস্ত্রীক পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থদর্শনের কথা ও 'নানা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সমাচার' কাব্যচ্ছলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থরচয়িতা 'বাসুদেব রথ সোমযাজী' রাজগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে গ্রন্থখানি গঙ্গবংশীয় রাজা পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল। চোড়গঙ্গ হইতে গণনা করিলে দেখা যায় যে, 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' গ্রন্থের মতে পুরুষোত্তমদেব গঙ্গবংশের সপ্তবিংশতিতম নরপতি।

গজপতিবংশ।

এই সকল 'গজপতি'বংশীয় রাজাদিগের নাম নিম্নলিখিত অনুক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে—

(১) কুড়ঙ্গ (২) চুড়ঙ্গ (৩) রাজরাজেশ্বর (৪) অতিরথ (৫) একজটা কামদেব (৬) মদন কামদেব (৭) অনঙ্গভীম (৮) নৃসিংহ (৯) ভীম নৃসিংহ (১০) পুরুষোত্তম নৃসিংহ (১১) কবি নৃসিংহ (১২) আকটা সরটা নৃসিংহ (১৩) প্রতাপ নৃসিংহ (১৪) নিশঙ্ক ভানু (১৫) বাতুল ভানু (১৬) বীর ভানু (১৭) রুচিক ভানু (১৮) মধর ভানু (১৯) কজ্জল ভানু (২০) স্বর্ণভানু (২১) কালখণ্ড (২২) চুড়ঙ্গ (২৩) নৃসিংহ (২৪) অনন্ত (২৫) পদ্মনাভ (২৬) পীতাম্বর (২৭) পীতাম্বর-বৈমাত্রেয়—বাসুদেবের পুত্র পুরুষোত্তম।

রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বহু পরিশ্রমে বিভিন্ন তাম্রলিপির প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের যে বংশলতিকা প্রস্তুত করেন তাহা হইতে জানা যায় যে, চোড়গঙ্গ হইতে

চতুর্থ নৃসিংহদেব পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ জন নরপতি উৎকলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (৭)। ইঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) চোড়গঙ্গ (২) কামার্ণব (সপ্তম) অথবা মধু কামার্ণব (৩) রাঘব (৪) রাজরাজ (দ্বিতীয়) (৫) অনিয়ঙ্ক ভীম অথবা অনঙ্গ ভীম (দ্বিতীয়) (৬) রাজরাজ (৭) অনঙ্গ ভীমদেব (৮) নৃসিংহদেব (প্রথম) (৯) বীরভানুদেব (প্রথম) (১০) নৃসিংহ অথবা নরনারসিংহদেব (দ্বিতীয়) (১১) বীরভানুদেব (দ্বিতীয়) (১২) নৃসিংহ অথবা নরনারসিংহ (১৩) বীরভানুদেব (তৃতীয়) (১৪) নৃসিংহদেব (চতুর্থ)। ইহার অব্যবহিত পরেই 'ভাস্বদ্বংশাবতংশ' কপিলেন্দ্রদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা প্রতাপপুরুষোত্তমদেব। এই তালিকায় গঙ্গবংশীয় পুরুষোত্তম নামক কোনও রাজার নাম পাওয়া যায় না। সূর্য্যবংশীয় পুরুষোত্তমদেব বা প্রতাপপুরুষোত্তমদেবের শাসনকাল (৮) খৃঃ ১৪৬৯-৭০ হইতে ১৪৯৬-৯৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। মাদলা পঞ্জী মতে পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বের সপ্তম অঙ্কে (১৪৭৩-৭৪ খৃঃ অব্দে) জগন্নাথদেবের ভোগমণ্ডপ এবং নবম অঙ্কে (১৪৭৫-৭৬ খৃঃ অব্দে) রন্ধনশালাদি নির্ম্মিত হয়। এই পুরুষোত্তমদেবই কাঞ্চীকাবেরী অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন। 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বা তাহার দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করিলে, মূল গ্রন্থ ৪৫০ বৎসরের পুরাতন হইয়া দাঁড়ায়।

(৭) J. A. S. B. August 1903, pp. 44, 45.
(৮) J. A. S. B. Vol. XIX, Pt. No-2. 1900, p-10.

মৈত্র মহাশয় 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, গঙ্গবংশে 'ছয়জন দেব, ছয়জন নৃসিংহ, ছয়জন ভানু এই অষ্টাদশ নৃপতি ও তৎপরে অন্যান্য ক্ষিতিপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'। আমরা কিন্তু স্বর্গীয় রায় বাহাদুর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তালিকা অনুসারে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত মাত্র ষোলজন রাজার সন্ধান পাইতেছি; ইহার মধ্যে তিনজন 'ভানু' ও চারিজন 'নৃসিংহ' নামবিশিষ্ট। ক্ষোদিত লিপি হইতে গৃহীত এই সকল নাম যে অলীক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য, তবে নরপতিদের বিভিন্ন 'বিরুদ' থাকায় অনেক সময় প্রকৃত পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে। কুড়ঙ্গ নামে অভিহিত

("দেবেষু চাবিরভবৎ প্রথমং কুড়ঙ্গো
যং চৌড়গঙ্গ ইতি কেচন নির্দ্দিশন্তি।")

চৌড়গঙ্গ যে বঙ্গবিজয়ী সম্রাট্ রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র ছিলেন, সে সম্বন্ধে 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' গ্রন্থের সহিত স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কোনও মতভেদ নাই। এই নবাবিষ্কৃত পুঁথির তালিকায় যে এগারটি অধিক নাম দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের ঐতিহাসিকতা কতদূর, তাহা সুপণ্ডিত মৈত্রেয় মহাশয় গ্রন্থসম্পাদনকালেই বিচার করিবেন, সন্দেহ নাই।

মৈত্র মহাশয়ের প্রবন্ধের অপর একটি স্থান উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, যেহেতু মন্দিরের কথার সহিত এই অংশের একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। "কবি প্রসঙ্গক্রমে এই সকল নরপালের শাসন-কালের সংখ্যা ও কীর্ত্তি-কলাপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের

মন্দির নির্ম্মাণের কাল

মন্দির ও প্রথম নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক কোনারকের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণের সময় এইরূপ উল্লিখিত আছে, যথা—

"অঙ্ক ক্ষৌণী শশাঙ্কেন্দু সম্মিতে শকবৎসরে।
অনঙ্গভীমদেবেন প্রাসাদঃ শ্রীপতেঃ কৃতঃ॥

ইহাতে ১১১৯ শকাব্দা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্দির রচনার শিল্পরীতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তখন বঙ্গভূমির জীবন সন্ধ্যা, উৎকলের জীবন প্রভাত।" আমরা পুরীর কথার শ্রীমন্দিরের ইতিবৃত্ত অধ্যায়ে (পৃঃ ১৪৩) 'সেতুবন্ধ যাত্রা' ও 'শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ' এই গ্রন্থদ্বয় হইতে যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার "শকাব্দেরন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্র নায়কে" এই পংক্তিটি হইতে ১১১৯ শকাব্দা পাওয়া যায়। 'অঙ্কস্য বামাগতিঃ' এই বচন অনুসারে রন্ধ্র = ৯, শুভ্রাংশু = ১, রূপ = ১, নক্ষত্র নায়ক = ১, ঠিকঠাক ১১১৯ শকাব্দায় আসিয়া দাঁড়ায়। এই বৎসরটি রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের রাজত্বকালের অন্তর্গত যেহেতু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে রাজা অনিয়ঙ্ক ভীম ১১১২ শকাব্দা হইতে ১১২০ শকাব্দা (খৃঃ অঃ ১১৯৩-৪ হইতে ১১৯৮-৯) পর্য্যন্ত উৎকলের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আমার যাহা মতামত তাহা শ্রীমন্দিরের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গেই বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-মণ্ডলী

শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু তাঁহার মূল্যবান প্রবন্ধে অপর একটি জ্ঞাতব্য তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। এই পুঁথি হইতে অবগত হওয়া যায় যে কাব্যের নায়ক ও নায়িকা—বিদ্যার্ণব ও লীলাবতী—'পোতারোহণে পুরীধামের স্বর্গদ্বার নামক বেলাভূমির উপকণ্ঠে উপনীত হইয়া, প্রতিপোতা-

রোহণে সমুদ্রতটে পদার্পণ করিবার পর তথায় অনেক প্রস্তর চৈত্য দেখিয়াছিলেন এবং এই সকল চৈত্যের অনতিদূরে শ্মশান-ভূমির সান্নিধ্যে, শ্রীচৈতন্যমণ্ডলী নামক পরম ভাগবতগণের আবাস ছিল।'

'মন্যে দৈন্য বশীকৃতেন বিধিনা শ্মর্দ্দারমারোপি কিং
শ্রীচৈতন্য মতানুসারী সুজন শ্রেণীতি নিঃশ্রেণীকা।'

এই শ্লোকাংশ হইতে মৈত্রেয় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে তখন ও চৈতন্যমণ্ডলী নগর মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ তখনও তাঁহারা নিঃশ্রেণী বলিয়া সামাজিকগণের প্রতিবেশী হইবার অধিকার লাভ করেন নাই। চৈতন্যমণ্ডলীর ভাগবতগণ যে প্রথমে কোথায় তাঁহাদিগের আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা স্থির করা কঠিন নহে। পুরীর সমুদ্র-তটে এখনও এই শ্রেণীর দুই চারিটি চৈত্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্মশানে চিতি বা স্তূপ নির্ম্মাণ যে বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল তাহা পুরীর কথার পরিশিষ্টে জর্ম্মান পণ্ডিত কালাণ্ডের গ্রন্থ সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। গঙ্গবংশানুচরিতের এই বর্ণনা হইতে ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রথা যে অধিকতররূপে প্রচলিত ছিল এইরূপ বিশ্বাস জন্মে। যাউক সে কথা। গ্রন্থোক্ত শ্রীচৈতন্যমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সহিত সম্পর্কযুক্ত কি না ইহাও অনুধাবন-যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

সূর্য্যবংশীয় পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকাল ১৪৬৯-৭০ খৃঃ অঃ হইতে ১৪৯৬-৯৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এবং শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং পুঁথিখানি পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বের শেষ বৎসরে লিখিত হইলেও চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক এ ধর্ম্মমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে। তিনি তখন একাদশ বা

বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকমাত্র। সুতরাং হয় বলিতে হইবে শ্লোকটি পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত, নতুবা অনুমান করিতে হইবে যে চৈতন্য মণ্ডলী নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কোনও সম্পর্ক ছিল না। চৈতন্যদেব যে পুরুষোত্তমদেবের পরবর্ত্তী রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে পুরীতীর্থে অবস্থান করিয়াছিলেন একথা বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিয়াছি এবং উক্ত রাজা যে তাঁহাকে 'সচল জগন্নাথ' বলিয়া বিবেচনা করিতেন একথাও শ্রীমন্দিরের পূজাপদ্ধতি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (৯)। চৈতন্যদেবের শিষ্যগণও সকলে বড় প্রতিপত্তিহীন ছিলেন না। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ড নবম পরিচ্ছেদে যে রামানন্দের উল্লেখ আছে তাঁহার ভ্রাতা গোপীনাথ বড়জেনা মেদিনীপুরের পূর্ব্বভাগের রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন (১০)। জয়ানন্দ কৃত চৈতন্যমঙ্গল অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার কোনও প্রবন্ধে (১১) লিখিত হইয়াছে যে চৈতন্যদেব নিষেধ করায় প্রতাপরুদ্র বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে বিরত হইয়াছিলেন (১২)। পরবর্ত্তীকালে চৈতন্য বিগ্রহরূপে জগন্নাথ দেবের সহিত উড়িষ্যার নানাস্থানে পূজিত হইলেও তাঁহার বা তাঁহার কোনও শিষ্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষের প্রভাব, নিন্দা গ্লানির ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে। বঙ্গদেশের কোন কোনও স্থানে 'জাত' বৈষ্ণবদিগের প্রতি 'নিঃশ্রেণিক' আখ্যা-প্রয়োগ অদ্যাপি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় না। হয়ত প্রতাপরুদ্রের ভক্তি

(৯) পুরীর কথা, পৃঃ ১৫৮।
(১০) J. A. S. B. 1900, pt. I, No. 2, p. 14.
(১১) কার্ত্তিক সংখ্যা, ১৮৯৭, পৃঃ ৪৭৭।
(১২) loc. cit. p. 15.

উদ্রেক হওয়ার পূর্ব্বে উৎকলবাসিগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। এই সকল বিষয়ের মীমাংসার ভার বিশেষজ্ঞের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে এ পুঁথির অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইলে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অনুকম্পা-ভিক্ষার জন্য মৈত্রেয় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতাম। তাহা হইলে শ্রীমন্দিরের ইতিবৃত্তবিষয়ক অধ্যায়টি বোধ হয় সুসম্পূর্ণ হইতে পারিত। মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন 'ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে' এই শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেই 'বিবরণ সঙ্কলন করিতে হয়'। ঐতিহাসিকগণ শ্রীমন্দিরে রক্ষিত 'মাদলাপঞ্জী' এবং 'চৈতন্য ভাগবত' অন্ত্যখণ্ড চতুর্থ অধ্যায় হইতে (১৩) মুসলমান আক্রমণের বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ১৫০৯ খৃঃ অব্দে মুসলমান অভিযানের অধিনায়ক ইসমাইল গাজী ও মাদলাপঞ্জীর 'সুরস্থান' অভিন্ন বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে (১৪)। এই সকল রাজনীতিমূলক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যতই নিঃসন্দেহরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিশেষজ্ঞগণ উৎকলের শিল্পকলার ও মূর্ত্তিতত্ত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে যতই অধিক আলোচনা করিবেন, মন্দিরের কথা ততই সম্পূর্ণ হইয়া আসিবে। বড়ই আশা ও আনন্দের বিষয় যে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রথ-প্রমুখ উৎকলবাসী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল ও জয়যুক্ত হউক আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।

গত চারিবৎসর ধরিয়া মন্দিরের কথা লইয়া ব্যাপৃত ছিলাম। ইহাই আমার অবসর-বিনোদনের একমাত্র সঙ্গীস্বরূপ হইয়াছিল।

(১৩) ভুবনেশ্বরের কথা, পৃঃ ৩১।
(১৪) loc. cit p. 14.

কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও সকল বিষয় ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারি নাই। আজ কলিকাতা হইতে আমার কর্ম্মক্ষেত্র আশু-পরিবর্ত্তনের দিনে এই স্বেচ্ছাকৃত কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইল। আজ আমার সহযাত্রিগণের কথা স্মরণ হইতেছে। কলিকাতা হইতে বিদায়-গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কি আনন্দই না লাভ করিতাম! দুঃখের বিষয় এক সদানন্দ স্নেহশীল শ্রীমান ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যতীত আর কেহই এক্ষণে কলিকাতার অধিবাসী নহেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল মিত্র মহাশয় বেহার-প্রবাসীরূপে বাঁকীপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। অধ্যাপক কালিদাস নাগ সরস্বতীর আরাধনায় সাগরপারে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রিয়সুহৃৎ রাখালদাসের কার্য্যালয় এখন মহারাষ্ট্র দেশে পুনানগরীতে। তাঁহাকে নেতৃরূপে বরণ করিয়া যে আর কোনও তীর্থস্থান দর্শন করিতে যাইব সে সম্ভাবনা অল্প। এই ভূমিকা-সমাপ্তির সহিত ভগবানের নিকট এই সকল বন্ধুগণের মঙ্গল কামনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। হয়তো বাণীর পদারবিন্দ হইতে এই আমার চিরবিদায়। পাঠকবর্গের নিকট সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা, আমার অক্ষমতা-নিবন্ধন যে সকল দোষ-ত্রুটি ঘটিয়াছে তাহা তাঁহারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া, ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য যেন সেগুলি আমায় কষ্টস্বীকারপূর্ব্বক জ্ঞাপন করেন।

৪ঠা মে, ১৯২১
৫৭নং বকুলবাগান রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

সূচীপত্র।

—:*:—

বিষয় সূচী।

---*---

চিত্র সূচী।

চিত্র—

চিত্র — পত্রাঙ্ক।

পুরীর কথা।

বন্ধুবর র—যখন জানাইলেন যে, তিনি পুরী হইয়া কোনারক যাত্রা করিবেন, তখন কর্ম্মক্লান্ত জীবনে একটু বিচিত্রতার ভরসায় এই সুযোগে বাহির হইয়া পড়াই স্থির করিলাম। ভাবিলাম, ভবিষ্যতে পুরী যাওয়ার সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু এরূপ সৎসঙ্গে কোনারক গমন আর কখনও ঘটিয়া উঠিবে না।

কলিকাতায় সরকারী-বেসরকারী প্রায় সকল আপিসই শনি-বারে দুইটার সময় বন্ধ হয়। আর মাদ্রাজ-মেল ছাড়িবার সময় অপরাহ্ণ বেলা ছয় ঘটিকা। সুতরাং এই সময়টুকুর মধ্যে আপন আপন প্রয়োজন বা সখ অনুযায়ী লোটাকম্বল, সুট্‌কেশ, valise প্রভৃতি সর্ব্ববিধ লট্‌-বহর লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাইতে পারে। আমাদের দলের তিন চার জন পূর্ব্বেই Passenger trainএ রওনা হইয়াছিলেন। বিদেশ-ভ্রমণের সময় র—পুরাদস্তুর সাহেব। সরকারী কাগজাদিতেও তাঁহাকে Mr. লিখিয়া থাকে; সুতরাং আমাদিগের ন্যায় plain Baboo না হইলেও "ব্যক্তিগত চরিত্র" ও "জাতিগত বিশিষ্টতা"র গুণে বন্ধুবরকে গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে অন্ততঃ তিন কোয়াটার কাল হাওড়া ষ্টেশনে পাদচারণা করিতে হইল, অথচ তাঁহাকেই আবার "ব্যস্ত-বাগীশ" বলিয়া অপর লোককে বিদ্রূপ করিতে শুনিয়াছি। ব্যয়

সংক্ষেপের জন্য রেল কোম্পানী প্লাটফরমের বৈদ্যুতিক পাখাগুলি বন্ধ রাখিয়াছেন। ষ্টেসনে হাত-পাখা বিক্রীত হইতেছিল; গ্রীষ্মাতিশয্যে তাপমান যন্ত্রের পারদের ন্যায় তাহার মূল্য শনৈঃ শনৈঃ উৰ্দ্ধে উঠিয়া গেল। অবশেষে র—ভায়া নিজের অবস্থা বিবেচনায় সঙ্গিগণের অভাব-অভিযোগ বুঝিয়া লইয়া কয়েক গ্লাস বরফ-লাইমেডের ব্যবস্থা করিলেন। প্রিয় বয়স্য হ—বোধ হয়, আমাদের 'বিদায়-অভিশাপ' দিবার জন্যই আসিয়াছিলেন; কিন্তু অবস্থা দেখিয়া স্বহস্তে লাইমেড্ পৌঁছাইয়া দিয়া অনেক মুখরোচক "শুভ ইচ্ছা" অর্জ্জন করিলেন। অবশেষে গাড়ী ছাড়িল।

আমাদের কক্ষে একজন সাহিত্যামোদী যুবক বসিয়াছিলেন। তিনি মেদিনীপুরের যাত্রী। তাঁহার সহিত দীনেন্দ্রবাবুর "মেদিনীপুরে তিন-রাত্রি", "সাহিত্য-সম্মিলনী" এবং সার রবীন্দ্রনাথ ও বন্ধুবর "র"—এর উপন্যাসাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া খড়্গাপুর পর্য্যন্ত সময়টুকু বেশ কাটিয়া গেল। সাহিত্যিক সহযাত্রীটি খড়্গাপুরে নামিয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে আসিলেন—একজন পাগ্‌ড়ীধারী পাঞ্জাবী।

গাড়ীতে সর্ব্বসমেত চারিজন যাত্রী। অন্য কোনও রেলপথে এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্রামের বড় সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু B. N. R.এর বন্দোবস্ত ভাল। দেখিলাম, পিঠের দিকের গদিটি টানিয়া লইয়া বেশ একটি bunk বা ঝোলান শয্যায় পরিণত করা যায়। ঘুম হউক বা না হউক, অন্ততঃ গা ছড়াইয়া লম্বা হইয়া শোওয়া চলে। সঙ্গে একখানি Pushkinএর উপন্যাস ছিল; কিন্তু তখন আর পড়িতে ভাল লাগিল না। বন্ধুবর অধ্যাপক ক—একখানি টাট্‌কা Empire কাগজ কিনিয়াছিলেন, সেখানিও

একপাশে উপেক্ষিতভাবে অযত্নে পড়িয়া রহিল। নিশাশেষে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম, গাড়ীখানি সশব্দে কোনও নদীর উপরিস্থ লৌহসেতু অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। আলো ও আঁধারের ভিতর দিয়া চারিদিকের দৃশ্যগুলি বড় মন্দ দেখাইতেছিল না। প্রভাত হইলে দূরস্থিত ধূম্রাভ পাহাড়শ্রেণী ক্রমশঃ নয়নপথে পতিত হইল। আমরা খুর্দ্দায় আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের পূর্ব্বগামী বন্ধুগণ এখানে আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সদা-প্রসন্ন—মিত্র মহাশয়কে দেখিয়া বড়ই স্বস্তি বোধ করিলাম।

উৎকল হইতেই মদ্রদেশের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ষ্টেসনে ষ্টেসনে ইংরাজী-ভাষী মাদ্রাজী রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তৈলঙ্গ-সভ্যতা যেন ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে peaceful penetration (শান্তিময় অন্তঃপ্রবেশ) চেষ্টায় বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। শ্রীমান্ ভূ—দেখিলাম, দিব্য মাদ্রাজী সাজিয়াছেন,—গলায় টাই-বাঁধা, গায়ে গলা খোলা সাহেবী কোট, পরিধানে মাদ্রাজী ফ্যাসানে কচ্ছ-বিবর্জ্জিত ধুতি। প্ল্যাট্‌ফরমে ফল-মূল বিক্রীত হইতেছিল; সর্ব্বসম্মতিক্রমে মুন্সী সাহেবের প্রতিই তাহা সংগ্রহের ভার অর্পিত হইল। ফল সংগৃহীত হইল বটে, কিন্তু তাহা পুরী পর্য্যন্ত পৌঁছিল না; গাড়ী খুর্দ্দা ছাড়িতে না ছাড়িতেই সকলগুলির সদ্ব্যবহার হইয়া গেল। আমরা যখন পুরী পৌঁছিলাম, বেলা তখন সবে সাড়ে-সাতটা।

দূরে শ্রীমন্দির দৃষ্টিগোচর হইতেই, মন যেন স্বভাবতঃই বিচলিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, মন্দির দর্শনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন, শুধু ধ্বজা দেখিয়াই ভাবাবেশে ভূপতিত হইয়াছিলেন।

"ধ্বজা দেখি প্রভু মোর পড়িল ধরায়॥

* * *

হা-হা প্রভু জগন্নাথ বলিয়া শ্রীহরি।
ভাসাইলা ভূমিতল অশ্রুপাত করি॥

* * *

প্রভুর মন্দির হেরি কাঁদে উভরায়।
কখন আছাড় খেয়ে পড়িছে ধরায়॥
বেগে গিয়া ধূলা-পায় প্রভুর দুয়ারে।
অশ্রুস্রোতে বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে না পারে॥

* * *

গরুড়ের স্তম্ভ গিয়া আঁকড়ি ধরিলা।
কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিলা॥" (১)

* * *

সে দিনের যে আছাড় যে আর্ত্তি ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় বা সে হয় বর্ণন॥ (২)

প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও দূরাগত, পথক্লিষ্ট, মুমূর্ষুপ্রায় যাত্রিগণ মন্দিরের চূড়ামাত্র দর্শনে হৃদয়ে নববলের সঞ্চার অনুভব করিত; তাহাদের সহিত আধুনিক রেল-আরোহী এই সকল সৌখীন তীর্থ-দর্শকগণের কোনক্রমেই তুলনা হইতে পারে না। সে ঐকান্তিকী ভক্তির কণামাত্র পাইলেও আজি-কালিকার অনেক

(১) —গোবিন্দদাসের কড়চা—
(Metcalf Press Edition
পৃঃ, ৪৩, ৪৪)

(২) শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড।
পৃষ্ঠা ৩০০, বসুমতী সংস্করণ।

(চিত্র ১)

জগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজশেখর ও সম্মুখ ভাগ।

শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিও আপনাকে যথার্থই ধন্য জ্ঞান করিতে পারে। কয়েকখানি গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীতে মালপত্রাদি বোঝাই করিয়া আমরা গন্তব্য স্থানাভিমুখে রওনা হইলাম। রথযাত্রার আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখিলাম, ষ্টেসন প্রাঙ্গণে কাঠের বেড়া দিয়া খোঁয়াড়ের ন্যায় কতকগুলি স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে। রেলগাড়ীতে আরোহণ-অবরোহণের সময় ভিড় নিবারণার্থ এইখানেই তৃতীয় শ্রেণীর অভাগা যাত্রিদলকে আটক করিয়া রাখা হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও এরূপ ব্যবস্থা হয় বলিয়া শুনি নাই।

আমাদের যে গৃহে আশ্রয় লইবার কথা ছিল, দেখিলাম—আমরা আসিবার পূর্ব্বেই কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। বন্ধুবর র—সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তবে এ ক্ষেত্রে তাঁহার বলিবার বড় কিছু ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের হরিনাথ যখন পূর্ব্বে পত্র দ্বারা সংবাদ জ্ঞাপন না করিয়া, আপন শ্বশুরালয়ে গিয়াও যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিল, তখন বন্ধুবর বিনা-সংবাদে প্রবাসে আসিয়া যে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ [illegible]ন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! যাহা হউক, অল্প চেষ্টাতেই অন্যত্র বাসা স্থির হইল। চাকর-বাকরেরা জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল; আমরা বাসা-বাটীর সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া সমুদ্রের লহরী-লীলা দর্শন করিতে লাগিলাম। সঙ্গিগণের মধ্যে একজন তরুণ বয়সে কিঞ্চিৎ ইংরাজী-সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছিলেন—এখন আর বড় সে দিকে ঝোঁক নাই। তিনি হঠাৎ "Sea, the sea, the ever free"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নিকটেই ঐতিহাসিক বসিয়াছিলেন;

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি Xenophonএর Retreat of the Ten Thousand পড়িয়াছিস্?" অপর একজনের মনে 'কাব্য' ও 'স্বদেশ-প্রীতি' যুগপৎ জাগিয়া উঠিল; তিনি—

"সিন্ধু যাঁহার চরণ-ধূলায়
নিত্য আসি ললাট বুলায়"

এবং "সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে" প্রভৃতি কয়েকটি অমৃতময় পদ আমাদিগের অমর কবিগণের কবিতা হইতে অনর্গল আওড়াইতে লাগিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পুরীতে সমুদ্র দর্শন করিয়া সে মহান্ দৃশ্য ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যামৃত আস্বাদে অভ্যস্ত 'গৌড়-জন'ও তাহা সহজে ভুলিতে পারিবে না। বঙ্গের সুকবি ও ভাবুকগণ সিন্ধুতটে আসিয়া, বঙ্গবাণীকে 'সাগর-সঙ্গীত', 'সিন্ধু-গাথা' প্রভৃতি রত্নাভরণে ভূষিত করিয়াছেন। মনে পড়িল, ভিক্তর হুগো'র (Victor Hugo) একখানি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,—"Caesar crosses the Rubicon, Mandrin leaps the gutter." এ ক্ষেত্রে যে অভাজনের উল্লেখ করিতেছি, তাঁহার 'পগার পার' হইবারও ক্ষমতা নাই। মস্তকে লগুড়াঘাত করিলেও দু'লাইন মিল করিয়া যাহার পক্ষে সম্ভব নহে, ভাবাবেগে উৎকৃষ্ট কবিতা অশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করা ছাড়া তাহার আর উপায় কি?

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বৃষ্টি নামিল। বায়ুবেগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসও সঙ্গে-সঙ্গেই প্রবলতর হইয়া উঠিল। আমরা বাসায় আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সমুদ্র-স্নানার্থীর পাণ্ডাস্বরূপ দুই একজন নুলিয়া আসিয়া দেখা দিলেন। মাথায় বাঁশের টুপি। ইহারা তেলেগু-ভাষী—মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহাদের

আদিম নিবাস। চ্যাপ্টা নাক, পুরু ঠোঁট, ছোট চোখ প্রভৃতি লক্ষণহেতু ইহারা যে ককেসীয় জাতির কোনও শাখা-প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত নহে, এইরূপই অনুমিত হইয়া থাকে। বর্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কমলাকান্তের ন্যায় স্বীকার করিতে হয়, সকলেরই বেশ 'ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ'। কাহার-কাহারও হাতে উল্কি তুলিয়া ইংরাজী ভাষায় নাম লেখা। শুনিতে পাই, উল্কি (tattoo-mark) না কি নৃতত্ত্ব আলোচনার একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু এ উল্কিগুলি ঠিক স্বদেশী নহে এবং আমাদের সঙ্গেও নৃতত্ত্ববিদ্ কেহ ছিলেন না, তাই রক্ষা; নতুবা স্নান উপলক্ষে এই নুলিয়া কয়টির মাথার বেড় ও উল্কির বহর মাপিয়া শনৈঃ শনৈঃ কোনও অভিনব তথ্যের উদ্ভব হইত। র—নুলিয়াদিগের নিকট হইতে একটি টুপি তাঁহার কোনও ইউরোপীয় বন্ধুর জন্য souvenir বা স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহারাও লোক বুঝিয়া দাম হাঁকিয়া বসিল। সুতরাং "নুলিয়া বেসাতি" আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। বৃষ্টি ছাড়িয়া গেলে আমরা সদল-বলে সমুদ্র-স্নানে আগুয়ান হইলাম। পুণ্যকামিগণ জগন্নাথ [illegible] অঙ্গ-স্বরূপ 'ঢেউ খাইয়া' থাকেন। সৌখীন বাবুরাও ঢেউয়ে নাকানি-চোবানি খান; তবে পাছে কার্য্যটি ভুলক্রমে পুণ্যের খাতায় জমা পড়ে, সেই ভয়ে স্পষ্ট করিয়া উহাকে বিদেশী ভাষায় Sea-bath বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। দলপতির সাহসে অনেকেই বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিবার সময় কাহাকেও বা ছিন্ন-বস্ত্র, কাহাকেও বা ভগ্ন-পদ লইয়া ফিরিতে হইল। Moral—নূতন স্নানার্থিগণের নুলিয়াদের সাহায্য লওয়াই প্রশস্ত—বিশেষতঃ যদি সমুদ্রের কিঞ্চিৎ অশান্ত ভাব দেখা

যায়। বাসায় আসিয়াও কাহারও উৎসাহের অভাব দেখা গেল না। স্বয়ং casualty (আহত) তালিকাভুক্ত মহাশয়ও পায়ে পটি বাঁধিয়া ভূরি-ভোজনে লাগিলেন। মিত্র মহাশয় "সংরক্ষিত" সামুদ্রিক মৎস্যে বিগতস্পৃহ। তাঁহার জন্য "ডুড ও টামাকে"র ব্যবস্থা হইল।

তাহার পর শ্রীমন্দির দর্শনের পালা। তখনও টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল—তাই পুনরায় ঠিকা গাড়ীর আশ্রয় লইতে হইল। মন্দির-পথে দেখিলাম, উৎকলবাসিগণ কিছু fresco-painting বা দেওয়াল-চিত্রের পক্ষপাতী। তাহাদের মাটীর ঘরের দেওয়াল গুলি প্রায়ই নানারূপ চিত্র-বিচিত্র করা। এগুলির পরিচয় আর নূতন করিয়া কি দিব—"পুরীর চিঠি"র কল্যাণে অনেক বাঙ্গালী পাঠকই এ 'আর্টে'র নমুনা দেখিয়াছেন। (৩) কত জীব-জন্তু পশু-পক্ষীর ছবি অদ্ভুত রকমে আঁকা। 'নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া মিছিল চলিয়াছে, শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে পুরমহিলারা যাইতেছেন। হাতী, ঘোড়া, লোক লস্কর সবই রহিয়াছে, দেব দেবীরও অভাব নাই। কালী, দশভুজা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, লম্বোদর নারদ ঋষি, ভূঁড়ি-দোলান গণেশ', সকলেই বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ঘরের দেওয়ালে বিভিন্ন স্থানে বিরাজ করিতেছেন। অধ্যাপক ক—মহাশয় ললিত-কলার সন্ধান রাখেন,—এই প্রসঙ্গে কোথায় একটি নাতিহ্রস্ব বক্তৃতায় ভারতীয় আর্টের "প্রাণ" এবং তাহার সহিত অজন্তা-গুহাবলীর চিত্রাদির সম্পর্ক প্রভৃতি বুঝাইয়া দিবেন,—তা নয়, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া ওড্র-সভ্যতার অধোগতির কারণ খুঁজিতে ব্যস্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে আমরা

(৩) শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী প্রণীত "পুরীর চিঠি", পৃঃ ৩৮।

জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার।

[পৃঃ ৯
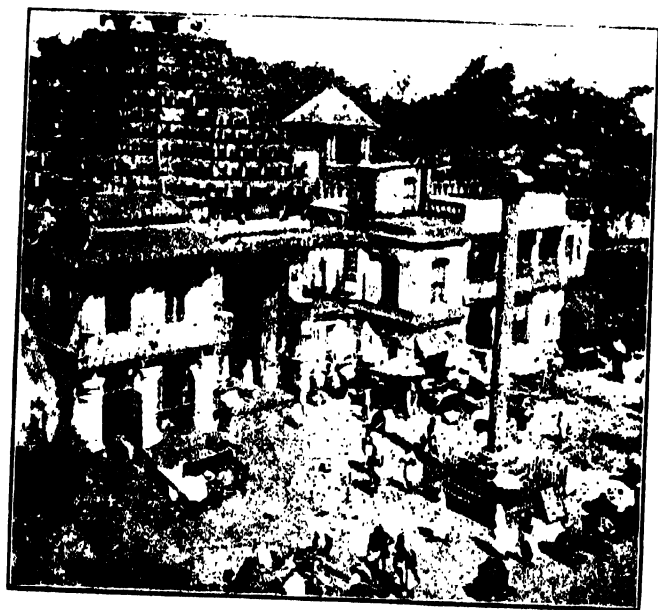
মন্দিরে আসিয়া পঁহুছিলাম। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি প্রস্তরময় সিংহমূর্ত্তি মুখ ব্যাদান করিয়া বিকট ভঙ্গীতে বসিয়া আছে, তাই এ দ্বারের নাম সিংহদ্বার। মন্দিরের এই প্রধান প্রবেশপথের সম্মুখেই কোনারক হইতে আনীত কৃষ্ণবর্ণ Basalt প্রস্তরের বিখ্যাত অরুণ-স্তম্ভ। এই ষোড়শ কোণবিশিষ্ট (polygonal) "রুদ্রকাণ্ড" স্তম্ভটি একখানি অখণ্ড প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত (monolith) ; উচ্চে ২৫ ফিট, ২ ইঞ্চি এবং বেড় ৬ ফিট, ৩৸৹ ইঞ্চি। স্তম্ভের পাদভূমি বা পাদমূল সমচতুষ্কোণ। এক একটি পার্শ্বদেশ মাপে ৭ ফিট, ৯ ইঞ্চি এবং উচ্চে ৯ ফিট হইবে। (৪) স্তম্ভের সম্মুখে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্থায়ী অস্থায়ী বিপণিশ্রেণী। মিত্র মহাশয়কে সূর্য্যবেদীর মাপ লইয়া নক্সা প্রস্তুত করিতে হইবে; তাই তিনি তাড়াতাড়ি একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ফুট-রুলের সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। মন্দিরের ভিতর চর্ম্মাবৃত 'টেপ' লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ থাকায় উহা ব্যবহার করার উপায় ছিল না।

সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে জয় ও বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয়ের মূর্ত্তি এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াই সোপানাবলীর পার্শ্বে রাম-সীতার মূর্ত্তি। দেবমন্দিরাদির দ্বারদেশের দুই পার্শ্বে—নিম্নে 'ঝন্‌কাট' হইতে দ্বারের সমগ্র উচ্চতার প্রায় এক-চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে—দুইটি দ্বারপাল-মূর্ত্তি সন্নিবেশ করার কথা বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থের দেবমন্দিরবিষয়ক অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে। (৫)

(৪) শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অরুণ-স্তম্ভের অধিষ্ঠান (Basement) ও উপপীঠ (pedestal) অংশ যথাক্রমে ১১' ৪" ও ২' ১১" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Ganguly's Orissa p. 410.

(৫) Kern's Brihat Samhita, Verspreide Geschriften II. Chapter LVI. p. 41. Sl. 14. শ্রীমন্দিরপরিক্রমা অধ্যায়ে স্বর্গগত কার্ণ মহোদয়ের অনুবাদ হইতে বৃহৎসংহিতার এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথ্যানুসন্ধিৎসুগণের নিকট রামসীতার মূর্ত্তিও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। শ্রীযুক্ত সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে (৬) রামোপাসনা (cult of Rama) উৎকলে একাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অনুমান ১২৬৪ খৃঃ অব্দে আনন্দতীর্থ, তাঁহার শিষ্য নরহরি তীর্থকে রাম-সীতার আদিম ও অকৃত্রিম মূর্ত্তি আনয়নের নিমিত্ত এই উড়িষ্যাস্থ জগন্নাথক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ("Madhva or Anandatirtha ....sent Narahari-tirtha to Jagannath (in Orissa) to bring what was called the original idol of Rama and Sita. The cult of Rama therefore must have come into existance about the Eleventh Century")

শ্রীক্ষেত্রে রামায়েৎ বৈষ্ণবেরা এখনও প্রভাবশূন্য নহে। অন্তঃপ্রাঙ্গণের প্রবেশ-দ্বারটি (propylon) সম্ভবতঃ রামায়েৎ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃকই প্রায় ৩৭।৩৮ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (৭) রাম-সীতার পার্শ্বেই নৃসিংহমূর্ত্তি।

উৎকলখণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রাকার ও তোরণবিশিষ্ট পশ্চিমদ্বারী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া নৃসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের নিকটবর্ত্তী স্থান নৃসিংহক্ষেত্র নামে খ্যাত। জগন্নাথ-মন্দিরের অন্তর্ব্বেষ্টনের মধ্যেও লক্ষ্মী-নৃসিংহের (৮) মন্দির রহিয়াছে। জগন্নাথদেবের অন্যতম

(৬) Sir R. K. Bhandarkar's Vaishnavism, Saivaism and minor religious systems Ed. 1913. p. 47 and 58.

(৭) M. Ganguly's Orissa and her Remains p. 411.

(৮) ওসিয়ার (Osia) মন্দিরগুলি সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত। এখানেও নৃসিংহমূর্ত্তি দেখা যায়। ভুবনেশ্বরেও লক্ষ্মী-নৃসিংহমূর্ত্তি

ভোগমূর্ত্তির নামও রামকৃষ্ণ নৃসিংহ। নরসিংহ উপাসনা উৎকলে উদ্ভূত না হউক, উৎকলের সহিত কোনও সময়ে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নৃসিংহমূর্ত্তির নিকটেই বিশ্বেশ্বর নামে পরিচিত মহাদেবের মন্দির, এই মহাতীর্থে বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম্ম-সমন্বয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শিবমন্দিরের সম্মুখভাগেই স্তম্ভোপরি শিববাহন বৃষভের প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি এবং সিংহ-দ্বারের দক্ষিণ দিকে জগন্নাথের "পতিতপাবন" মূর্ত্তি, বাম দিকে সিদ্ধ হনূমান্ ও রাধাকৃষ্ণ। মানুষ হইয়াও যাহারা মানুষ বলিয়া গণ্য নহে—মানব-প্রতিষ্ঠিত সমাজ যাহাদের অশুচিত্ব বংশপরম্পরায় এ যাবৎ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—মন্দিরসান্নিধ্যে আসিয়াও যাহারা দেব-দর্শনের অধিকারী নহে—সনাতন হিন্দুসমাজভুক্ত সেই হতভাগ্য অস্পৃশ্যগণকে এই দ্বারস্থিত জগন্নাথকে দেখিয়াই নিবৃত্ত হইতে হয়। কথিত আছে, দয়াল প্রভু চৈতন্যদেব 'অন্ত্যজ'দিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এই দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। (৯) পূর্ব্বে হয় ত এ ব্যবস্থাটুকুও ছিল না। (১০) স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয় ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'পুরীর ইতিহাস ও

লিঙ্গরাজ-মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এ মূর্ত্তির পরিচয় ভুবনেশ্বর প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইবে।

(৯) পুরীতীর্থ, পৃঃ ৭৬।

(১০) চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য যবন হরিদাস মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। যাঁহাকে শ্রীচৈতন্য "দ্বিজ-ন্যাসী" হইতে "পরম পাবন" বলিয়া মনে করিতেন, সেই সাধকপ্রবর মন্দিরে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই জানিয়া 'দূরে'—'রাজপথপ্রান্তে' পড়িয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার এই শ্রেণীর শিষ্য ও ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ দ্বারদেশে এই পতিতপাবন মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন। পক্ষান্তরে, 'পতিত-পাবন' স্থানীয় কোনও রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে।

জগন্নাথের বৃত্তান্ত' গ্রন্থে বেশ স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন যে, মন্দিরে কুল্লোল, বাউরি, কুণ্ড্রা, পান, মুচি, চামার, ডোম, গোখা, মাছুয়া, চণ্ডাল, কাহার, রাজবংশী, তিওর (তীবর), ভুঁইমালি, হাড়ি প্রভৃতি জাতি প্রবেশ করিতে পারে না। (১১) জনৈক সহৃদয় ইংরাজ লেখক জগন্নাথদেবকে সাম্যতার দেবতা এবং শ্রীমন্দির 'সাম্যের দেউল' (the Temple of Equality) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; (১২) কিন্তু সকল কথা অবগত থাকিলে তাঁহার এ উক্তি যে কেবল আংশিক-ভাবে সত্য, তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন, সন্দেহ নাই।

স্বর্গীয় ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় 'ভারত-ভ্রমণ' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৩০) নীলাদ্রি-মহোদয় নামক তীর্থ-মাহাত্ম্যবিষয়ক গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক (১৩) উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিংশ বা পঞ্চবিংশ বৎসর গত হইলে মূর্ত্তিত্রয়ের দারুদেহের জীর্ণতাপ্রযুক্ত 'নবকলেবর' ব্যবস্থা করিতে হয়। আষাঢ় মাসে দুইটি পূর্ণিমা অথবা মলমাস হইলেই এ অনুষ্ঠান আরব্ধ হইতে পারে ; এ অবস্থায় সাধারণতঃ সাত হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে 'নবকলেবর' হইয়া থাকে। এখন 'নবকলেবর' হইতেছে বলিয়া ঠাকুরের 'অনবসর'।

'দীনবন্ধু'র দর্শন এ অভাগাদিগের অদৃষ্টে ঘটিল না ; তৎপরিবর্ত্তে আমরা অন্যান্য মন্দিরাদি দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মিত্র

---

(১১) History of Pooree, P. 56.

(১২) H. W. Nevinson's The New Spirit in India, P. 156 and plate facing P. 152.

(১৩) "বর্ষবিংশতিতো বাপি পঞ্চবিংশতিতশ্চ বা।
জীর্ণতা দারুদেহানাং দেবানাং ঘটনা ভবেৎ॥"
--(নীলাদ্রিমহোদয় হইতে 'ভারতভ্রমণ' গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

মহাশয়ও আমাদিগের সহিত প্রাচীন স্থপতি ও তক্ষণ-শিল্পিগণের কারুকার্য্যের আলোচনায় যোগ দিতে অবকাশ পাইলেন। র— গাইড্‌স্বরূপ আমাদিগকে মন্দিরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম অংশ ও ভিত্তি প্রভৃতি দেখাইয়া কারুকার্য্যাদি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। মন্দির-গাত্রস্থ আলম্বনে হংসশ্রেণী (goose frieze), হস্তিশ্রেণী (elephant frieze), বিচিত্র ভঙ্গীতে অঙ্কিত নাগকন্যাদির মূর্ত্তি প্রভৃতির বিশেষত্ব পর্য্যায়ক্রমে বর্ণনা করিয়া তিনি অন্যান্য ক্ষোদিত ছবিগুলির পরিকল্পনা ও সম্পাদন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, এই সকল ক্ষোদিত চিত্রসমূহের মধ্যে অধ্যাপক ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নৌবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে বর্ণিত প্রমোদ-তরণীটির চিত্র সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে (১৪)। দেখিলেই মনে হয়, ক্ষেপণীর সবেগ তাড়নায় জল যেন উছলিয়া পড়িতেছে। দোলনার ন্যায় আসনটি সাগরোর্ম্মির আন্দোলনজনিত কষ্ট-নিবারণ-ক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইলেও কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এ শ্রেণীর জলযান কেবল নদীবিহারেরই উপযোগী। কৃষ্ণলীলা ও গোষ্ঠ-বিহার প্রভৃতির চিত্রগুলিও বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। ক্ষোদিত রমণী-মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ-সৌষ্ঠব সুন্দর হইলেও নাসারন্ধ্র বিস্তৃত ও অধরোষ্ঠ কিঞ্চিৎ স্থূল। পুরুষ-মূর্ত্তিগুলির মুখের যেন কেমন থল্‌থলে ভাব; কিন্তু তাই বলিয়া চেহারায় কোন বিজাতীয় লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। এলিফ্যাণ্টা গুহাস্থিত মূর্ত্তিগুলির অধরের স্থূলতা দৃষ্টে মঁসিয়ে লাঁলোয়া (Langlois) জর্ম্মান ও ইংরাজ পণ্ডিতগণের নজীর উদ্ধৃত

(১৪) Indian Shipping, Plate opposite page 36.

করিয়া বলিয়াছেন (১৫) যে, এ বিষয় বিবেচনা করিলে এই সকল ক্ষোদিত মূর্ত্তির, এসিয়া মহাদেশস্থ জাতিগণ অপেক্ষা আফ্রিকাবাসী-দিগের সহিতই অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যায় (plutot Africaines qu'Asiatique)। উড়িষ্যার ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির প্রতি যে এ অপবাদ প্রযুক্ত হইতে পারে না, এ কথা বোধ হয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। মুংনি বা মুগুনি (Chlorite) প্রস্তরে অঙ্কিত চিত্রগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অভিজ্ঞগণের মতে এগুলিও কতকাংশে কোনারক হইতে সংগৃহীত। অরুণ-স্তম্ভটি মহারাষ্ট্রীয়দিগের ব্রহ্মচারী গুরুর আদেশক্রমে রাজা দ্বিতীয় দিব্যসিংহের রাজত্ব-কালে, সম্ভবতঃ খৃঃ অঃ ১৭৭৯-৮০ হইতে ১৭৯৭-৯৮ অব্দের মধ্যে কোনারক হইতে আনীত হইয়াছিল। দুর্গ-প্রাকারের ন্যায় যে খাঁজ-বিশিষ্ট প্রাচীর (battlement) জগন্নাথদেবের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে সেগুলির মালমসলাও খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোনারক হইতে গৃহীত। আমাদিগকে মূর্ত্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে দেখিয়া কয়েকটি ছোট-বড় পাণ্ডা-শ্রেণীর লোক পিছনে লাগিয়া গেল। যাহার যাহা ইচ্ছা, বলিয়া যাইতে লাগিল—দেবী-মূর্ত্তিকে দেব-মূর্ত্তি বলিয়া পরিচয় দিতেও দ্বিধা নাই। তাহা-দিগের অনর্গল বাক্য-স্রোত থামাইবার জন্য বিশালকায় প্রত্ন-তাত্ত্বিকের সুবিশাল তর্জ্জনের প্রয়োজন হইল। মন্দিরাভ্যন্তরে পাণ্ডাগণের অবাধ অধিকার। সেখানে আধুনিক fresco ছবিগুলি সহজেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দেখিলাম, এই সকল আধুনিক শিল্পিগণের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বড়ই প্রবল। তাহারা ক্ষোদিত চিত্রাদির সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য ইচ্ছামত চূণের পোঁচ লাগাইয়া দিতেও ছাড়ে

(১৫) Monuments de L' Hindoustan, p. 153, Tome 2.

চিত্র

প্রমোদতরণীর চিত্র । পুরীমন্দির ।

[ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

পৃঃ ১৪]
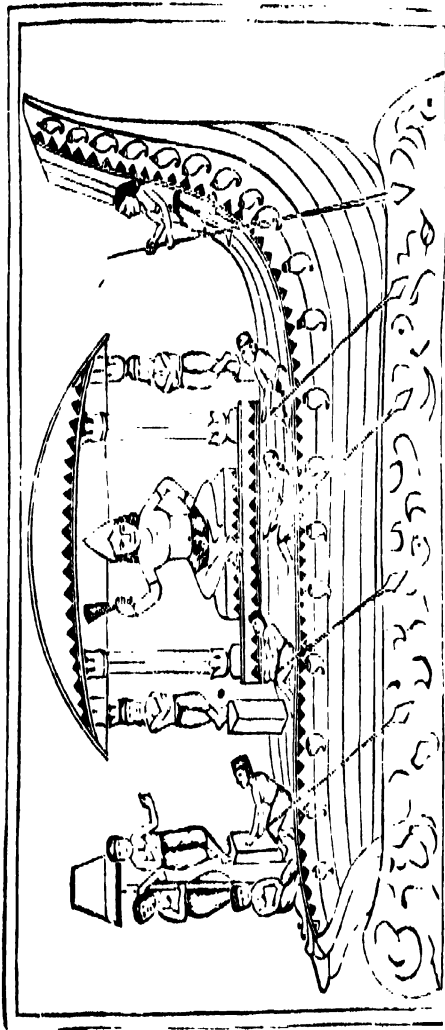
নাই। ভোগমন্দিরের গাত্রে যে সকল কাম-কলার চিত্র রহিয়াছে, তাহার ভিতরও আধুনিক পন্থের কায (stucco-work) রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। এ শ্রেণীর প্রাচীন প্রস্তর-ক্ষোদিত চিত্রাবলী নানা কারণে শিল্পী ও ঐতিহাসিকের নিকট আদরণীয় হইতে পারে—কিন্তু নূতন করিয়া এ জাতীয় মূর্ত্তি নির্ম্মাণের আর কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রকার চিত্রাদি উড়িষ্যার মন্দিরে যে বহুল পরিমাণে দেখা যায়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। রাজা অনঙ্গভীমদেবের রাজত্বকালে পুরীর জগন্নাথ-মন্দির ও ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দির পুনঃসংস্কৃত ও কতকাংশে নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, 'অনঙ্গ-রঙ্গ' নামক মিথুনশাস্ত্র-রচয়িতা কল্যাণমল্ল, কলিঙ্গরাজ অনঙ্গভীম বা লাভদেবের রাজত্বকালেই বিদ্যমান ছিলেন। অন্য মতে 'অনঙ্গ-রঙ্গ' লোদীবংশের কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়। লৌকিক প্রভাব এই শ্রেণীর মিথুনমূর্ত্তি রচনার জন্য যে কত দূর দায়ী, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। স্বর্গগত ডাঃ ব্লকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, আমরা এই মিথুনমূর্ত্তিগুলি সমগ্র উড়িয়া জাতির নৈতিক অধঃপতনের চিহ্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহি।

পুরীর বিমানটি ফার্গুসনের মতে শোভা ও কাঠিন্য-বিবর্জ্জিত (devoid of solidity and grace)। তাঁহার মতে একে আকৃতি সৌন্দর্য্যবিহীন, তাহার উপর আবার চূণ ও রং লেপনের আতিশয্য, সুতরাং কুশ্রী বলিয়া যে বোধ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? Solidity যদি দৃঢ়তা বা সংঘাত-সহন সামর্থ্য বুঝায়, তাহা হইলে আমাদিগের ন্যায় সাধারণ দর্শকের নিকট

এরূপ নিন্দার কোনও কারণ দেখা যায় না। বিমানের অবয়বটি অবশ্য লিঙ্গরাজ-মন্দিরের তুলনায় কারুকার্য্যে নিতান্ত নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু দূর হইতে সেরূপ কদর্য্য বলিয়া মনে হয় না। যে কয়টি প্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ উদ্গত সিংহমূর্ত্তি বিমান-গাত্রে গাঁথা রহিয়াছে, বিশেষ নির্ম্মাণ কৌশল না থাকিলে, সেগুলি কোন্ দিন ভূমিসাৎ হইত।

প্রাচীন কালে "বজ্রলেপ" (১৬) ও "সুধালেপ"এর ব্যবহার

---

(১৬) বজ্রলেপের বিবরণ বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে লিখিত আছে (Brihat Samhita Dr. H. Kern's translation—Chap. LVII P. 44. Verspreide Geschriften II 1914)। গাব, কপিত্থ (কয়েতবেল), শিমুলফুল, বচ, বিভিন্ন বৃক্ষের ছাল ও নির্য্যাস, মসিনা, ধুনা, কুন্দুরু, দেবদারু-নির্য্যাস প্রভৃতি উপাদানে ইহা প্রস্তুত হইত। তপ্তাবস্থায় প্রাসাদ (দেবালয় বা রাজভবন), হর্ম্ম্য, বলভী (ছাদ বা বাতায়ন), শিবলিঙ্গ, কূপ, গৃহের দেওয়াল প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হইলে, এই লেপ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় বজ্রলেপ-সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন (অর্চ্চনা, ১৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৪১৩-৪১৪)। অধ্যাপক কার্ণকৃত অনুবাদের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(Chap-LVII. sl 1, 2, 3,). "Unripe Ebony fruits, unripe wood apples, blossoms of silk cotton, seeds of Boswellia, bark of Dhanvan, and acorns; combined with these substances boil a *Drona* of water, and when the mass has sunk to an eighth of the volume, take the sediment, which combine with the following substances :—turpentine, myrdh, brellium, marking nut, resin of Boswellia and of Shorea, linseed and Bilva fruit. The paste being mixed with these is termed diamond plaster (sl. 4). This plaster, calefied, is to be applied on the roofs of temples and mansions, on Siva emblems, idols, walls and wells, to last for a thousand years. (sl. 5-6). Lac, resin of Boswellia (or

ছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন সৌধে আধুনিক চূণের পলস্তারা ও রঙের পোঁচ মোটেই শোভা পায় না। কিন্তু আবশ্যকতার নিকট অনেক সময়ে আর্ট বা সৌন্দর্য্য-জ্ঞানকেও পরাভব স্বীকার করিতে হয়। মন্দির-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও ত অগ্রাহ্য করিবার নহে। স্থাপত্যবিদ্যায় "solids" ও "voids" শব্দদ্বয় বিশেষার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। solidsএ বুঝায় ভিত্তি, দেওয়াল ও গাঁথনির অবলম্বা প্রভৃতি এবং voidsএ বুঝায় দুয়ার, জানালা, খিলান, তোরণ প্রভৃতি। এই voids ও solids অর্থাৎ ফাঁক ও পাকা গাঁথনির সামঞ্জস্যের উপরই সৌধাদির সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। Grace বা সৌন্দর্য্যের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু কেবল solidity শব্দটি এরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকিলে ফার্গুসন পুরীমন্দিরের প্রতি নিতান্ত ন্যায় বিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

of Deodar), bdellium, grha dhuma, woodapple, Bilva kernels, fruits of Urasia, of ebony, of madana, seed of Bassia, madder, resin of Shorea, Myrrh and myrobolan ; from these is extractad a second sort of diamond plaster, having the same qualities with the former, and to be used for the same purposes.

শ্রীমন্দির-পরিক্রমা।

পুরুষোত্তমে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রধান প্রধান হিন্দু-দেবদেবীর অন্যূন পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রতর মন্দির আছে। তাহার মধ্যে পাতালেশ্বর, সূর্য্যনারায়ণ, লক্ষ্মী, ভদ্রকালী, নীলমাধব, বিমলা, গণেশ, ক্ষেত্রপাল, মার্কণ্ডেয়, ইন্দ্রাণী, বটকৃষ্ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উৎকল-খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে (১) রৌহিণকুণ্ড ও কল্পবটবৃক্ষের সহিত জগন্মাতা লক্ষ্মী, ধর্ম্মরাজ, ক্ষেত্রপাল, শিব ও ব্রহ্মস্বরূপ নৃসিংহদেব প্রভৃতি পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ প্রধান বিগ্রহগুলির উল্লেখ দেখা যায়। ধর্ম্মরাজের মন্দির উত্তর দিকে অবস্থিত। জগমোহন-সান্নিধ্যে অনন্ত বাসুদেবের ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া ভুবনেশ্বরে অবস্থিত ভট্ট ভবদেবের বিখ্যাত মন্দিরের কথা মনে পড়ে। পাতালেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহ, মন্দির-প্রাঙ্গণের প্রায় দশ হাত নিম্নে অবস্থিত। বিশেষজ্ঞগণ ইহা হইতে স্থানটির পূর্ব্বসমতলতা (level) নিরূপণ করিয়া মন্দিরের প্রাচীনতা সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। পাতালেশ্বর-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের পার্শ্বে একখানি ক্ষোদিত লিপি আছে, কিন্তু স্থানটি আর্দ্র, অন্ধকার ও দুর্গন্ধ বাষ্প-সমাচ্ছন্ন বলিয়া তথায় অধিক ক্ষণ তিষ্ঠান যায় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিপিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহা তিন প্রকার বিভিন্ন বর্ণমালায় (in three different

---

(১) বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ১৫।

(চিত্র ৪)
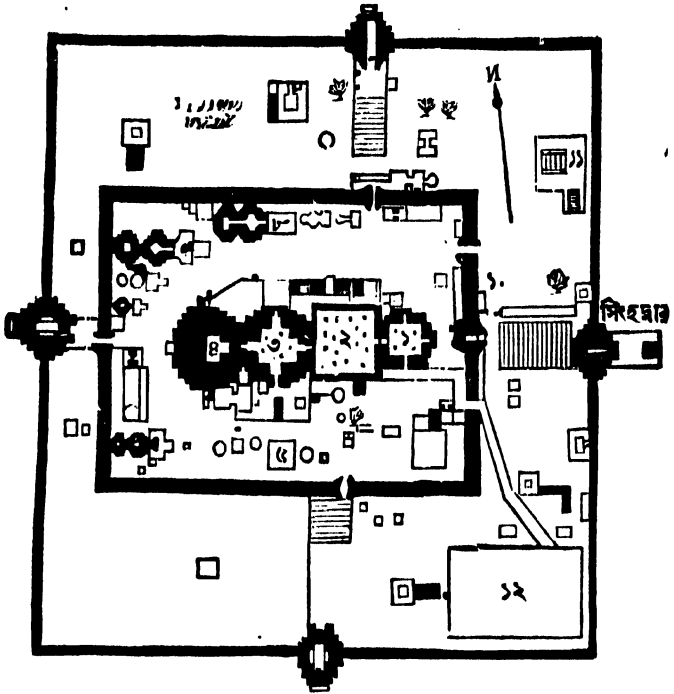
জগন্নাথদেবের মন্দিরের নক্‌সা।

(১) ভোগমণ্ডপ। (২) নাটমন্দির। (৩) জগমোহন। (৪) বিমান (মণিকোঠা)। (৫) সূর্য্যমন্দির। (১০) আনন্দবাজার। (১১) স্নানমঞ্চ। (১২) রন্ধনশালা।

[শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে]

[পৃ ১৯

characters) রচিত এবং রাজা অনঙ্গভীমদেবের রাজত্বকালে ক্ষোদিত। (২)

র—ভায়ার অনুসন্ধিৎসা-ফলে ভুবনেশ্বর-মন্দিরে আমরা তেলেগু ও উড়িয়া, এই উভয় ভাষায় ক্ষোদিত লিপিমালা ঘৃত-প্রদীপ-সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহারও একটিতে অনঙ্গ বা অনিয়ঙ্ক ভীমের নাম আছে। রাজা অনঙ্গভীম ১১৯২ খৃঃ অঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, পুরীর সূর্য্যমূর্ত্তিটি খুর্দ্দার রাজা নরসিংহদেবের (৩) রাজত্ব-কালে কোনারক হইতে পুরীতে আনীত হয়। সম্ভবতঃ খৃঃ ১৬২৭ অব্দে উহা তথায় রক্ষিত হইয়াছিল।(৪) এই মূর্ত্তিটি প্রাচীন হইলেও ইহার সেরূপ শিল্প-সৌন্দর্য্য নাই। মূর্ত্তির দুই হাতে সনাল পদ্ম-পুষ্প। মৎস্যপুরাণে (৫) সূর্য্যমূর্ত্তির বর্ণনা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"নানাভরণভূষাভ্যাং ভুজাভ্যাং ধৃতপুষ্করম্।
স্কন্ধস্থে পুষ্করে দ্বে তু লীলয়ৈব ধৃতে সদা॥"

(২) এই লিপিখানির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম পংক্তির নিম্নলিখিত পাঠ নিজ গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন (Orissa and her remains P. 430),—"স্বস্তি শ্রী অনঙ্গভীমদেব মহারাজরাজ স্বস্তি—শ্রীযুক্ত—"

(৩) গঙ্গাবংশীয় চতুর্থ নরসিংহদেবের রাজত্বকাল খৃঃ অঃ ১৩৭৯ হইতে ১৪০২ পর্য্যন্ত। সম্ভবতঃ চতুর্থ নরসিংহের পরবর্ত্তী রাজা চতুর্থ বামনদেবই গঙ্গাবংশীয় শেষ নৃপতি। ইহার পরই সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগের রাজত্ব আরম্ভ হয় (J. A. S. B. Pt. I. 1903. P. 141)। কোণার্ক হইতে এই সূর্য্যমূর্ত্তি আনয়ন ১৫৬৮ খৃঃ অঃ কালাপাহাড় কর্ত্তৃক উড়িষ্যা-বিজয়ের প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর পরের ঘটনা (J. A. S. B. 1900 Pt. I)। খুর্দ্দারাজ নরসিংহদেব খৃঃ ১৬২১-২২ হইতে ১৬৪৪-৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(৪) Puri Gazetteer p. 283.

(৫) ২৬১ অধ্যায়, ৩ শ্লোক, পৃঃ ৯০৩, বঙ্গবাসী সংস্করণ।

"ঐ মূর্ত্তি বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইবেন, হস্তদ্বয়ে পদ্মদ্বয় বিন্যস্ত থাকিবে। তিনি লীলাবশতঃ স্কন্ধদেশেও দুইটি পুষ্কর ধারণ করিয়া থাকেন।"

শাস্ত্র-গ্রন্থে সূর্য্যের চরণদ্বয় উপানৎ অথবা বস্ত্রযুগ্মের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখার নির্দ্দেশ দেখা যায়। শিল্পী এ ক্ষেত্রে মাত্র উরুদেশ পর্য্যন্ত ক্ষোদিত করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিম্নে অরুণ ও সপ্তাশ্বের চিত্র আছে। ইহাও পৌরাণিক নজীরের অনুযায়ী (৬) (সপ্তাশ্বৈকচক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ)। সূর্য্যের ধ্যানেও এইরূপ বর্ণনাই দেখিতে পাই—'পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং'। সূর্য্যমূর্ত্তির নিম্নভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র অরুণমূর্ত্তিটির দিকে অনেকেরই নজর পড়ে না; অরুণ কশ্যপের পুত্র, বিনতার গর্ভজাত; ব্রহ্মার উপদেশে তিনি প্রভাকরের রথের সারথিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। দেহ সুপুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ডিম্বভেদ হইয়াছিল বলিয়া অরুণ উরুবিহীন ('অনূরু')। সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণের এমনি তেজ যে, তাহাতে তাঁহার রথবাহী অশ্বগুলিরও পৃষ্ঠদেশ পুড়িয়া যায় (প্লুষ্টাঃ পৃষ্ঠেহংশু পাতৈরতিনিকটাতয়া) (৭) তাই অরুণের কাজের মধ্যে একটি প্রধান কাজ হইতেছে, নিজে মাঝে থাকিয়া মার্ত্তণ্ডতেজের প্রখরতার উপশম করা। (৮) অরুণের সহিত রাহুর নিকট সম্পর্ক ("par sa mere le cousin et par sa pere l'oncle de

---

(৬) মৎস্য পুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২৬১ অধ্যায়, শ্লোক ২।

(৭) The Surya-sataka of Mayura (Columbia University Press), verse 45, p. 162.

(৮) La legende de Rahu par M. Feer p. 8—9.

La fonction d'Aruna etait d'amortir en s'interposant, les rayons de soleil.

Rahu"); সেই জন্য অরুণের অপর একটি বিশেষ কর্ত্তব্য, সূর্য্যকে রাহুর হাত হইতে রক্ষা করা। দেবতারা রাহুর গ্রাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই বলিয়া, সূর্য্য নিজের প্রচণ্ড তেজ বিস্তার করিয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাই স্বয়ং দেবতারাও সূর্য্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে অরুণকে সূর্য্যের রথে স্থাপন করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অরুণের দেহ প্রগাঢ় রক্তবর্ণ। সূর্য্যের উত্তপ্ত রশ্মির প্রভাবেই অরুণের এই অরুণতা। "উদগাঢ়েনারুণিমা যেহরুণস্যারুণতাং"। (৯) পাণ্ডা মহাশয়েরা অবশ্য একটু সিঁদূর লেপিয়া অনায়াসেই শাস্ত্র বজায় রাখিতে পারেন, কিন্তু যাত্রীদের এ-সব খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি নাই এবং পাণ্ডাদিগেরও মূর্ত্তি-পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া মনে হয় না,—থাকিলে গরুড়-মূর্ত্তিকে একাদশী ঠাকুরাণীতে পরিণত করিতে সাহস পাইতেন না (১০)। আবার সিংহদ্বারের সম্মুখে স্তম্ভের উপর অবস্থিত অরুণ-মূর্ত্তিটিকেও—হনুমানের মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে। (১১) যাক সে কথা।

কোণারকে একাধিক সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভগ্ন স্তূপের ভিতর যে দুইটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ৬।৭ ফিট উচ্চ একটি মূর্ত্তি ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা যাদুঘরে লইয়া আসেন; সুতরাং কোন্ মূর্ত্তিটি প্রধানতম বিগ্রহ-রূপে গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বলা সহজ নহে।

(৯) The Surya-sataka of Mayura—p. 117.

(১০) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রণীত পুরীতীর্থ, পৃঃ ৬১।

(১১) A list of the objects of antiquarian interest in the Lower Provinces of Bengal. 1879. p, 223.

শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরী-মন্দিরের এই সূর্য্য-মূর্ত্তিটিই কোনারকের প্রধান বিগ্রহ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। (১২) তাঁহার মতে যে মূর্ত্তিটি ইন্দ্র-বিগ্রহ বলিয়া পরিচিত, সেটি সোমদেবের মূর্ত্তি। প্রবাদ আছে, কোণার্ক-মন্দিরে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রমাও পূজিত হইতেন। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় ভিন্ন-মতাবলম্বী। তাঁহার মতবাদ কোণার্ক প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

জগন্নাথের মন্দির ছাড়িয়া দিলে ক্ষুদ্র মন্দিরগুলির মধ্যে লক্ষ্মী-মন্দিরই বৃহত্তম। সম্মুখের মার্ব্বেল-মণ্ডিত বারান্দায় অনেকেই বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। দেওয়ালের খাঁজ বা কুলুঙ্গিতে তিনটি সুন্দর অনতিবৃহৎ স্ত্রী-মূর্ত্তি রহিয়াছে। দেওয়াল হইতে উদ্গত তাক্ বা ব্র্যাকেটের উপর উপবিষ্ট পদ্মালয়ার সুন্দর মনোবিমোহন মূর্ত্তি;—মস্তকোপরি হস্তিকরধৃত জলস্রাবী কলস। এ মূর্ত্তি "গজলক্ষ্মী" নামে পরিচিতা। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত "কমলাত্মিকা"-মূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির অভিন্নতার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। (১৩) শ্রীযুক্ত হেভেল অনুমান করেন, লক্ষ্মী দেবী বৈদিক উষা হইতে অভিন্ন। (১৪) মৎস্য-পুরাণে কিন্তু দেখিতে পাই,—

শ্রিয়ং দেবীং প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাং।
সুযৌবনাং পীনগণ্ডাং রক্তোষ্ঠীং কুঞ্চিতভ্রুবং।

* * * *

পার্শ্বে তস্যা স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ।
পদ্মাসনোপবিষ্টা তু পদ্মসিংহাসনস্থিতা॥

---

(১২) Modern World—July 1913.

(১৩) সাহিত্য, ১৩২২ পৃঃ, ১৩১-১৩৮।

(১৪) Indian Allegory, Art, Architecture p. 5.

করিভ্যাং স্নাপ্যমানাসৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং অনেকশঃ।
প্রক্ষালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ॥ (১৫)

জৈন খণ্ডগিরি-গুহায়, কটকের গুহায়, সাঞ্চী (১৬) ভারহুতের (১৭) বৌদ্ধ স্তূপে এইরূপ শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তবে সেগুলি অনেক স্থলে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিকল্পিত। বঙ্গবাসীর নিকট মূর্ত্তিতত্ত্ব এখনও 'নিহিতং গুহায়াং', তাই উঠিতে বসিতে বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৮) জনৈক সুবিজ্ঞ লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভাস্কর্য্যাবশেষের মধ্যে যে সকল "লক্ষ্মী"মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিই এই "গজলক্ষ্মী"-শ্রেণীর। তারপর গুপ্তযুগের মুদ্রাদির উপর যখন পুনরায় শ্রীদেবীর সাক্ষাৎ পাই, তখন হস্তিদ্বয় অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী-মূর্ত্তি প্রায়শঃ সিংহাসনে উপবিষ্টা অথবা পদ্মাসনা। সমুদ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত পর্য্যন্ত প্রায় সকল মুদ্রাতেই উপবিষ্টা লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেখা যায়। (১৯) পরে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর একটি মুদ্রায় দেখা যায় যে, হস্তিদ্বয় পুনরায় যথাস্থানে

(১৫) লক্ষ্মীর মূর্ত্তি যথা,—তিনি নবীনা, সুযৌবনা, পীনগণ্ডস্থলা...তাঁহার উভয় পার্শ্বে চামর-ব্যজনকারিণী স্ত্রীগণ বিরাজ করিতেছে। তিনি পদ্মসিংহাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। হস্তিদ্বয় তাঁহাকে ভৃঙ্গার-বারিদ্বারা অজস্র স্নান করাইতেছে। অপর হস্তিযুগল ভৃঙ্গার-বারি দ্বারা তাঁহাকে প্রক্ষালন করাইতেছে। মাৎস্য অধ্যায় ২৬১, শ্লোক ৪১—৪৬, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৯০৫।

(১৬) ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত।

(১৭) মধ্যপ্রদেশে বাঘিলখণ্ড জেলার অন্তর্গত।

(১৮) J. R. A. S. 1918, Pt. III & IV. P. 531.

(১৯) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ১২৬, ১৩৮, ১৪৫; চিত্র ড।

সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মূর্ত্তি-পরিচয়-বিষয়ক গ্রন্থে যে আট প্রকার গজলক্ষ্মীর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, (২০) তাহা সেই পুরাতন প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি হইতেই উদ্ভূত—সেই একই মূর্ত্তির প্রকার-ভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উড়িষ্যায় গজলক্ষ্মী-মূর্ত্তির সুপ্রাচীন নিদর্শন, কটকের একটি গুহামধ্যে দেখা যায়। (২১) শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত পদমপুর জমিদারীতে অবস্থিত নরসিংহনাথের মন্দিরের যে বর্ণনা করিয়াছেন, (২২) তাহাতে পদ্মাসনে উপবিষ্টা গজলক্ষ্মীমূর্ত্তি প্রস্তরময় চৌকাঠের উপরিভাগে সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

দুরবগাহ গবেষণার বিষয় ছাড়িয়া দিয়া মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, "জৈন"ই হউন আর "বৌদ্ধ"ই হউন, প্রাচীন ভারতবাসীরা হিন্দু-ধর্ম্মত্যাগী হইলেও আমাদিগের ন্যায় "লক্ষ্মী"-ছাড়া হইতেন না। লক্ষ্মী-মন্দিরে দুইটি ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্ত্তির ভঙ্গী বড়ই সুঠাম। অপর একটি চিত্রে চারি-পায়ার ন্যায় সিংহাসনে পুরুষ-মূর্ত্তি বসিয়া আছেন—সম্মুখে দণ্ড ও গদাধারী তিনটি পুরুষ ও দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। এতদ্ব্যতীত হস্তী ও সৈন্যাদির শোভা-যাত্রা ও দুইটি দ্বার-রক্ষয়িত্রীর চিত্রও আছে। স্তম্ভ-গাত্রে গজসিংহ-মূর্ত্তির উপর ষট্‌ফণ নাগনাগিনীর মূর্ত্তিও একান্ত চিত্তাকর্ষক।

শ্রীমন্দিরস্থ শক্তিমূর্ত্তির মধ্যে ভদ্রকালী ও বিমলাদেবী বিশেষ

(২০) South Indian images of Gods and Goddesses, p. 187.
(২১) Cave Temples by Fergusson and Burgess p. 71. pt. 11.
(২২) Arch. Rep. 1904-5.

উল্লেখযোগ্য। মহাভারতে লিখিত আছে যে, দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থ দক্ষ-কন্যার দেহ হইতে ভদ্রকালী দেবী উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। (২৩)

ভদ্রকালী-মূর্ত্তি মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে সহস্রভুজা। মহিষাসুর-বধে দেবীর যে মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সহস্রভুজা মূর্ত্তিই 'ভদ্রকালী' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (২৪)

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শুম্ভবধের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখিতে পাই, "জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্। ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্র-কালি নমোঽস্তুতে"॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্নিদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কাত্যায়নীর স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন, 'হে ভদ্রকালি, তোমাকে নমস্কার। অশেষ অসুরগণের নাশক জ্বালাকরাল এবং অতিশয় উগ্র তোমার ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক।' দক্ষিণদেশীয় আগমগ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত টি, গোপীনাথ রাও যে ভদ্রকালীমূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেবী অষ্টাদশভুজা, আসনে দণ্ডায়মানা ও শ্রীসম্পন্ন দেহবিশিষ্টা বলিয়া বর্ণিতা। (২৫) তাঁহার ষোলটি হস্তে অক্ষমালা, ত্রিশূল, খড়্গ, চন্দ্র, বাণ, ধনু, শঙ্খ, পদ্ম, স্রুক্, স্রুব, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অগ্নি, কৃষ্ণাজিন ও বারি (water) এবং অপর দুইটি হস্তের মধ্যে একটিতে রত্ন-খচিত পাত্র (jewelled vessel) এবং অপরটী 'অভয়' বা 'শান্তি'-মুদ্রায় বিন্যস্ত। তিরুপল-

---

(২৩) শান্তিপর্ব্ব, ২৮৪ অধ্যায়, ৩২ ও ৪৪ শ্লোক।

(২৪) স দদর্শ ততো দেবীং...দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাৎ ব্যাপ্য সংস্থিতাং॥

* * ঋষিরুবাচ। * *

তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ॥

—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, মহিষাসুর-সৈন্যবধ অধ্যায়।

(২৫) Elements of Indian Iconography vol. I. Pt. II. P. 357.

কুরাই নামক স্থানে ভদ্রকালী দেবীর যে ধাতব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মাত্র চারিহস্তবিশিষ্ট। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, মহীশূর, তানজোর, তিনেভেলীর গ্রামে গ্রামেই ভদ্রকালী, ভগবতী ও চামুণ্ডা প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। (২৬) শক্তির ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পুরুষোত্তম তীর্থে ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভক্তের চক্ষে দেবী স্মেরাননা, স্মিত-হাস্যোৎফুল্লা বলিয়াই মনে হয়। নীলমাধবের মন্দিরে আমাদের প্রবেশ করার সুবিধা ঘটে নাই—ইহার পরই বিমলা দেবীর মন্দির।

বিমলার মন্দির প্রাচীন বটে, কিন্তু ইহাতে সেরূপ কারুকার্য্য নাই। সতীর নাভি এই স্থানে পতিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ থাকায় ইহা অন্যতম পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত। তান্ত্রিকেরা বিমলদেবীকেই জগন্নাথের শক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। তাই বিমলা-পীঠ তান্ত্রিকদিগেরও বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। বিমলাদেবীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত শার্দ্দূলমূর্ত্তি বসান আছে, বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তৎসংক্রান্ত একটী সুন্দর জন-প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। (২৭) উড়িষ্যার কোনও মহাপাত্র, রাজাদেশে দেবীর শার্দ্দূল নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সত্যকার সিংহের নকল রাজার মনোমত হইল না। শিল্পশাস্ত্রোক্ত তাল্-মান মানিয়া চলিয়াও শিল্পী কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শেষে নিজ কন্যা-কর্তৃক দেবীর শার্দ্দূলের ছায়াময়ী মূর্ত্তি-দৃষ্টে অঙ্কিত,

(২৬) উপাসনা, ভাদ্র, ১৩২৬, পৃঃ ২৮৮-২৮৯

(২৭) ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫।

ঘণ্টা-চামর ও মুকুট-মণি-হার-শোভিত "দেওয়ালের গায়ে আল্‌পনায় দাগা" সিংহমূর্ত্তি আদর্শ করিয়া এই অপূর্ব্ব প্রস্তর-শার্দ্দূল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শিল্পশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, রসজ্ঞ অবনীন্দ্রনাথ পাকা কারিগরের তৈয়ারী এ মূর্ত্তিটির গঠনের বাহাদুরী দেখিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, "শিশুর মধ্যে নির্ভয় কল্পনার যে স্বাধীনতা আছে, পাকা হাতের অভ্রান্ত টান টেনে এসে যখন তাহার সঙ্গে যোগ দেয়, তখন মনোমত মূর্ত্তিটি শিল্পীর কাছ থেকে আমরা লাভ করি।" "পুরীর চিঠি" গ্রন্থে শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে গণপতি-মন্দিরের প্রবেশদ্বারের নিকট মূষিক উৎকীর্ণ থাকার কথা লিখিত আছে। মূষিক গণপতির চিরন্তন বাহন; সুতরাং এই ক্ষোদিত চিত্রের উপযোগিতা ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে দর্শনযোগ্য সুপরিচিত দুইটি গণেশ-মূর্ত্তি আছে—ভাণ্ড গণেশ, বিমলা ও সরস্বতী মন্দিরের মাঝামাঝি প্রায় সমদূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত; আর সিদ্ধিদাতা গণেশ, রোহিণ কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী। বিমলা দেবীর মন্দিরের একটি কুলুঙ্গীতে সর্পলাঞ্ছিত যে দক্ষিণী ধরণের (২৮) ষড়্‌ভুজ গণেশমূর্ত্তি আছে, তাহাও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত নহে। মৎস্যপুরাণে বিনায়ক দেব 'ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্‌' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সে মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও সর্পকটি-বেষ্টনী-বিশিষ্ট সর্প-যজ্ঞোপবীতযুক্ত যে ষড়্‌ভুজ গণেশমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা "বিঘ্নেশ্বর" নামে উক্ত হইয়া থাকে। পথিমধ্যে সর্প দেখিয়া ইন্দুর বাহনটি গণপতিকে হঠাৎ ফেলিয়া দেওয়ায় তাঁহার পেট

---

(২৮) শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আবাসে উড়িয়া শিল্পি-নির্ম্মিত এই মূর্ত্তিটির একটি কাষ্ঠ-ক্ষোদিত প্রতিরূপ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

ফাটিয়া যায়, তাই সেই সাপ ধরিয়া গণেশ ঠাকুরকে বিদীর্ণ উদর-দেশ বাঁধিয়া লইতে হইয়াছে। (২৯) শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রথ মহাশয় লিখিয়াছেন, (৩০) উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেবের কাঞ্চী-কাবেরী-অভিযান উপলক্ষে 'সাক্ষীগোপাল' ও 'গণেশ'মূর্ত্তিদ্বয় আনীত হইয়া যথাক্রমে সত্যবাদী ও পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। রথ মহাশয়ের মতে এ অভিযান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং মূর্ত্তিদ্বয় এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সুতরাং এখানেও গণেশটি যে একটু দক্ষিণী ছাঁদের হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রাচীন কালে বিনায়ক দেব, হিন্দু ও মহাযান বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক সমভাবেই পূজিত হইতেন। দক্ষিণ-ভারতে এখনও তাঁহার প্রভাব বড় কম নহে। মাদুরা মন্দিরে অষ্টলক্ষ্মীমণ্ডপের প্রান্তস্থ দ্বারের বাম পার্শ্বে যে সুবৃহৎ গণেশমূর্ত্তিটি অবস্থিত, তাহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। (৩১)

পুরী-মন্দিরস্থ শাক্ত দেবতার মধ্যে ক্ষেত্রপাল অন্যতম। অনিষ্টাভিলাষী অপ-দেবতা ও দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিগণের অত্যাচার হইতে নগর ও গ্রামাদি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, গ্রাম বা নগরের উত্তর-

(২৯) Gopinath Rao Op. Cit. P. 50

(৩০) J. B O. R. S. Vol. V. Pt. I p. 147-148.

(৩১) অবশ্য গণপতি দেবের পূজা শুধু দাক্ষিণাত্যেই আবদ্ধ ছিল না। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নৃত্য-নিরত গণপতির মূর্ত্তিও বেশ কৌতূহলকর (No. $\frac{G(b) 1}{224}$ p. 26 of the Catalogue of the Arch. Relics, Varendra Research Society, Rajshahi)। রাজসাহী, দিনাজপুর ও বগুড়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত যে দশ এগারটি গণেশমূর্ত্তি এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশেও গাণপত্য প্রভাব স্পষ্টই সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্বাংশে ক্ষেত্রপালমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও মহাশয়ের মতে কপালী, বটুক ও ভৈরবমূর্ত্তি ক্ষেত্রপাল হইতে অভিন্ন। ক্ষেত্রপালমূর্ত্তি ত্রিনেত্র। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মূর্ত্তির বর্ণ ও ভুজসংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। 'সাত্ত্বিক' মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণ, দুই বা চারিহস্তবিশিষ্ট; 'রাজসিক' মূর্ত্তি রক্তবর্ণ ও ষড়্‌হস্ত-বিশিষ্ট; 'তামসিক' মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ ও অষ্টভুজ। ক্ষেত্রপাল সর্ব্বত্র নগ্ন-রূপেই পরিকল্পিত হইয়া থাকেন। ঘণ্টা ও কপাল ব্যতীত তিনি ত্রিশূল, খড়্গ, খেটক, নাগপাশ, ধনু ও শায়ক প্রভৃতি প্রহরণ ধারণ করিয়া থাকেন। অংশুমদ্‌ভেদাগম মতে তাঁহার কেশগুলি রক্তবর্ণ ও ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত। কারণাগম গ্রন্থোক্ত বর্ণনা-মতে তাঁহার চক্ষু গোলাকার। তিনি অঙ্গে নাগ-যজ্ঞোপবীত ও শিরো-দেশে মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া থাকেন। (৩২)

ক্ষেত্রপাল তন্ত্রোক্ত দেবতা; আবার মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধ-দিগের মধ্যেও ক্ষেত্রপালের পূজা হইয়া থাকে। (৩৩) সেই জন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুর তন্ত্রাদি মহাযান বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গৃহীত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "তন্ত্রের প্রাচীনত্ব" নামক প্রবন্ধে এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। (৩৪) কৌলাবলী তন্ত্রে (৩৫) ক্ষেত্রপালের নিম্নলিখিত ধ্যান-মন্ত্রটি প্রদত্ত হইয়াছে,—"নির্ব্বাণং নির্ব্বিকল্পং নিরুপমসকলং নির্ব্বিকারং ক্ষকারং হুঁকারং বজ্রদংষ্ট্রং হুতবহবদনং রৌদ্রমুন্মত্তভাবং।

(৩২) Gopi Nath Rao Op. Cit. pp. 495-498.
(৩৩) Arthur Avalon's Principles of Tantra p. XXXVII.
(৩৪) সাহিত্যসংহিতা, আশ্বিন ১৩১৭।
(৩৫) রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সংস্করণ, পৃঃ ১৮।

ফট্‌কারং বদ্ধনাগং ভ্রূকুটিমুখং ভৈরবং শূলপাণিং খট্বাঙ্গং ব্যোমনীলং ডমরুসহিতং ক্ষেত্রপালং নমামি॥”

নির্ব্বাণ, নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার প্রভৃতি শব্দ বৌদ্ধ ভাবদ্যোতক কি না, তাঁহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। তবে বৈষ্ণব তীর্থে তান্ত্রিক দেবতার উপাসনা ও স্বয়ং জগন্নাথদেবের বিমলা দেবীর “ভৈরব” বলিয়া পরিচয় প্রভৃতি খণ্ড প্রমাণ স্মরণ করিয়াই হয় তো আচার্য্য ব্লক-প্রমুখ পণ্ডিতগণ জগন্নাথের “শৈবত্ব” সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ক্ষেত্রপালের নিকটেই মার্কণ্ডেয়-মন্দির। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মহাপ্রলয়ের সময়েও জীবিত থাকিয়া প্রলয়-পয়োধিজলে সন্তরণ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক বিবরণ-মতে তিনি এই ভাসমান অবস্থাতেই পুরীক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পান এবং বৃক্ষের ঊর্দ্ধদেশে বট-পত্রে শায়িত শিশুরূপী ভগবানের মুখে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদর-মধ্যে নিখিল-সৃষ্ট-বস্তু দর্শন করেন। প্রলয়ান্তে মার্কণ্ডেয় ‘মার্কণ্ডেয় হ্রদ’ (৩৬) নামক তীর্থ রচনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছিলেন। বিশ্বাসী হিন্দুর চক্ষে সেই বট-বৃক্ষ অদ্যাপিও “অক্ষয় বট”-রূপে বিদ্যমান। আবার যে রোহিণ কুণ্ডে প্রলয়জল লীন হইয়াছিল, তাহাও এই মন্দির-প্রাঙ্গণেই অবস্থিত, সুতরাং গোঁড়া খৃষ্টিয়ানের হৃদয়ে আরারাট (Ararat) পর্ব্বতের দৃশ্য ও নোহ (Noah) নির্ম্মিত অর্ণব-যানের স্মৃতি যেরূপ ভক্তির ভাব আনয়ন করে, প্রাচীন-পন্থী হিন্দুও সেইরূপ পুরী-তীর্থের পৌরাণিক কাহিনীসংশ্লিষ্ট এই সকল স্থানগুলি দর্শন করিয়া সেইরূপ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকেন।

(৩৬) মার্কণ্ডেয় হ্রদ মন্দিরের পশ্চিমে একটি অপরিসর পথের পার্শ্বে অবস্থিত। (উৎকলখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়)।

মার্কণ্ডেয়-মন্দিরের পরেই ইন্দ্রাণীর মন্দির। মৎস্য-পুরাণে প্রতিমা-লক্ষণাদি-প্রসঙ্গে সুর-রাজ্ঞীর বর্ণনা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—"ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রসদৃশী, বজ্রশূল ও গদাধারিণী, বহু নয়ন-সমন্বিতা এবং গজাসনে উপবিষ্টা। ইঁহার তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ এবং ইনি দিব্য আভরণ-নিচয়ে ভূষিতা।" (৩৭)

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবী কাত্যায়নী সমুজ্জ্বল সহস্রনয়না, কিরীট-ধারিণী, মহাবজ্রা ইন্দ্রাণীরূপে বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। (৩৮) পুরুষোত্তম-মন্দিরে দেবরাজও জগন্নাথ প্রভুর আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হন নাই। সূর্য্যদেব এই ইন্দ্র-মন্দিরেই স্থান পাইয়াছেন। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ-মন্দিরের গাত্রেও গজাসনে উপবিষ্ট ইন্দ্রদেবের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। উহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। ইন্দ্রাণী-মন্দিরের পার্শ্বেই কল্পবট এবং তাহার পরেই বট-কৃষ্ণের মন্দির। এই কল্পবট বা কল্প-বৃক্ষ কোনারকের অর্কবটের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। (৩৯) অর্কবটের নিকট প্রার্থনা করিলেই অভীপ্সিত বস্তু লাভ করা যাইত। কথিত আছে, পদ্মক্ষেত্র বা কোনারকের এই মোক্ষপ্রদ বৃক্ষের শাখায় বহু বিহঙ্গম এবং পাদমূলে বহু পবিত্রচেতা মুনি-ঋষি বাস করিতেন। সূর্য্য না কি স্বয়ং এই বটমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন! অর্কবট লুপ্ত হইয়াছে, কোনারকের বটেশ্বর শিব নাকি সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অক্ষয়

(৩৭) "ইন্দ্রাণীমিন্দ্রসদৃশীং বজ্রশূলগদাধরাম্।
গজাসনগতাং দেবীং লোচনৈর্বহুভির্বৃতাম্।
তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভাং দিব্যাভরণভূষিতাম্।।"
—মৎস্য পুরাণ, ২৬১ অধ্যায়; শ্লোক ৩১।

(৩৮) "কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।"

(৩৯) Mitra's Antiquities of Orissa Vol. I p. 148.

বট এখনও বিদ্যমান। অপত্য-কামা নারীগণের ইহা অন্যতম উপাস্য দেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না (৪০)। যাঁহারা পুরী বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বলিতে চান যে, এটি বোধিদ্রুমের প্রতিনিধি। কল্প-বৃক্ষের স্মৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই আদৃত হইয়াছে। জৈন রাজা খারবেলের হস্তী-গুম্ফাস্থ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি স্বর্ণ-নির্ম্মিত পত্র-সংযুক্ত কল্প-বৃক্ষের আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া দান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জৈশবাল (Mr. K. P. Jayawal.) হেমাদ্রি-বিরচিত 'চতুবর্গ-চিন্তামণি' গ্রন্থের দান-খণ্ড হইতে এই প্রকার দান-বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। (৪১) এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে পুরীর কল্পবৃক্ষ যে বোধিদ্রুম মাত্র, এ কথা সহসা স্বীকার করিতে সাহস হয় না। অক্ষয় বটের সন্নিকটস্থ মন্দিরে বট-পত্রে শায়িত শিশু নারায়ণের মূর্ত্তি—"পদাঙ্গুলিং কলয়তি শ্রীমুখে মুরারিঃ"

(৪০) "In the minor inclosure of the Pooree temple there is a Kalpa-briksha supposed to make barren women fruitful." (Antiquities of Orissa vol. I, p 148).

অপত্যহীনা স্ত্রীলোকেরা এই বট বৃক্ষের তলায় অঞ্চল পাতিয়া রাখেন, বট ফল অঞ্চলে পড়িলে তাঁহারা সন্তানসম্ভবা হইবেন বলিয়া ভরসা করেন। স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ-প্রণীত পুরীর ইতিহাসের ১৮ পৃষ্ঠায় (The History of Pooree P. 18.) কল্প বট প্রসঙ্গে গ্রন্থসংশোধক মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, বটবৃক্ষতলে এইরূপ সন্তান প্রার্থনা করার প্রথা প্রজননশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গলদেশে লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করার সহিত সংশ্লিষ্ট। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মধ্যেই গলদেশে লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করার নিয়ম প্রচলিত আছে। (Sir R. G. Bhandarker's Vaisnavism, Saivism and minor religious systems p. 138.) এ তথ্যটি উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে প্রযুজ্য নহে এবং বট-বৃক্ষের সহিত ইহার সম্পর্ক কোথায়, তাহাও বুঝা গেল না।

(৪১) J. B. O. R. S. Decr. 1917. p. 463.

—বড়ই সুন্দর। ইহা স্বতঃই রমণী-হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। এই শিশুর উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছিলেন—স্নেহাপ্লুতা, মমতাময়ী, তীর্থযাত্রিণীগণের অনেকেই সে পৌরাণিক উপাখ্যানের কথা বিস্মৃত হইয়া যান। তাঁহাদের নিজ-পরিবারস্থ শিশুগণের প্রতি যে ভাব—দেবতার শিশু-মূর্ত্তি-দর্শনে সেই "মা যশোদার" ভাবেরই আবির্ভাব হয়। শুনিয়াছি, মাদ্রাজ যাদুঘরে বট-পত্রশায়ী ভগবানের একটি সুরঞ্জিত হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত জি, জুভো ডুব্রেই (G. Jouveau Dubreuil)-প্রণীত দক্ষিণ-ভারতীয় মূর্ত্তি-তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থের ২৩শ সংখ্যক চিত্রে বট-পত্রশায়িত নারায়ণের একটি সুন্দর আধুনিক মূর্ত্তির আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহার পরপৃষ্ঠায় ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে, (৪২) সুতরাং দেখা যাই-তেছে, এমূর্ত্তি দক্ষিণ ভারতেও অপরিচিত নহে। শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয় "পুরীর চিঠি" গ্রন্থে সত্যভামার মন্দির ও 'ছোট ছোট রথের মত ঝুলান' সরস্বতী ও সাবিত্রী দেবীর মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। সরস্বতী-মন্দিরে ক্ষোদিত পক্ষীগুলির প্রাণি-বিদ্যা-হিসাবে মূল্য থাকুক বা না থাকুক, ইহা হইতে বিহঙ্গমজাতির চিত্র-সম্বন্ধে শিল্পিগণের তাৎকালীন প্রচলিত প্রথার (convention) সন্ধান পাওয়া যায়। মন্দিরগাত্রে পক্ষী প্রভৃতির চিত্র অবশ্য একটা নূতন কথা নহে। মন্দিরের অংশবিশেষে 'মাঙ্গল্য' বিহগাদি ও 'শ্রীবৃক্ষ' প্রভৃতি অঙ্কিত করাইয়া শোভা সম্পাদন করার কথা বরাহমিহির কর্ত্তৃক "বৃহৎসংহিতা" গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। (৪৩)

(৪২) Archeologie du Sud de L'Inde, Planohe XXIII image moderne.
(৪৩) Verspreide Geschriften. I?.H. Kern's Brihat Samhita

মন্দির-গাত্রস্থ চিত্রাদি সম্বন্ধে অনেকেই কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বা বিভিন্ন দেব-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত নৃসিংহ, বামন, কল্কি অবতার প্রভৃতি বিরাট পৌরাণিক মূর্ত্তিগুলির চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্যের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন; আবার কেহ নাট-মন্দিরের গাত্রে বৃহদায়তন দশ মহাবিদ্যা প্রভৃতি চিত্রের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভোগমণ্ডপের বহির্গাত্রে অঙ্কিত শেষ-নাগোপরি শায়িত নারায়ণের মূর্ত্তিটি (৪৪) ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত না হউক, সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনকল্পে ইহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত ই, বি, হেভেল মহাশয় এই মূর্ত্তি পরিকল্পনার যে একটি অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সৌর মতবাদ (Solar theory) সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। (৪৫) তাঁহার মতে আদিম বারিধি-বক্ষে ভাসমান নারায়ণ দিক্‌চক্রবাল-রেখার নিম্নে অন্তর্হিত সূর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। নারায়ণের নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত পদ্মযোনি ব্রহ্মা—সূর্য্যোদয়ে যে পদ্মপুষ্প বিকাশ হইয়া থাকে, তাহারই দ্যোতনা মাত্র। দেবাসুর-যুদ্ধে অর্থাৎ আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বে শিব যে চন্দ্রকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে এইমাত্র বুঝাইতেছে যে, দেব সহস্ররশ্মি

p. 44. Chap. LVI sl. 14. 'A door with 3, 5, 7 or 9 fold side frames is much approved. At the lower end, as far as the fourth part of the altitude of the door post, should be stationed the statues of the two door keepers. Sl. 15. Let the remaining part be ornamented with (sculptured) birds of good augury, Cri vriksa—figures, crosses, jars, couples, foliage, tendrils and goblins.'

(For original Sanskrit Slokas see Brihat Samhita Bombay Ed. chap. 55 sl. 5.).

(৪৪) শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত সেতুবন্ধ-যাত্রা পৃঃ ৫৩।

(৪৫) Ideals of Indian Art p. 68.

চিরতুষারাবৃত হিমালয়-শৃঙ্গের পশ্চাদ্দেশে অস্তমিত হইলে মহাদেবের ললাটে ইন্দু আসিয়া উদিত হন। ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যস্থ-(mediator) স্বরূপ সাম্যাবস্থা-(equilibrium) সূচক বিষ্ণু, মধ্যাহ্ন-কালের সূর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহেন। শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্যের সমন্বয়-জ্ঞাপক চতুর্ম্মুখ লিঙ্গমূর্ত্তির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ লিঙ্গ-মূর্ত্তি কলিকাতার যাদুঘরেও রক্ষিত আছে। হেভেল সাহেবের মতে নারায়ণ-বিষ্ণুতে যে দ্বৈত ভাব (dual form) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুর যোগাবস্থা ও সক্রিয় বিশ্বশক্তি-(active cosmical powers) জ্ঞাপক। অবশেষে নারায়ণ বিষ্ণুই সূর্য্যদেবের স্থান অধিকার করিয়াছেন। হিন্দুদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের ফলে সূর্য্য ও বিষ্ণুর একীকরণ সংসাধিত হওয়ায় প্রধানতম দেবতা- চতুষ্টয় মাত্র তিনটিতে পরিণত হইয়াছে। (৪৬) সূর্য্য ও নারায়ণের অভিন্নতায় আস্থাবান্ হইলেও সনাতন-পন্থী হিন্দুগণ সৌরভিত্তিমূলক এই নূতন টীকা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন কি না, জানি না। শেষ-নাগ ও বিষ্ণুর এইরূপ একত্র কল্পিত মূর্ত্তি নিতান্ত আধুনিক নহে। বাদামীর (৪৭) ৩নং গুহায় খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর যে মূর্ত্তিটি দেখা যায়, তাহাতে বিষ্ণু, সর্পের উপর উপবিষ্ট—শায়িত নহে। (৪৮) গরুড়-

---

(৪৬) "The philosophic debates in the orthodox Hindu Schools eventually resolved the four central deities into three by identifying Surya with Vishnu."—Ibid, p. 69.

(৪৭) Vichnou assis sur le serpent dans la cave No 3a Badami (VIe Siecle) Annales du Musee Guimet, Archeologie du sud de L'Inde, par G. Jouveau Dubreuil.

(৪৮) ইহা প্রাচীন চালুক্য বংশের রাজধানী, বোম্বাই প্রদেশের বিজাপুর রাজ্যে অবস্থিত, পূর্ব্বতন নাম বাতাপী।

স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী ভোগমন্দিরের গায়ে যে দুইটি সৈনিক-বেশধারী অশ্বারোহী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে "নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" নামক গ্রন্থের রচয়িতা একটি কৌতুহলোদ্দীপক প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি শ্বেত অশ্বে আরূঢ়, তিনি না কি বলরাম, আর কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে সমাসীন মূর্ত্তিটি জগন্নাথ। কাঞ্চী বা কর্ণাটের রাজকুমারী পদ্মাবতীর সহিত উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেবের বিবাহ-প্রস্তাব হইয়াছিল। রথ-যাত্রাকালে রাজা স্বয়ং সম্মার্জ্জনী গ্রহণ করিয়া প্রভুর রথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন, এই কথা অবগত হইয়া কাঞ্চীরাজ চণ্ডালের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। পুরুষোত্তমদেব এই ব্যবহারে অপমানিত হইয়া ভাবী শ্বশুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রথ মহাশয়ের মতে এ ঘটনা ঐতিহাসিক। (৪৯) কাঞ্চীরাজ যুদ্ধে পরাভূত হন এবং রাজকুমারীকে বন্দিনীরূপে উৎকলে আনা হয়। পুরুষোত্তমদেব মন্ত্রীকে না কি আদেশ করিয়াছিলেন যে, কোনও চণ্ডালের সহিত রাজকুমারীর পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করাইতে হইবে। বিচক্ষণ মন্ত্রী রথ-যাত্রা-কালে পুনরায় সম্মার্জ্জনী-হস্তে দণ্ডায়মান উৎকলরাজের হস্তেই কাঞ্চীরাজ-কন্যাকে সমর্পণ করেন। পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকাল ১৪৭৯ হইতে ১৫০৪ খৃঃ অঃ, মতান্তরে ১৪৬৯ হইতে ১৪৯৬ খৃঃ অঃ। দ্বিতীয় কর্ণাট-অভিযানে উড়িষ্যারাজ কাবেরী নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। জগন্নাথ ও বলরামের যে অশ্বারোহী মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত এইরূপ;— তাঁহারা কাঞ্চী-কাবেরী-অভিযানে পরম ভক্ত উৎকল-রাজের

(৪৯) J. B. O. R. S. Vol V, Pt. I p. 147—148.

সাহায্যার্থে না কি সৈন্যাধ্যক্ষরূপে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন-কালে কোনও দধি-বিক্রেত্রীর নিকট দধি ক্রয় করিয়া তাহার হস্তে একটী অঙ্গুরীয়ক দিয়া বলিয়াছিলেন, এই মুদ্রাটি দেখাইলেই রাজার নিকট মূল্য পাইবে। পরে এই মুদ্রা প্রদর্শিত হইলে স্বয়ং জগন্নাথ ও বলরামদেব যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন, রাজা এ কথা জানিতে পারেন। (৫০) স্বর্গীয় স্যার ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টার মহোদয় তাঁহার উড়িষ্যা নামধেয় গ্রন্থে এ কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। হাণ্টারের বৃত্তান্তেও যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে শ্বেত এবং কৃষ্ণ অশ্বদ্বয়ে সমারূঢ় জগন্নাথও বলদেবের আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু দধিবিক্রেত্রী-বিষয়ক প্রবাদটীর উল্লেখ দেখা যায় না। (৫১) দধিবিক্রেত্রীর চিত্রও দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। গল্পটি ক্ষীরগ্রামের (৫২) যোগাদ্যা দেবী-সংক্রান্ত একটি প্রবাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবী শাঁখা ক্রয় করিয়া শাঁখারীকে এইরূপে পূজারীর নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবান্ ভক্তের অধীন, এই বিশ্বাস হিন্দুর মনে যে কিরূপ বদ্ধমূল, তাহা এই সকল জনপ্রিয় কাহিনী হইতে জানা যায়।

জগন্নাথ-মন্দিরে কারু-কার্য্যের অভাব নাই। মন্দিরের "বিমান" অংশটি আগাগোড়া সিমেণ্ট দিয়া 'পলস্ত্রা' করা। বিমানের গাত্রে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্ত্তি। তাহার প্রায় বিশ হাত নিম্নে

(৫০) উৎকলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ, পৃঃ ১০৮।
(৫১) Hunters's Orissa, Vol 1 p. 321.
(৫২) ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়।

বৃক্ষশাখাধারী হনুমানের মূর্ত্তি। (৫৩) নৃসিংহ, হরিহর, ব্রহ্মা, গণেশ, নারদ, রাম, দশানন প্রভৃতি আরও বহু পৌরাণিক মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম। একটী চিত্রে রামগতপ্রাণ হনু, জানকী দেবীকে প্রণাম করিতেছে। বামন ও বরাহ অবতারের মূর্ত্তি দুইটী বর্দ্ধকীর (sculptor) শিল্প-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচায়ক। কটিদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'দানা'র মালা, ঝাঁপ্পা প্রভৃতি অলঙ্কার, এমন কি পরিচ্ছদের ভাঁজ-গুলিও সুন্দররূপে তক্ষিত হইয়াছে। বামন-মূর্ত্তির মস্তকে টোপরের ন্যায় সূচালো মস্তকাবরণ। মুখাবয়ব সুন্দর, তবে নাকটি যেন অধিক উচ্চ বলিয়া মনে হয়। বরাহ-মূর্ত্তি পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়-মান। সাধারণ বিষ্ণু-মূর্ত্তির ন্যায় এ মূর্ত্তিরও চারিটি হস্ত। ইহার সন্নিকটে পশ্চিম ধারের, একটি কুলঙ্গিতে (niche) নৃসিংহ-মূর্ত্তি— চতুর্হস্ত, গদাচক্রধারী ; গলায় রুদ্রাক্ষমালা ; দুই হস্তে হিরণ্যকশিপুর নাড়ী ছিঁড়িয়া বাহির করিতেছেন।

উৎকলখণ্ডে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নৃসিংহ-মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে, নৃসিংহ-উপাসনা উৎকলের সহিত কোনও সময়ে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। অবশ্য বুন্দেলখণ্ডস্থ খাজুরাহোর ও যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত অসিয়া গ্রামের মন্দিরগাত্রেও নৃসিংহমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। (৫৪) দাক্ষিণাত্যেও নরসিংহ-উপাসনা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং অদ্যাপিও রহিয়াছে। চৈতন্যদেব দক্ষিণদেশের জিয়ড় নামক স্থানে নৃসিংহমূর্ত্তি

(৫৩) শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সুলিখিত গ্রন্থে মন্দিরের এ অংশের বিবরণ বেশ বিস্তারিত ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে। Ganguly's Orissa and her Remains, p. 413-415.

(৫৪) Indian Archeological Survey, Annual Report, 1908-9. pp. 104, 106, 113.

চিত্র ৫)

শিশু ও জননীর মূর্ত্তি।

পুরী।

[অক্সফোর্ড প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে।]

দর্শন করিয়াছিলেন (৫৫)। বোম্বাই প্রদেশে কোলাপুর রাজ্যেও নরসিংহ-মন্দির বিদ্যমান আছে। (৫৬) বঙ্গদেশে নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর সন্নিহিত দেপাড়া গ্রাম ব্যতীত অপর কোথাও নরসিংহপূজা প্রচলিত থাকার কথা শুনি নাই। নরসিংহকে দক্ষিণদেশে 'সিংহপেরুমল' বলে। নরসিংহের রাগান্বিত মূর্ত্তির নাম 'উগ্র-নরসিংহ' এবং প্রহ্লাদের স্তবস্তুতিতে শান্তভাবাপন্ন নৃসিংহ-মূর্ত্তির নাম 'লক্ষ্মীনরসিংহ'। (৫৭) মাদ্রাজপ্রদেশে ভিজাগাপটমে সিংহাচলম্, কর্ণুল জেলায় অত্রবলম্ এবং ত্রিচিন্নপল্লীতে নমক্কল, নরসিংহ-পূজার প্রধান কেন্দ্রস্থান বলিয়া বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যের সহিত উৎকলের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে নৃসিংহ-পূজা দাক্ষিণাত্য হইতে উৎকলে প্রচারিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

কেবল দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে চিত্রে মানব-হৃদয়ের পবিত্র অভিব্যক্তি দর্শনের জন্য স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। জগন্নাথের মন্দিরে এ শ্রেণীর একটী চিত্র নিতান্ত হৃদয়হীন ব্যক্তিকেও বিচলিত করিয়া তুলে। এটি হিন্দু-রমণীর মাতৃ-মূর্ত্তির চিত্র। (৫৮) মাতার কর্ণে সুবৃহৎ কুণ্ডল; বাহু ও প্রকোষ্ঠে অলঙ্কার। পুত্রকে

(৫৫) মুরারী গুপ্ত-রচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত, চতুর্দ্দশ সর্গ, পৃঃ ১৫৪-৫৫।

(৫৬) Progress Report. Arch. Survey W. Circle. 1918, p. 13.

(৫৭) R. Krishna Sastri's South Indian Gods & Goddesses p. 25—30.

(৫৮) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একটি চিত্র কোণাক-মন্দির-গাত্রে দর্শন করিয়া তাহার আলোক-চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। কোণার্ক, ভুবনেশ্বর ও পুরী মন্দিরে দেখিয়াছি, কয়েকটি চিত্রের অবিকল প্রতিরূপ বিভিন্ন স্থানে নয়ন-পথে পতিত হইয়া থাকে। একই পরিকল্পনা

বক্ষে তুলিয়া ধরিয়া তন্ময়ভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন; শিশুও মাতার মুখের দিকে সহাস্য বদনে চাহিয়া রহিয়াছে। পুরী আসিয়া এ চিত্রটি না দেখিলে মন্দিরের কারুকার্য্য-দর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্বর্গীয় ভিন্সেণ্ট স্মিথ ভারতবর্ষ ও সিংহলের চিত্রকলা-বিষয়ক ইতিহাস-গ্রন্থে এ চিত্রটির বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। (৫৯) ১৭ সংখ্যক আজন্তার গুহার একটি চিত্রেও ক্রোড়স্থ শিশুকে লইয়া দণ্ডায়মানা একটী রমণীমূর্ত্তি দেখা যায় (৬০) কিন্তু তাহাতে অপত্যস্নেহের সহিত ভক্তিভাব ও দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষা যেন সমভাবেই পরিস্ফুট। মাদুরা-মন্দিরেও একটী শিশু ও জননীর খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে, (৬১) কিন্তু তাহাতে শিল্পী মাতৃস্নেহ এরূপ ভাবে বিকশিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

জগমোহন হইতে পূর্ব্ব দিকের দ্বার দিয়া নাট-মন্দিরে এবং পশ্চিমের দ্বার দিয়া বিমানে যাওয়া যায়। নাট-মন্দিরেরই অনুরূপ ভোগমণ্ডপের প্রাচীরগাত্রস্থ কৃষ্ণ ক্লোরাইট প্রস্তরে ক্ষোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু একবারমাত্র দেখিলে এগুলির সৌন্দর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। মন্দিরপরিক্রমণকালে এগুলি পুনরায় নয়নপথে পতিত হইল। ভোগমণ্ডপের পূর্ব্বদিকের

কোথাও বা মন্দিরগাত্রে প্রস্তরের উপর ক্ষোদিত, আবার কোথাও বা ভুবনেশ্বর হইতে আনীত কলিকাতা যাদু ঘরের মূর্ত্তিগুলির ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে মূরত আকারে নির্ম্মিত।

(৫৯) Dr Vincent Smith History of Fine Art in India and Ceylon, p. 194 fig. 137.

(৬০) Ibid Fig. 207. Woman carrying child cave XVII, Ajanta.

(৬১) Ibid, Fig. 171. Woman and baby, Great temple, Madura.

অজন্তার মাতৃমূর্ত্তি।

[অক্সফোর্ড প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে।] [পৃঃ ৪০

(চিত্র ৭)
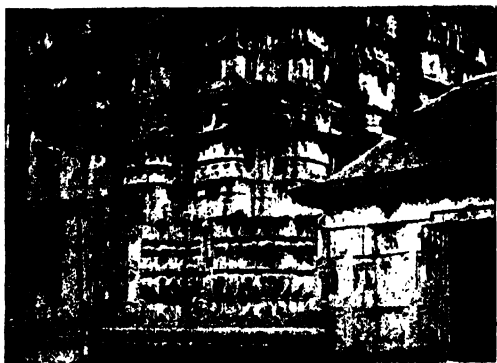
জগন্নাথ মন্দিরের পার্শ্বদেশ। [পৃঃ ৪২

বাম পার্শ্বে দোলযাত্রার চিত্র। দোলনার লোহার শিকল ও ঝাঁপ্পা প্রভৃতি অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত ক্ষোদিত হইয়াছে। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা—শ্রীকৃষ্ণ রাখালবালকদিগের সহিত গরু চরাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন, গোধনগুলি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। এই গোষ্ঠের চিত্র বাঁধা ছাঁচের মত অদ্যাপিও সামান্য পরিবর্ত্তিত ভাবে আধুনিক উৎকলশিল্পীকর্ত্তৃক সোপষ্টোনে অনুকৃত হইতেছে। তাহার পর রামের রাজ্যাভিষেক এবং তৎপরে নৌ-বিহারের চিত্র। ভোগমণ্ডপের উত্তর ধারে সীতার বিবাহ, রামের সিংহাসনারোহণ, ইন্দ্র ও ঐরাবত প্রভৃতি চিত্রগুলিও বড়ই সুন্দর। রামায়ণ সংক্রান্ত এই চিত্রগুলিতে পূর্ব্বকালের রামোপাসনার প্রভাবই প্রমাণিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ফরাসী পণ্ডিত গুস্তাভ লে বঁ (Gustave Le Bon) মন্দিরের এ সকল চিত্রাদির বিষয় বোধ হয় অবগত ছিলেন না; কারণ, মন্দিরে অহিন্দুর প্রবেশ নিষেধ। শুনিয়াছি, ফটোগ্রাফ লওয়া সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি ঘটে। Le Bon (লে বঁ) বলিয়াছেন, "জগন্নাথের মন্দির ভুবনেশ্বরের অনেক পরবর্ত্তী কালে, অনুমান, খৃঃ ১২০০ অব্দে নির্ম্মিত। আর্ট বা ললিতকলার হিসাবে দেখিতে গেলে ইহা এতই অপকৃষ্ট যে, বাস্তবিকই ভুবনেশ্বরের ব্যঙ্গ প্রতিচ্ছবি (veritable caricature) বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের চূড়া ও বিমান প্রভৃতি ভুবনেশ্বরেরই অনুকরণে নির্ম্মিত বটে, কিন্তু প্রস্তরের ক্ষোদিত চিত্রগুলি অত্যন্ত স্থূল ও অসংযত রকমের (grossieres)। পুরীতে যে সকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিরই এই দশা। নমুনার চিত্র দৃষ্টে সকলেই এ উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া মসিয়ে লে বঁ নিজ পুস্তকে প্রকাশিত চিত্রের উল্লেখ

করিয়াছেন। সব কয়খানি ফটোই কিন্তু গুণ্ডিচা-বাড়ী হইতে গৃহীত। মন্দিরস্থ তরুণী-বাহিত তরণীর চিত্রটি দেখিলে ফরাসী পণ্ডিত অন্ততঃ সেটির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—তবে শুনা যায়, সেটিও নাকি কোণার্ক হইতে আনীত। (৬২) মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল যে, এই প্রদক্ষিণ-পথ, কত না দূরাগত পবিত্র হৃদয় তীর্থ-দর্শকের পাদস্পর্শে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে! সাঞ্চী ও তক্ষশিলার বৌদ্ধস্তূপাদির চারিদিকেও এইরূপ প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমণ-পথ দেখা গিয়া থাকে। হেভেল সাহেবের মতে দেবমন্দিরের এই সকল প্রাচীন পরিক্রমণ-পথ এবং ব্রাহ্মণদিগের সূর্য্যোদয়ে, দ্বিপ্রহরে ও সূর্য্যাস্তে সন্ধ্যাবন্দনাবিধি এই উভয়ই সৌরোপাসনার সঙ্কেতজ্ঞাপক। (belong to the ancient symbolism of sun-worship) (৬৩) বহির্দৃশ্যে সূর্য্য পৃথিবীকে প্রতিদিন পরিক্রমণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই যে শুধু এ প্রথার উদ্ভব হইয়াছে, এমন মনে হয় না। ভক্ত, সর্ব্বস্বরূপ উপাস্য দেবতাকে—সম্মুখে, পৃষ্ঠভাগে, সকল দিক্ হইতেই নমস্কার করিতে চাহে ("নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব (৬৪)—ভগবান্ সর্ব্বদেবাত্মক। বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি সকলে তাঁহারই অন্তর্গত, এই ভাব একবার হৃদয়ঙ্গম হইলে চারিদিক হইতে

(৬২) "The representation on that portion of the great Temple at Jagannath which is said to have been once a part of the Black Pagoda of Konaraka..." Dr R. K. Mukerjee's. History of Indian Shipping p. 36 (Ed. 1912).

(৬৩) Ideals of Indian Art. p. 69.

(৬৪) গীতা, একাদশ অধ্যায়,৪০।

(চিত্র ৮)

পুরী মন্দিরের জগমোহন গাত্রে ক্ষোদিত চিত্র।

[পৃঃ ৪২

তাঁহাকে সহস্র সহস্রবার প্রণাম করিবার প্রবৃত্তি আপনা হইতেই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

এই সকল কথা স্মরণ হইলে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বাস্তবিকই মনে স্থান পায় না। তাই দেখিতে পাই, হিন্দু শাক্ত লেখক মুকুন্দরাম শক্তি-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে বসিয়াও শ্রীমন্দিরস্থ দেব-দেবীর উল্লেখান্তর জগন্নাথ দর্শন ও মণিকোঠা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তীর্থকৃত্যাদি সম্পাদন করার পরামর্শ দিতেছেন :—

"সমীপে বিমলা দেবী, যাহার চরণ সেবি,
ত্যজে নর সংসার বাসনা।
সঙ্গে গুহ লম্বোদর, এই স্থানে আইল হর,
হরি ভাবে হৈয়া দৃঢ়মনা॥

* * *

সুভদ্রা বলাই সাথে, দেখ ভাই জগন্নাথে,
সম্মুখে গরুড় মহাবীর।
শুচি হয়ে কর ফোটা, প্রদক্ষিণ মণি কোটা,
কর ভাই বৈকুণ্ঠ মন্দির॥
মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান, সিন্ধুতটে পিণ্ডদান,
পিতৃলোক উদ্ধার কারণ।
সেব ভাই নিরন্তর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর,
বটবৃক্ষ কর আলিঙ্গন॥
পরশে রোহিণীকুণ্ডে, পাপকর্ম্ম ইথে খণ্ডে,
শুনহ কৃষ্ণের ইতিহাস।

* * *

প্রবল চপল ভঙ্গা, স্নান করি শ্বেতগঙ্গা,
শ্রীনীলমাধবে কর নতি।

ক্ষিতিতে বৈকুণ্ঠপুরী, আমি কি বলিতে পারি,
ইথে যত দেবতার স্থিতি ॥ (৬২)

আমরা প্রদক্ষিণান্তে মুক্তিমণ্ডপের নিকট সমবেত হইলাম। এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্দিরের অন্তর্গত সরস্বতী মন্দিরের যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে বীণাপাণির প্রকৃত পীঠস্থান—'মুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিতসভা'। দ্রাবিড় খণ্ডে মন্দিরে বেদ পাঠাদির জন্য যে 'পদ্মমণ্ডপ' নির্ম্মিত হইয়া থাকে, (৬৩) মুক্তিমণ্ডপ সম্ভবতঃ তাহারই অনুকরণে এবং একই উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত।

শুনিলাম, মন্দির অভ্যন্তরস্থ এই মুক্তিমণ্ডপে অদ্যাপিও শাস্ত্রালোচনা হইয়া থাকে। ইহা নৃসিংহমন্দিরের অল্প দূরেই অবস্থিত। মুক্তিমণ্ডপের বেদী মর্ম্মর-মণ্ডিত, ছাদ স্তম্ভশ্রেণীর উপর সংস্থাপিত। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় লীলাবতী নাটকের মুক্তিমণ্ডপের নামকরণ বোধ হয় এই মুক্তিমণ্ডপেরই বিকৃতার্থে করিয়া থাকিবেন। উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুরের গত মে মাসে (১৯১৯) পুরী আগমন উপলক্ষে মুক্তিমণ্ডপ-পণ্ডিত-সভার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করা হইয়াছিল, তাহাতে বর্ণিত হয় যে, উড়িষ্যায় সংস্কৃত চর্চ্চার কেন্দ্রস্থল-এই পণ্ডিত সভা, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পুরী মন্দিরে জগন্নাথ বিগ্রহ সংস্থাপনের সমসাময়িক। সেই অবধি বিভিন্ন উড়িষ্যারাজগণ কর্ত্তৃক বিদেশ হইতে আনীত, "শাসন"-গ্রামসমূহের (৬৪) ব্রাহ্মণগণ, এ সভায় বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন।

---

(৬২) কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান, শ্রীজগন্নাথদাসের সংস্করণ, পৃঃ ২১০।

(৬৩) Town Planning in Ancient Dekkan by C. P. V. Ayyar P. 28.

(৬৪) উড়িষ্যার রাজা, রাণী বা মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত

সভা শ্রীমন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং এই সভার পরামর্শ-মতেই মন্দিরের পূজার্চ্চনাদি অনুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। মুক্তি-মণ্ডপের পণ্ডিতদিগের মধ্যে শম্ভুকর বাজপেয়ী, নৃসিংহ বাজপেয়ী, বিদ্যাকর বাজপেয়ী, গঙ্গাধর রাজগুরু প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ স্মৃতি-শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতময় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা অধিকৃত হইলে, মুক্তিমণ্ডপের পণ্ডিত-গণ ও মন্দিরের সেবক-সম্প্রদায়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিভূকে পুরীতে অভ্যর্থনা করিয়া মন্দিরের কার্য্য-পরিচালন-ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। উড়িষ্যার সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাপারে মুক্তিমণ্ডপ-সভার প্রভাব অদ্যাবধি অনুভূত হইয়া থাকে। ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থানে, এই সভার পণ্ডিতদিগের মত অদ্যাপি সাদরে গৃহীত হয়। শ্রীমন্দির-প্রসঙ্গে এ সভার উল্লেখ না করিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

গ্রাম ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে 'শাসন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যে ব্রাহ্মণ সেই দান গ্রহণ করেন, তিনি 'পাণিগ্রাহী' নামে উক্ত হয়েন। J. B. O. R. S. Vol. V. Pt. IV. P. 579.

শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য

জগন্নাথ-মন্দির দুইটী বিভিন্ন এক-কেন্দ্রিক আয়ত প্রাচীর-বেষ্টনীর (১) মধ্যে অবস্থিত, ইহার মধ্যে একটী প্রাচীর "মেঘনাদ" নামে অভিহিত। ডাঃ লে বঁ স্বীয় গ্রন্থে বহিঃপ্রাচীরটির যে পরিমাপ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, বহিঃপ্রাচীরটির উচ্চতা ৬ মিটার, দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার ও প্রস্থ ১৮০ মিটার (২)। ইহার উপরিভাগে খাঁজ-বিশিষ্ট প্রাচীর (battle-ment) দেখা যায়। হাণ্টারের গ্রন্থে মন্দিরের মানচিত্রে অন্তর্বেষ্টনের ফাঁপা প্রাচীরটি দেখানো হইয়াছে (৩)। শ্রীরঙ্গম ও মাদুরার মন্দির প্রভৃতিও এইরূপ বিভিন্ন প্রাকারে বেষ্টিত; সেই জন্য কেহ কেহ এই বেষ্টনী-দ্বয়কে দ্রাবিড় প্রণালীর নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। চারিদিকে চারিটি প্রবেশ-দ্বারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—পূর্ব্ব-দিকে সিংহ-দ্বার, দক্ষিণে অশ্ব-দ্বার, উত্তরে হস্তি-দ্বার, পশ্চিমস্থ অবশিষ্ট দ্বারটির নাম খাঞ্জাদ্বার। অশ্বদ্বারে অশ্ব নাই, বহির্দ্দেশে রহিয়াছে শুধু প্রকাণ্ড এক হনুমানের মূর্ত্তি। পবন-নন্দন যোদ্ধৃবেশে নাকি এ মন্দিরকে সমুদ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান! হস্তিদ্বারের পাঁচ ফিট উচ্চ হস্তী দুইটি দ্বারদেশ হইতে

---

(১) "Deux encientes rectangulaires concentriques."

(২) ১ মিটার=১ গজ ৩'৩৭০৮ ইঞ্চের সমান। অপর একজন লেখক বলিয়াছেন, 'বহিঃপ্রাচীর দৈর্ঘ্যে ৬৬৫ ফিট, প্রস্থে ৬৪০ ফিট এবং উচ্চতায় ২০ হইতে ২৪ ফিটের মধ্যে।

(৩) Hunter's Orissa Vcl I. Plan contrap. 129.

(চিত্র ৯)

পুরী মন্দিরে হনুমানের মূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ৪৭

অপসারিত হইয়া প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে (৪)। উত্তর দ্বারে চাম্‌চিকা, আর্শুলা প্রভৃতির এতই প্রাদুর্ভাব যে, সে দিকে কেহই অগ্রসর হয় না।

রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের জন্য প্রকাশিত (৫) ইংরাজি বাইবেল গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় সলোমন-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের যে নক্সা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও দুইটি প্রাঙ্গণ এবং দুইটি আয়ত প্রাচীর-বেষ্টনী দেখা যায়। একটি প্রাঙ্গণের নাম Court of Israelites, অপরটির নাম Court of Gentiles। এ মন্দিরেরও চারিটি দ্বার; একটির নাম উত্তরদ্বার (North gate) এবং অপর তিনটির নাম যথাক্রমে Susan gate, Cattle gate ও Parbar gate; বহির্বেষ্টনীতে Cattle gateএর সম্মুখেই Olda gate। ইহা ত গেল এসিয়ার পূর্ব্ব-সীমান্তের ইহুদী মন্দিরের কথা। কিন্তু নব-প্রকাশিত "আর্য্য-শাসনের ইতিহাস" নামক ভারতবর্ষের ইতিহাস-গ্রন্থে (৬) শ্রীযুক্ত হেভেল লিখিয়াছেন যে, ভারতীয় মন্দির ও প্রাকারাদির আদর্শ ভারতীয় আর্য্যদিগের গ্রামের আদর্শ হইতেই গৃহীত।

শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয় এ প্রসঙ্গে কিন্তু কোনও সেমিটিক্ আদর্শের উল্লেখ করেন নাই। আধুনিক যুগে মূল নক্সার তথ্যানু-সন্ধানে সফলতা লাভ করা সহজ নহে। সে যাহা হউক, কাঞ্চী, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম্, রামেশ্বরম্ প্রভৃতি স্থানে অবলম্বিত দ্রাবিড়ী প্রথায় প্রাকার-যুক্ত মন্দির-নির্ম্মাণের প্রণালী ঔপনিবেশিক ভারতীয়গণেরই

(৪) পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লেখকও এ অসামঞ্জস্যের উল্লেখ করিয়াছেন;—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়কৃত 'সেতুবন্ধযাত্রা'; পৃঃ ৫৬।

(৫) Published by Washbourne Limited.

(৬) The History of Aryan rule in India pp. 243—244.

মারফৎ যে প্রাচীন যুগে শ্যাম, কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানেও এক সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। হেভেল মহাশয়ের মতে চারি দিকের চারিটি 'গেট' (দক্ষিণী ভাষায় 'গোপুরম্') আর্য্যদিগের সুরক্ষিত গ্রাম-দুর্গে গোমহিষাদি সংরক্ষণ-স্থানের অনুকরণে নির্ম্মিত। তবে ধর্ম্মমন্দিরের বেলায় 'গো'শব্দ সমগ্র চতুর্ব্বেদ অর্থেই ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিমান-মধ্যস্থ "মণিকোঠা"—চতুষ্পথে অবস্থিত রাজ-প্রাসাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজপথ ও ভ্রমণ-পথ যথাক্রমে প্রদক্ষিণ-পথ ও 'মঙ্গলবীথি'তে (mangala vithi) পরিণত হইয়াছে, আর গ্রাম্য সভামণ্ডপের সংস্থান-স্মরণে মন্দিরের "মণ্ডপ" নির্ম্মিত হইয়াছে (৭)। সাধু-সন্ন্যাসিগণ যে সকল উদ্যান বা বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত আশ্রমকুঞ্জে বাস করিতেন, বোধ হয়, তাহারই অনুকল্পে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন মন্দিরে সহস্র স্তম্ভ-শোভিত দরদালান-গুলির উদ্ভব হইয়া থাকিবে।

হেভেল সাহেব বলেন, আর্য্যদিগের সুনিয়ন্ত্রিত সামাজিক জীবনে যাহা-কিছু বিশেষত্ব ছিল, সে সমস্তই মন্দির-সংক্রান্ত

---

(৭) শ্রীযুক্ত হেভেল শিল্পশাস্ত্র হইতে 'নন্দ্যাবর্ত্ত' নামক যে আদর্শ গ্রাম-নক্সার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, রাজপথ পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা হইত, আর এই রাজপথ ঋজুভাবে ভেদ করিয়া যে রাস্তা উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত হইত, তাহার নাম ছিল 'মহাকাল'। 'মঙ্গলবিধি' বা মঙ্গলবীথি নামক পথ সমস্ত গ্রামটি বেষ্টন করিয়া গ্রামের প্রাচীরের পার্শ্বে পার্শ্বেই নির্ম্মিত হইত। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শঙ্করবর্ণ 'সূত' জাতি, একান্নবর্ত্তী পরিবারের পঞ্চ ভ্রাতার ন্যায় আনন্দে এই সকল আর্য্য-গ্রামে বাস করিত। এই পাঁচ জাতির প্রতিনিধি লইয়াই গ্রাম্য 'পঞ্চায়েত' প্রথার সৃষ্টি। হেভেল মহোদয় বলিয়াছেন, বৌদ্ধ সঙ্ঘ এই আর্য্য-গ্রামের সঙ্ঘের :অনুকরণেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। Indian Allegory, Art and Architecture pp. 13, 14.

অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি স্নানাদির জন্য মন্দিরসংলগ্ন পুষ্করিণী ও বহিঃপ্রাচীরসংলগ্ন বাজার ও পণ্যশালা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। এক কথায় নগর কিম্বা জনপদ-বিষয়ক যাহাকিছু মঙ্গলকর ব্যবস্থা আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা মন্দিরাদির নির্ম্মাণ-পদ্ধতিতে অল্লাধিক পরিবর্ত্তনের সহিত সর্ব্বত্রই সংরক্ষিত হইয়াছে (৮)। কোনও মান্দ্রাজী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যে পল্লীসভামণ্ডপ (৯) অদ্যাপিও গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত দেখা যায়। শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয়ের মতবাদ কল্পনা-পরিপুষ্ট হইলেও ইহাতে কি পরিমাণ সত্য নিহিত আছে, তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত সি, পি, বেঙ্কটরাম আইয়ার দাক্ষিণাত্যে নগরাদির আদর্শ বিষয়ক গ্রন্থে উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী গ্রামাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, অগ্রে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তৎপরে অনেক স্থলে গ্রামাদির পত্তন করা হইত (১০); সুতরাং গ্রামপ্রতিষ্ঠার কোনও বাঁধা আদর্শের প্রভাব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ফলে মন্দিরের নক্সাতেও সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নহে। মাদুরা সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি তীর্থমাহাত্ম্য-বিষয়ক পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, তাহা হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, তথায় পূর্ব্বে একটি সুপ্রাচীন মন্দির বিদ্যমান ছিল এবং

---

(৮) History of Aryan rule in India p. 244.

(৯) 'সভা' শব্দ যে গ্রাম্য সম্মেলন অর্থেই ব্যবহৃত হইত এ সম্বন্ধে অধ্যাপক জিমার ও ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার উভয়েই একমত প্রকাশ করিয়াছেন; Corporate Life in Ancient India p. 47.

(১০) Town Planning in Ancient Dekkan p, 163.

পরে তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া মাদুরা তীর্থ গড়িয়া উঠে (১১)। মাদুরা, বঞ্জী, কঞ্জীভেরম্ (কাঞ্চীপুর) এই তিনটি নগরই একই আদর্শে নির্ম্মিত (১২)। রাস্তা-ঘাট ও বিভিন্ন পল্লী প্রভৃতির নক্সা মিলাইয়া দেখিলে এ সত্য সহজেই অনুমিত হইবে। এই সকল নগরে ব্রাহ্মণ, বণিক্, কৃষিজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি সমান্তরাল বিভিন্ন রাজপথে (parallel streets) বাস করিত। মন্দিরের চারি দিকে যে চারিটি সুবিস্তৃত রাজপথ অবস্থিত, মন্দিরের ভৃত্যেরা তাহারই দুই পার্শ্বে বসবাস করিত। যে সকল পথ দিয়া রথযাত্রার সময় রথ টানিয়া লওয়া হইত, সেগুলি আরও অধিক প্রশস্ত ও সুবিস্তৃত ছিল। মধ্যস্থলে সমচতুষ্কোণ উন্মুক্ত স্থান রাখিয়া, তাহার চারি পার্শ্বে বিভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত বিভিন্ন পল্লীর প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সুব্যবস্থা ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা, এই উভয় পক্ষেই হিতকর বলিয়া বিবেচিত হইত।

ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য-বিষয়ক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত এম, এ, অনন্থালবার 'মানসার' অবলম্বনে গ্রাম বিন্যাসের যে কয়টি নক্সা দিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিবরণের সহিত 'সর্ব্বতোভদ্র' ও চতুষ্কোণ 'নন্দ্যাবর্ত্ত', এই দুই প্রকার আদর্শেরই সাদৃশ্য দেখা যায়। 'নন্দ্যাবর্ত্ত' একপ্রকার ফুলের নাম (১৩), উহার পাপড়ীগুলি 'fly wheel' এর ন্যায় বিন্যস্ত, তাই এ আদর্শের এই নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেভেল যে নক্সাটি দিয়াছেন, তাহা চতুষ্কোণ

(১১) Ibid p. 27.

(১২) Ibid p. 70.

(১৩) Indian Architecture by M. A. Ananthalwar and A. Rea, Vol II. Chap IX p. 139, (pl. 12. fig 2) p. 145 (pl. 12. fig. 4) Ibid. p. 143.

(চিত্র ১০)
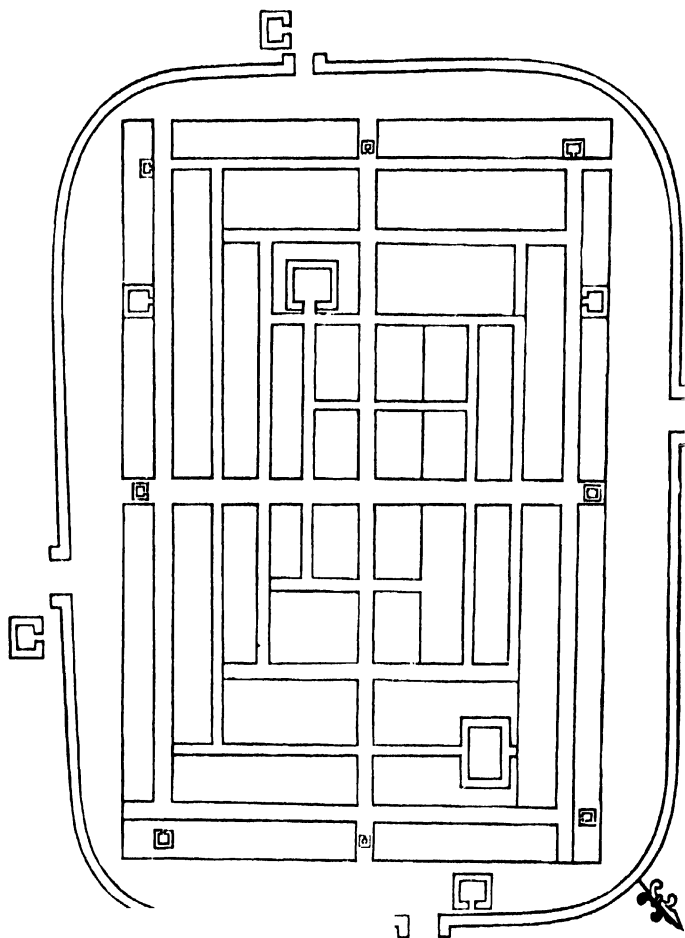
'নন্দ্যাবর্ত্ত' গ্রামের নক্‌সা।

[রামরাজের গ্রন্থ অবলম্বনে]

পৃঃ ৫১]

হইলেও রাজপথ প্রভৃতির বিন্যাস সম্বন্ধে বৃত্তাকার 'নন্দ্যাবর্ত্ত' নক্সার সহিত অধিকতর সাদৃশ্যযুক্ত। এই বৃত্তাকার নক্সা নগরাদি নির্ম্মাণের জন্যই ব্যবহৃত হইত, গ্রাম সংস্থাপনের জন্য উহার প্রয়োগ ছিল না (১৪)। গ্রামাদি বিন্যাসের নিমিত্ত চতুষ্কোণ নক্সাই প্রশস্ত ছিল। উভয়ের পার্থক্যের মধ্যে প্রধানতঃ ইহাই লক্ষিত হয় যে, গ্রামের চতুর্দ্দিকে সাধারণতঃ কোনও প্রাচীরের ব্যবস্থা থাকিত না। (১৫) নন্দ্যাবর্ত্তের এই দুই প্রকার নক্সার আর একটি পার্থক্য এই যে, বৃত্তাকার নক্সার চারি দিক্ হইতে যে চারিটি রাজপথ আসিয়া কেন্দ্র-স্থলে সম্মিলিত হইয়াছে, চতুষ্কোণ নক্সায় তৎসদৃশ কোনওরূপ রথ্যার অস্তিত্ব দেখা যায় না। দুই নক্সাতেই মধ্যস্থলে মন্দিরের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটি প্রথম নক্সা-মতে কেন্দ্রস্থলে, ঠিক চতুষ্পথের উপর সন্নিবিষ্ট হইবার কথা। মন্দিরগুলি সাধারণতঃ আয়ত বা চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত থাকিত এবং চারি দিকের চারিটি পথ আসিয়া মধ্যস্থ 'মণিকোঠার' সান্নিধ্যে পঁহুছিত; সুতরাং শ্রীযুক্ত অনন্থালবারের মত অবলম্বন করিতে গেলে চতুষ্কোণ নন্দ্যাবর্ত্তের নক্সা এ সম্বন্ধে ঠিক প্রযোজ্য হইতে পারে না। 'মানসার' শিল্প গ্রন্থে নন্দ্যাবর্ত্ত বিন্যাস-লক্ষণ যেরূপ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে (১৬), তাহাতে সরল রেখানুযায়ী

---

(১৪) Ibid p. 142. pl 12. fig. 3

(১৫) Ditto ditto.

(১৬) 'নন্দ্যাবর্ত্তক বিন্যাসলক্ষণং বক্ষ্যতেঽধুনা।

* * * * *

সমবিস্তারমায়ামমায়াধিকমথাপি বা।
গ্রামস্তায়তবিস্তারঃ পুরং চেৎ কল্পয়েৎ সুধীঃ ॥

* * * * *

প্রাচীরথ্যান্তরারভ্য দক্ষিণায়তনির্গমঃ।

প্রধান পথগুলি ব্যতীত তির্য্যগ্বীথীরও অস্তিত্ব দেখা যায়—কিন্তু মন্দির-স্থাপত্যে এরূপ তির্য্যগ্বীথীর কোনও প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না।

'সর্ব্বতোভদ্র' গ্রাম-বিন্যাসে নক্সার কোণ-গুলি কিয়দংশ বৃত্তাকার হইলেও ইহা প্রধানতঃ চতুষ্কোণ ক্ষেত্রাকারই বলিতে হয়। ইহাতে চারি দিকের চারিটি রাজপথ মধ্যস্থলে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে এবং সমান্তরাল রাজপথে বিভক্ত নগরের বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, তন্তুবায় প্রভৃতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই নক্সামতে দেবমন্দির ঠিক মধ্যদেশেই অবস্থিত থাকিয়া চারি দিকে তাহার পবিত্র প্রভাব বিকিরণ করে এবং মন্দিরের চারি ধারে সরল রেথায় বিন্যস্ত রাজপথসমূহে বিভিন্ন জাতি বাস করিয়া থাকে। মঠ, আশ্রম প্রভৃতি মন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত। শুধু রাজধানী এবং নগর বলিয়া নহে, 'সর্ব্বতোভদ্র' বিন্যাস-লক্ষণ অনুসারে গ্রাম নির্ম্মাণেরও ব্যবস্থা আছে। বরাহমিহির অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত অনন্তালবার বলিয়াছেন যে, 'সর্ব্বতোভদ্র' নগর-বিন্যাস প্রথানুসারে রাজবাটী, রাজ-অতিথিদিগের আবাস এবং বিবিধ উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়-গৃহাদি বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে

দক্ষিণাবধিপূর্ব্বাদি-পশ্চিমায়তনির্গমঃ।
পশ্চিমাবীথিদক্ষিণ্যাদুত্তরায়তনির্গমঃ॥
নন্দ্যাবর্ত্তাকৃতির্ব্বীথী এবমুক্তং বিচক্ষণৈঃ।
দক্ষিণোত্তরয়োর্বাপি প্রাক্‌প্রত্যক্ দিশি পূর্ব্ববৎ॥
আয়তা দীর্ঘরথ্যা স্যাদ্বিস্তারাদ্দীর্ঘমেব বা।
একত্রিপঞ্চসপ্তৈর্বা বীথী বীথী দ্বিপক্ষযুক্॥
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ মার্গং বা পরিকল্পয়েৎ।
এবং তির্য্যগ্বীথীমার্গং তত্র পক্ষং ন কারয়েৎ"॥

—মানসার (quoted in Indian Architecture p. 143)।

'পক্ষ' শব্দ রাজপথের পার্শ্বস্থিত 'ফুট্‌পাথ্' বাচক বলিয়াই মনে হয়।

হয় (১৭)। শ্রীযুক্ত সি, পি, বেঙ্কটরাম আয়ার (১৮), মহাশয় বলিয়াছেন যে, অনেক সময় মন্দির বা রাজপুরী কেন্দ্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তাহার চারি পার্শ্বে গৃহ নির্ম্মিত হইতে থাকিত এবং এইরূপে নূতন নূতন নগরের সৃষ্টি হইত। 'সর্ব্বতোভদ্র' বিন্যাসপ্রণালী যখন গ্রাম হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য, তখন মন্দিরাদির বাস্তু বিন্যাসেও ইহার প্রভাব অধিক কার্য্যকারী হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়। আর এক কথা। দাক্ষিণী বা উড়িয়া মন্দিরের সহিত সরোবরাদি সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। রামরাজ হিন্দু স্থাপত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, শাস্ত্রানুসারে গ্রাম বা নগরের প্রজাবর্গের ব্যবহারের নিমিত্ত দুইটি জলাশয় থাকা আবশ্যক এবং উহার একটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত হইবে। (১৯)।

মানসার গ্রন্থে 'চতুরস্র সমাকার', 'মণ্ডুকাকৃতি', 'বপ্র-সংযুক্ত' যে নগর-বিন্যাস-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে চারিদিকে মহাদ্বার উপদ্বার, দক্ষিণে, পশ্চিমে বা নৈঋর্তে স্নানপানাদিযোগ্য জলাশয় এবং তপস্বী, যতী ও পাষণ্ডাশ্রমীদিগের ব্রহ্মচর্য্যাদিযোগ্য সংঘ প্রকল্পনার কথা উল্লিখিত আছে। (২০) এই সকল গ্রাম-বিন্যাস-

(১৭) Ibid p. 141

(১৮) Ayyars Town Planning in Ancient Dekkan p. 21

(১৯) Essay on Hindu Architecture by Ram Raz p. 42.

(২০) সর্ব্বতোভদ্রবিন্যাসলক্ষণং বক্ষ্যতেঽধুনা।
চতুরস্রসমাকারমণ্ডুকাকৃতি বিন্যসেৎ (Sic) ॥
অন্যোন্যাং বিপ্রসংঘং চ যথেষ্টং তু প্রকল্পয়েৎ।
অথবা দেবতাহর্ম্ম্য বিকোর্ণেথ শিবস্য বা ॥
তপস্বিনাং যতীনাং চ পাষণ্ডাশ্রমিণাং তথা।
ব্রহ্মচর্য্যাদিযোগ্যং চ সন্ধি সংঘে প্রকল্পয়েৎ ॥

প্রথা যে কত দিন হইতে প্রচলিত, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে শ্রীযুক্ত হেভেল, সাধু-সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমকুঞ্জ যে সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট দরদালানে পরিণত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বৎসর কলিকাতা যাদুঘরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাহা বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় দ্রাবিড় গোপুরমের সহিত জগন্নাথের 'অংশরপিণ্ড' ও ভোগমণ্ডপের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন।(২১) ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের বিমানের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট মাদুরার বিখ্যাত গোপুরমের শীর্ষভাগের চিত্র দর্শন করিলে এ সাদৃশ্য কতকাংশে কাল্পনিক বলিয়াই বিবেচিত হইবে, বরং তাঞ্জোরের বিমানটী কতক পিরামিডাকৃতি; (২২) তবে রক্ষিত মহাশয় এ কথাও

---

* * * * *

রক্ষার্থং বপ্রসংযুক্তং পরিতঃ পরিপালকং।
চতুর্দিক্ষু মহাদ্বারমুপদ্বারযুক্তং ভবেৎ॥

* * * * *

দক্ষিণে পশ্চিমে বাপি নৈঋ‍র্তে বাপি দেশকে।
স্নানপানাদিযোগ্যং চ তটাকং কারয়েদ্বুধঃ॥

—মানসার quoted in Indian Architecture
by M. A. Ananthalwar Vol II Book I, Chap ix p 140.

(২১) ভারত-প্রদক্ষিণ, পৃঃ ১৩। স্নান-যাত্রার পর জগন্নাথদেবের শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এই সময় অংশরপিণ্ড বা মন্দিরসংলগ্ন প্রথম পিরামিডাকৃতি মণ্ডপে বিগ্রহদ্বয়ের (সুদর্শন সহ বিগ্রহ-চতুষ্টয়ের) পূজা হইয়া থাকে। Brijkishore Ghose's The History of Puri p. 17.

(২২) মাদুরার গোপুরম্ সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং তাঞ্জোরের বিমান একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত।

(চিত্র ১১)
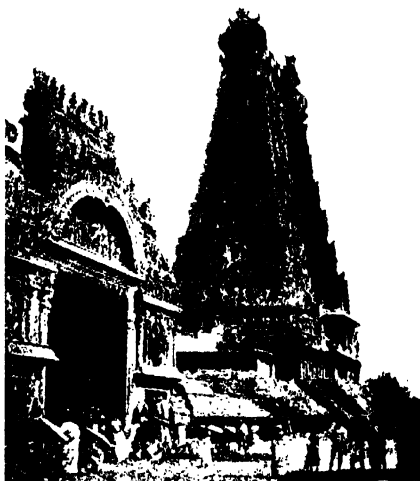
মাডুরা মন্দিরের বিখ্যাত গোপুরম্।

[পৃঃ ৫৪

(চিত্র ১২)
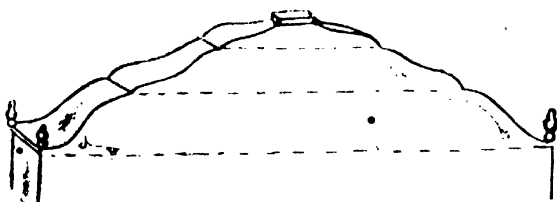
উড়িষ্যার পিরামিডাকৃতি মণ্ডপের ছাদ।

স্বীকার করিয়াছেন যে, "অধিক প্রসারযুক্ত আম্‌লাশীলা" ও "পিরামিডযুক্ত" মণ্ডপই ওড্র দেউলের বিশেষত্ব। ভোগ-মণ্ডপের ছাদ দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, যেন "ভিতের" উপর চারিখানি চাল পর্য্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে সংন্যস্ত হওয়ায় ক্রমে তাহা সরু হইয়া চূড়ার নিকট গিয়া মিশিয়াছে। "পুরীর চিঠি" গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয় এ সাদৃশ্যটী লক্ষ্য করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত আর্ণট বলিয়াছেন ওড্র ও দক্ষিণী স্থাপত্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, উড়িষ্যায় বহু তলবিশিষ্ট শিখর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং চূড়াদেশে দ্রাবিড় পদ্ধতি অনুযায়ী গম্বুজ কদাপি নির্ম্মিত হয় না। চতুষ্কোণ মন্দির ওড্রস্থাপত্যের অপর একটী বিশেষত্ব। (২৩) পর্ণশালা হইতে যে মন্দিরাদির উদ্ভব, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। আমাদের বঙ্গদেশীয় শিব-মন্দির এই আদর্শ হইতেই উদ্ভাবিত; সুতরাং সে দিক্ দিয়া দেখিলে ভোগমণ্ডপ প্রভৃতির নির্ম্মাণ-প্রণালী উৎকলের মৌলিক আদর্শমূলক বলিয়া কত দূর বিবেচনা করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষজ্ঞ স্থাপত্যবিদ্‌গণ বিচার করিবেন। দক্ষিণ-ভারতের তিরুবদমুদুর নামক স্থানের একখানি প্রসিদ্ধ রথের চিত্র

(২৩) "Their style (Orissan temple style) differs from the Dravidian which obtains further South of the Peninsula. In no Orissan tower is seen a trace of a storeyed arrangement which is a common characterestic of the Dravidian style, nor is the construction of the crowning member ever that of a dome or an approach to one though externally it may give that impression. The square form of the temples is a special feature of Orissan architecture at its best." Preface to Report with photographs of the repairs executed to some of the principal temples of Bhubaneswar &c. by M. H. Arnott M. Inst. C. E. 1903.

দেখিলে অনুমিত হয় যে, ওড্র মন্দিরের বিমান বা মণ্ডপ এই শ্রেণীর রথের অনুকরণে নির্ম্মিত। শিখরাংশও যে বংশনির্ম্মিত রথচূড়ার আদর্শ হইতে গৃহীত, এ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতামত 'ভুবনেশ্বর' অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং 'পর্ণশালা আদর্শ'-বিষয়ক মতবাদ যে শেষ কথা, তাহা বলা যায় না।

ভোগমণ্ডপের আদর্শ যাহা হইতেই উদ্ভূত হউক, উহা বিমানাংশের উদ্ভববিষয়ক গবেষণার ন্যায় দেশ-কাল অতিক্রম করিয়া আদিম সভ্যতার কুহেলিকাচ্ছন্ন যুগে পদার্পণ করিতে সমর্থ হয় নাই। উৎকল-মন্দিরের রেখা বা বিমান যে উত্তরাপথের মন্দিরনির্ম্মাণ-প্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট, এ কথা দেশী বিদেশী, সকল সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন। বেহার ও উড়িষ্যার প্রত্নানুসন্ধান-বিষয়ক সমিতির পত্রিকায় (J. B. O. R. S.) প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডাঃ স্পুনার (Dr. Spooner) মহাশয়ও মন্দির-স্থাপত্যে ত্রিহুত আদর্শের (Tirhoot type) উল্লেখ-প্রসঙ্গে এরূপ সুদূরঅতীতের যবনিকা উদ্ঘাটন করেন নাই। কাশী অঞ্চলের কর্দ্দমেশ্বর প্রভৃতি মুসলমান যুগে নির্ম্মিত উত্তরাপথ প্রণালীর মন্দিরের কথা না হয় নাই ধরিলাম, 'শিখর' বা বিমানের শিরোদেশে অবস্থিত আমলকি ফলের ন্যায় পলবিশিষ্ট শিলা, গয়ার মহাবোধি মন্দিরে এবং সাঞ্চীর (আনুমানিক দশম শতাব্দীর) বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে ও শিরোদেশে দেখা গিয়াছে। (২৪) ইহার মধ্যে

(২৪) ...spire of the usual curvilinear type distingunhing Hindu temples of northern style, summit crowned with massive *amalaka* and *Kalasa*......

The exterior was relieved on its four faces by repetitions of the same *amalaka* motive alternaing with stylised Chaitya desisnt.—Sir J. Marshall's Guide to Sanchi p. 127.
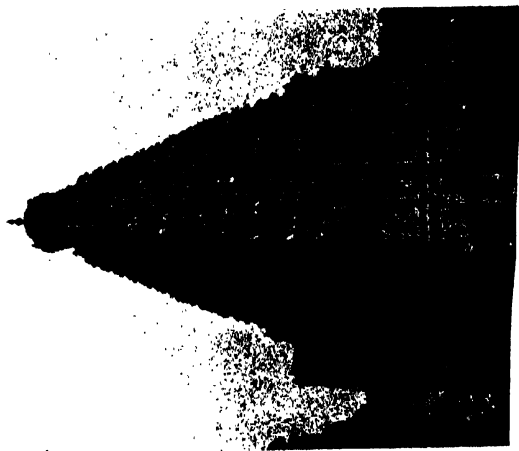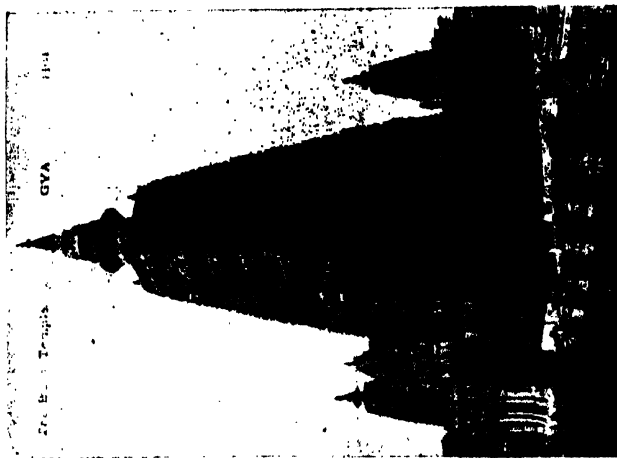
তাঞ্জোরের শিব মন্দির।
পিরামিডাকৃতি বিমানের উপর ক্ষুদ্র গম্বুজ।

[পৃঃ ৫৭

বোধগয়া-মন্দিরে সংলগ্ন আমলক অলঙ্কারটিই প্রাচীনতম। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। মহারাজ প্রিয়-দর্শী বা অশোকের সাম্রাজ্য-জ্ঞাপক প্রস্তরস্তম্ভেও আমলক-চিহ্নের ন্যায় অলঙ্কার দৃষ্ট হয়।

"শিখর" বা মন্দিরের বিমান শুনিতে পাই না-কি বিষ্ণুর পবিত্র নিকেতন মেরু পর্ব্বতের নিদর্শন, আর আমলক পদ্ম বা পদ্মবীজের প্রতিরূপ মাত্র। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সাঙ্কেতিক চিহ্ন নীল পদ্মের (nymphoea cerulea) পরিবর্ত্তে পদ্মবীজই না কি স্থপতিগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইত। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতি পণ্ডিত-দিগের মতে "শিখর", "স্তূপ" হইতে উদ্ভূত, কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। হেভেল এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সারনাথ ও বুদ্ধগয়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপের পার্শ্বে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ শিখর ও স্তূপ পরস্পরের অসম্পূর্ণতা পূরণ ও বৈপরীত্য-বিকাশার্থ কল্পিত হইয়া থাকিবে (one is a complement or antithesis of the other)। একই যুগের পাশাপাশি দুইটি মন্দিরে দেখা যায়, একটি 'শিখর'-যুক্ত ও অপরটি দ্রাবিড় প্রথায় নির্ম্মিত,—পিরামিডাকৃতি বিমানের উপর ক্ষুদ্র গম্বুজ শোভা পাইতেছে। হেভেল এর মতে দ্রাবিড় প্রথার উচ্চচূড়া স্তূপ হইতেই উদ্ভূত—একটি 'জীবন' ও অপরটি 'মৃত্যু' জ্ঞাপক—একটিতে ত্রিমূর্ত্তির বৈষ্ণবভাব ও অপরটিতে শৈবভাবের দ্যোতনা (২৫)। দ্রাবিড় অঞ্চলে শৈব মত বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিলেও স্থাপত্যপ্রথার এই আধ্যাত্মিক অর্থ যেন কিঞ্চিৎ দুঃসাহসিক বলিয়াই মনে হয়। জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরেও শিখরাংশ লক্ষিত

(২৫) Havell's Indian Allegory, Ars and Architecture p. 8, 9.

হইয়া থাকে। শিখরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন সারনাথের বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিন্তু গুপ্তযুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতেও ইহা বিশেষভাবে স্থান লাভ করিয়াছিল (২৬)। গুপ্তযুগে সমতল ছাদবিশিষ্ট মন্দিরও নির্ম্মিত হইত (২৭)। শিখর না থাকিলেই যে দেব-সৌধের সৌন্দর্য্য-হানি ঘটে, এরূপ নহে। কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড-মন্দির ঢালু ছাদবিশিষ্ট ছিল বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে, এবং পশ্চিম-ভারতে গুজরাটের অন্তর্গত মুধেরার বিখ্যাত শিখর-বিহীন সূর্য্য-মন্দির ভারতীয় স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিশেষজ্ঞগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। হেভেল অনুমান করেন, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে 'শিখর'-নির্ম্মাণপ্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রামের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত না হইয়া, উহা রাজপথের পশ্চিম পার্শ্বে অধিষ্ঠাতৃদেবতার মন্দিরের উপর নির্ম্মিত হইত। তাঁহার মতে ইউফ্রেতিস উপত্যকায় সূর্য্যো-পাসক আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে যখন বিবাদ চলিতেছিল, তখন হইতেই এই শিখরের উদ্ভব। এ স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, এখনও এ মত বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত এইচ্, আর্, হল্ বলিয়াছেন, প্রাচীন বাবীরুষবাসীদিগের সহিত দ্রাবিড় জাতিরই সম্বন্ধ অধিক। (২৮) তাঁহার মতে আর্য্য বা সেমেটিক জাতির সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ অব্দে ইউফ্রেতিস (Euphrates) উপত্যকায় নারাম্‌সিন

(২৬) V. Smith in Imp. Gazetteer Vol. II p. 122

(২৭) Ibid p. 113.

(২৮) H R. Hall's Ancient History of the Near East, pp. 171—174 quoted by Havell.

(চিত্র ১৫)

কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

[শ্রীযুক্ত ডি, সুইনতো মহাশয়ের সৌজন্যে।]
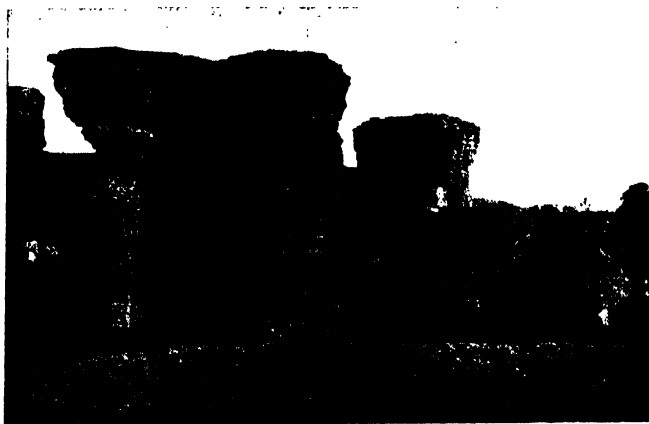
[পৃঃ ৫৮

(চিত্র ১৬)

(Naram Sin) নামে এক পরাক্রান্ত নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালের একখানি চিত্রযুক্ত মৃৎফলক (stile) পাওয়া গিয়াছে। (২৯) হল ইহার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহা সাতুনী নামক কোন বিপক্ষ-পক্ষীয় নরপতির পরাভবের চিত্র। ইহাতে নারাম্‌সিনের প্রতিদ্বন্দ্বীর যে দুর্গ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বক্ররেখাযুক্ত (conical) —দেখিলেই শিখরের সহিত সাদৃশ্যের কথা মনে পড়ে। এমন কি, শিরোদেশে আমলকের ন্যায় চিহ্নটিও বাদ পড়ে নাই (৩০)। আচার্য্য লেয়ার্ড নিনেভে নগরীর (Nineveh) পুরাকীর্ত্তির যে বর্ণনা করিয়াছেন, (৩১) তাহাতে শিখর ও স্তূপাকৃতি দুই শ্রেণীর হর্ম্ম্যেরই প্রতিরূপ দেখা যায়। হেভেল শিখরের পুরাকালীন ব্যবহার-প্রসঙ্গে স্থিরমত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। একবার বলিয়াছেন, উহা শৈল-পৃষ্ঠে নির্ম্মিত, তোরণ-সদৃশ, চৌকি দেওয়ার বুরুজ (watch-tower); আবার বলিয়াছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাজকীয় রথের বংশনির্ম্মিত চূড়া হইতেই ইহার উদ্ভব। অন্য রথ হইতে রাজার রথ চিনিয়া লইবার জন্য এবং শরীর-রক্ষী ও তীরন্দাজগণের ব্যবহারার্থে, শিখরাকৃতি রথোপরি বংশ-রচিত মঞ্চসকল সংস্থাপিত হইত। মন্দিরের শিখরধ্বজ ও রথ-যাত্রার রথের উপরিস্থিত বংশ-নির্ম্মিত আবরণের যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, তাহা সাধারণ লোকও লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আধুনিক

(২৯) Havell's History of Aryan India, p. 112.

(৩০) কিন্তু ভারতে প্রাচীন বাবীরুষের একটি প্রস্তর-কীলক ব্যতীত অপর কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই; উহা এক্ষণে নাগপুর মিউজিয়মে রক্ষিত। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০-২২।

(৩১) Nineveh. 2nd Series pl. XVI—cited by Havell.

পাশ্চাত্য স্থপতিদিগের মতও এইরূপ (৩২)। শিখরের আদর্শ সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত সত্য না হইলে সৌধ-রচনায় কাষ্ঠ ও বংশ-রচিত 'বিমানে'র অনুরূপ এই সকল মন্দির, প্রস্তরের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার বহু পরেও নির্ম্মিত হইবে কেন? হেভেল প্রমুখ পণ্ডিতদিগের মতে মণ্ডপের ভিত্তির চারি পার্শ্বে কোন কোন মন্দিরে যে চক্র-সকল খোদিত দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা রথ-আদর্শের পোষকতার আর অধিক কি সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রয়োজন হইতে পারে? (৩৩) ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ে প্রথম গ্রন্থরচয়িতা স্বর্গীয় রামরাজ, বিমানের উদ্ভব সম্বন্ধে রথ সম্বন্ধীয় কোনও মতবাদের উল্লেখ করেন নাই। তিনি 'মানসার' ও 'কাশ্যপীয়' গ্রন্থোক্ত মতাবলম্বনে বলিয়াছেন যে, এই 'পিরামিড'-আকৃতি মন্দিরগুলি একতালা হইতে যথাক্রমে 'বার তলা' বা 'ষোল তলা' উচ্চ হইতে পারে। চতুষ্কোণ, আয়ত (oblong), গোলাকার, অণ্ডাকৃতি (oval) বা মিশ্রিত যে কোন ধরণেরই হউক না কেন, একই প্রকার 'ডৌল' ভিত্তি হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে হইবে। ৺ রামরাজ, বিমানের বিভিন্ন প্রকার-ভেদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, একই প্রকার উপকরণে নির্ম্মিত বিমান 'শুদ্ধ' বলিয়া পরিচিত, দুই বিভিন্ন

---

(৩২) ভুবনেশ্বর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩৩) রথের অনুকরণে নির্ম্মিত চক্রসংযুক্ত যে কয়টি প্রাচীন মন্দিরের কথা সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে, কোণার্ক মন্দিরই তাহাদিগের মধ্যে প্রধানতম। ইহা ব্যতীত এ শ্রেণীর কোনও প্রাচীনতর মন্দিরের নাম হেভেলের গ্রন্থে দেখিতে পাই না। দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের অন্তর্গত হাম্পীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে অচ্যুত রায়ের মন্দির এই আদর্শের সাক্ষ্য দেয় বটে, কিন্তু তাহাও মধ্যযুগের হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন। প্রস্তরময় রথাকৃতি বিট্ঠল মন্দির চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়াই অনুমিত। Longhurst's Hampi ruins p. 131.

(চিত্র ১৭)
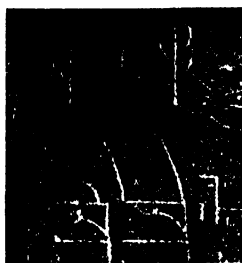
প্রাচীন নিনেভে নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রস্তর খোদিত
শিখর ও স্তূপাকৃতি হর্ম্যের প্রতিরূপ।
লেয়ার্ড প্রণীত নিনেভে গ্রন্থ হইতে গৃহীত, হেভেল-প্রদত্ত চিত্রাংশ হইতে।

[পৃঃ ৫৯

চিত্র ১৮
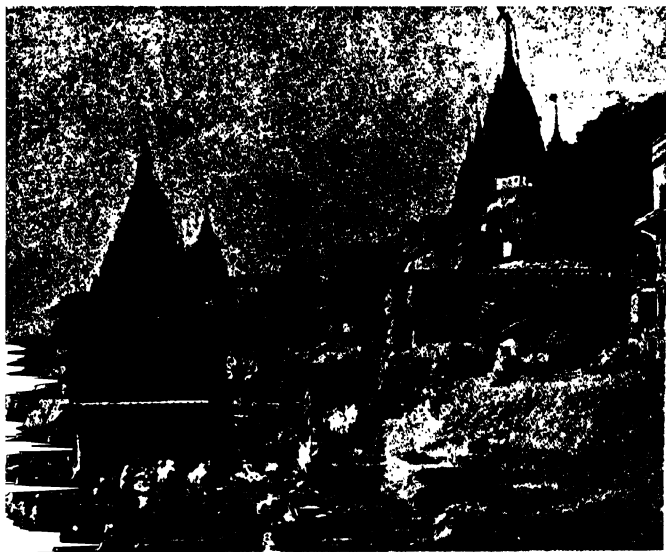
প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত হইলে সে বিমানের নাম 'মিশ্র' এবং তদধিক বিভিন্ন প্রকার মালমসলায় নির্ম্মিত হইলে তাহা 'সঙ্কীর্ণ' বলিয়া পরিচিত। আবার দেবমূর্ত্তির অবস্থান অনুসারেও বিমানের তিন প্রকার শ্রেণী-বিভাগ হইয়া থাকে। যাহাতে বিগ্রহমূর্ত্তি 'খাড়া' ভাবে দাঁড়াইয়া (erect posture), তাহা 'স্থানক' বিমান এবং বিগ্রহ শায়িত বা উপবিষ্ট হইলে বিমানও যথাক্রমে 'আসন' ও 'শয়ন' নামে কথিত হইয়া থাকে (৩৪)।

রামরাজের গ্রন্থে মন্দির বা গর্ভগৃহ-সংলগ্ন অন্তরাল (ante temple), অর্দ্ধমণ্ডপ (the front portico) প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু মোটের উপর তাঁহার গ্রন্থখানি দ্রাবিড় বা দক্ষিণী আদর্শেই অনুপ্রাণিত।

উত্তরাপথ ও দ্রাবিড়ের সহিত উৎকলের স্থাপত্য-সম্বন্ধ নির্ণয় এবং এই দুই দেশীয় প্রভাবের যুগ-কালের বিচার সহজে মীমাংসিত হইবার নহে। দ্রাবিড়ে গোপুরম্, বিমান অপেক্ষা যেন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সেগুলি কতকটা পিরামিডাকৃতি ও প্রায়ই বহুতল (storey) বিশিষ্ট। বিমানের পিরামিড প্রভৃতিও বহুতল। বিমানের ঊর্দ্ধদেশে কখনও গোলাকৃতি গম্বুজ, কখনও বা বহুকোণবিশিষ্ট (polygonal) শীর্ষ দেখা যায়। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভী বলিয়াছেন, "ভারতীয় আর্য্য-স্থাপত্য-প্রথার মৌলিক ছাঁচগুলিতে কোনও তুলনা বা সমন্বয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। দ্রাবিড় প্রথার সহিত ইহার পার্থক্য এত অধিক যে, মনে হয়, এ বৈসাদৃশ্য স্বেচ্ছায় যত্নপূর্ব্বক সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(৩৪) Ram Raz's Essay on the Architecture of Hindus, published by the Royal Asiatic Society p. 48—49.

দ্রাবিড় দেশও উত্তরাপথে যে সুগভীর ভাষাগত পার্থক্য বিদ্যমান, এই দুই প্রকার স্থাপত্য-রীতির বিভিন্নতাও তাহা অপেক্ষা কম নহে। প্রথমোক্ত প্রথা-মতে মন্দিরের বিমান পর পর বিভিন্ন তলে উর্দ্ধে উঠিয়া যায় এবং শেষোক্ত প্রথায় উহার আকৃতি ভুগ্নতা-বিশিষ্ট (curviligne) হইয়া থাকে; প্রথম রীতির নিদর্শন—শীর্ষস্থ গম্বুজ; দ্বিতীয় রীতিতে ইহা একবারেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দ্রাবিড় মন্দিরে গর্ভগৃহের পুরোভাগস্থ মণ্ডপের (porch) থামগুলি দেওয়ালের ভিত্তিতে বসান, ইহা ছাড়া সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট মণ্ডপেরও অভাব নাই। ভারতীয় আর্য্যপ্রথায় বিনির্ম্মিত মন্দিরে প্রায়ই কোন স্তম্ভ দেখা যায় না। প্রথমোক্ত স্থাপত্য-রীতি অবলম্বনে নির্ম্মিত সৌধের বিস্তৃতি ও পরিণতি যে কত দূর ঘটিতে পারে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নহে, কিন্তু আর্য্য-ভারতীয় প্রথার মন্দিরে দেবসৌধ প্রকৃতপক্ষে গর্ভগৃহেই পর্য্যবসিত হইতে দেখা যায়। উত্তরাপথের মন্দিরের অন্তর্দ্দেশ সমচতুষ্কোণ এবং প্রায়শঃ সমান্তর-বহির্বর্দ্ধিতাংশবিশিষ্ট (projections parallels) হইয়া থাকে। প্রথমে একটি প্রায়-সমচতুষ্কোণ মণ্ডপ—ইহার ছাদ পিরামিডাকৃতি। এই মণ্ডপের সহিত অনেক স্থলে আরও দুইটি মণ্ডপ সংযুক্ত হইয়া থাকে; যথা—নাট্য-মন্দির ও ভোগ-মন্দির। (৩৫) এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে, দাক্ষিণাত্যে যে পাণ্ড্যবংশীয় রাজা কদম্ববনে মন্দিরের কথা অবগত হইয়া মাদুরার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তিনি বেদপাঠের নিমিত্ত পদ্মমণ্ডপ, ক্রিয়াকাণ্ডাদি অনুষ্ঠানের জন্য অর্দ্ধমণ্ডপ এবং এতদ্ব্যতীত নৃত্যমণ্ডপ, রন্ধনশালা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র মন্দিরাদিও নির্ম্মাণ

(৩৫) S. Levi, article 'Inde' in Grande Encyclopedie p. 708, col. 2. (quoted by M. Maindron).

করিয়াছিলেন। (৩৬) সুতরাং দ্রাবিড় মন্দিরাদির সহিত এ বিষয়ে জগন্নাথ-মন্দিরের যে কত দূর সাদৃশ্য, তাহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। দ্রাবিড় ও উড়িয়া মন্দিরের তুলনাগত সমালোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত মরিস ম্যান্দ্রঁ, জগন্নাথদেবের মন্দির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, দ্রাবিড়ী মন্দিরের ন্যায় উৎকলেও স্থাপত্য-রীতির বৈশিষ্ট্য ভাস্কর্য্য অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে চাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখভাগে যে সকল সমান্তরাল আলম্বন এবং সরদালের উপর যে ভারি রকম কার্ণিশগুলি রহিয়াছে, তাহা বহুবিধ মূর্ত্তি ও স্থাপত্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। পিরামিডাকৃতি দেউল অথবা ভুগ্নতাবিশিষ্ট খাঁজকাটা শিখরের শিরোদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বহুবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গম্বুজ, খিলানপথ (arcade) বা স্তম্ভের কোথাও চিহ্নমাত্র নাই; বড় জোর দেওয়ালের গায়ে কয়েকটি কুড্য স্তম্ভ (pilasters) মাত্র বিন্যস্ত রহিয়াছে (৩৭)। শ্রীমন্দিরের প্রাচীরাদির গাঁথনির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া এই ফরাসী লেখক বলিয়াছেন যে, দেওয়ালের পাথরগুলি সমান করিয়া কাটিয়া এরূপ আশ্চর্য্যভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন দুইটি টুকরা জোড়া দিবার জন্য সিমেণ্টের আবশ্যক হয় নাই, মাঝে মাঝে এই সকল সুকর্ত্তিত সমচতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডগুলি কেবল কয়েক খণ্ড লৌহ দ্বারা সুকৌশলে আবদ্ধ করা হইয়াছে (৩৮)।

বিজাপুর প্রদেশে ঐহোল নামক স্থানের বিখ্যাত মন্দিরাদি হইতে ছয় মাইল দূরে, পট্টদকল (Pattadakal) গ্রামে বিরূপাক্ষের

(৩৬) Town Planning in Ancient Dekkan by C. P. V. Ayyar p. 28

(৩৭) Maindron's L'Art Indien p. 182.

(৩৮) Ibid p. 81

মন্দিরের নিকট একটী মন্দির আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে উহা যেন উড়িষ্যাদেশ হইতে হুবহু তুলিয়া লইয়া গিয়া বসান। বিরূপাক্ষ-মন্দিরটি কিন্তু খাঁটি দ্রাবিড় প্রণালীতে নির্ম্মিত। ইহার নির্ম্মাণকাল অনুমান ৭০০ খৃষ্টাব্দ (৩৯)। কিন্তু উহার নিকটবর্ত্তী পাপনাথ-মন্দিরে দ্রাবিড় ও উত্তরাপথ উভয় প্রকার স্থাপত্য-প্রথার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ঐহোলের দুর্গামন্দির ও হুচ্চিমল্লি-গুডির মন্দিরের সহিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরশুরামেশ্বরের মন্দিরের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুজেনস্ (Cousens) এর মতে এই মন্দিরগুলি খৃষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া সম্ভব নহে। ভারতের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ-কোশল হইতে নর্ম্মদার তীর পর্য্যন্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যেও গুপ্ত-প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল হেতুবাদে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উৎকল-স্থাপত্যে গুপ্ত-যুগের প্রভাব অনুমান করিয়াছেন (৪০)। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে উড়িষ্যার স্থাপত্যপ্রথা দাক্ষিণাত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উৎকল-স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পরশুরামেশ্বরের মন্দির, শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি সুধীগণের মতে অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত; সুতরাং পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত ঐহোলের মন্দির-স্থাপত্য উড়িষ্যার প্রভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উড়িষ্যাবিষয়ক গ্রন্থে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, (৪১) বৈতাল

(৩৯) Imp. Gazet. Vol II, p. 175.
(৪০) Orissa and her remains p. 271—272.
(৪১) Op. cit. p. 134.

(চিত্র ১৯)
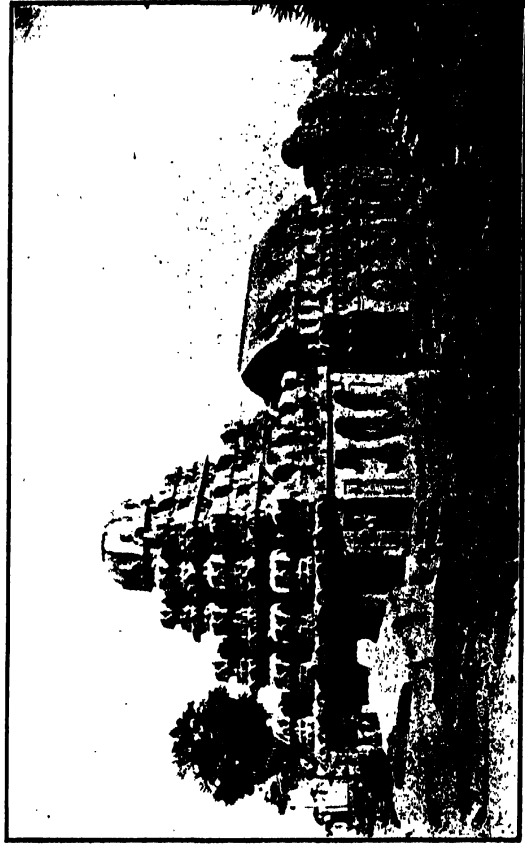
মামল্লাপুরমের রথ নামক প্রস্তর ক্ষোদিত সপ্তমন্দির।
[শ্রীযুক্ত জে, এ, ডি, লয়েডের ছায়াচিত্র হইতে,
দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের কর্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ৬৫

দেউলে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে এবং এ মন্দিরটি চতুর্থ খৃষ্টাব্দের মামল্লাপুরম্ বা মহাবল্লীপুরস্থ 'রথের' (৪২) সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। সুতরাং তাঁহার নিজের যুক্তি অনুসারেই দক্ষিণ-দেশীয় প্রভাব উড়িষ্যায় বিস্তৃত হইয়াছিল, এই অনুমানই অধিক সঙ্গত বলিয়া ধারণা জন্মে।

বুন্দেলখণ্ডে ৯০০-১২০০ খৃঃ অঃ মধ্যে নির্ম্মিত খাজুরাহোর মন্দিরগুলি উত্তরাপথের স্থাপত্য-প্রণালীর নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইলেও, উড়িষ্যার দেউলের সহিত বিশেষ নিকট-সম্পর্কিত বলিয়া মনে হয়। খাজুরাহোর বামন-মন্দিরের চিত্র হঠাৎ দেখিলে উড়িয়া মন্দিরের প্রতিরূপ বলিয়াই ভ্রম হইয়া থাকে। 'ছত্র-কা-পত্র' নামে আর একটি মন্দির দেখিয়া বোধ হয়, যেন উড়িষ্যার মন্দির-নির্ম্মাণ-প্রণালীর অনুকরণে নবরত্নশ্রেণীর মন্দিরাদির ন্যায় একটী অভিনব মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আর এক কথা, উড়িষ্যার ন্যায় খাজুরাহোর মন্দিরেও বহু স্থানে কাম-লীলার বহু চিত্র দেখা যায় (৪৩)।

মন্দিরাদির আকৃতি ও স্থান-বিন্যাসের ক্রম-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য

(৪২) শ্রীযুক্ত জে জুভো দুব্রেই মহাবল্লীপুরের 'রথ' ও গুহাদির নির্ম্মাণ-ভঙ্গী (style) দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এগুলি প্রথম মহেন্দ্র বর্ম্মণের রাজত্বকাল হইতে রাজসিংহের রাজত্বকালের মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছিল, তাহারই বিশিষ্ট স্থাপত্য-কীর্ত্তি—(belong to the period of transition between the ages of Mohendra Varman I and Raja Sinha).

'রথ' নামে অভিহিত, পাহাড় খোদাই করা এই সাতটি মন্দির (Seven pagodas) খুব সম্ভবতঃ প্রথম নরসিংহদেব ও প্রথম নরসিংহ বর্ম্মণ, এই নৃপতিদ্বয়ের রাজত্বকালেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। Pallava Antiquities by G. Jouveau Dubreuil pp. 60—61.

(৪৩) খাজুরাহো সম্বন্ধে বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

করিলে মনে হয় যে, সর্ব্বপ্রথমে শিখর ও তৎসম্মুখস্থ মণ্ডপটী মাত্র নির্ম্মিত হইত ; পরে মানবীয় ধর্ম্মারোপমূলক (anthropomorphic) উপাসনার ফলে অন্যান্য অংশ পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্তের কথা প্রথমেই মনে আসিতেছে। স্নান-যাত্রার পর জগন্নাথদেবের 'নিরোধন' হইয়া থাকে। মানবের ন্যায় উপাস্য বিগ্রহকেও স্নান করাইবার ফলে যেই দেবতার দারুদেহের বর্ণ-বিকৃতি ঘটিল, অমনি মূর্ত্তিটিকে কিছু দিন লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া, পুনর্ব্বার চিত্রণের জন্য এই 'নিরোধন' বা আবদ্ধ রাখার অনুষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য একটী ঘরেরও প্রয়োজন হইয়া উঠিল।

মানুষের ন্যায় দেবতার সন্তোষ-বিধানার্থ যদি নিত্য সুস্বাদু আহার্য্য প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য নিবেদন ও নর্ত্তকীর লাস্য-লীলা প্রভৃতি সন্দর্শন করাইতে না হইত, তাহা হইলে ভোগমণ্ডপ ও নাট-মন্দিরের কোন প্রয়োজনীয়তাই লক্ষিত হইত না। উপাসনা-পদ্ধতির এই বিশেষত্ব-হেতু, সাধারণ গৃহস্থের আলয়ে গৃহস্থালী-সংক্রান্ত যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়া থাকে, দারু-ব্রহ্মের মন্দিরে তাহার কোনটিরই ত্রুটি দেখা যায় না। ভাণ্ডার, রন্ধনশালা, 'চুণাকুঠাঘর,' ধান্য-কুঠী প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান।

উৎকলের মন্দিরগুলি একই প্রণালীতে নির্ম্মিত, তাই প্রধান মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ হইলে এই শ্রেণীর দেউলের বিভিন্ন অংশ ও উহাদিগের সংস্থান সম্বন্ধে ধারণা করার বিশেষ সুবিধা জন্মে। বহির্দ্দেশে প্রাচীরাদির জন্য সাধারণতঃ লাটেরাইট (laterite) প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, মূল মন্দিরগুলি কিন্তু পীতাভ, শ্বেতবর্ণ (buff-coloured) 'বালিয়া' পাথরে নির্ম্মিত। ভূতত্ত্ববিদ্

(চিত্র ২০)
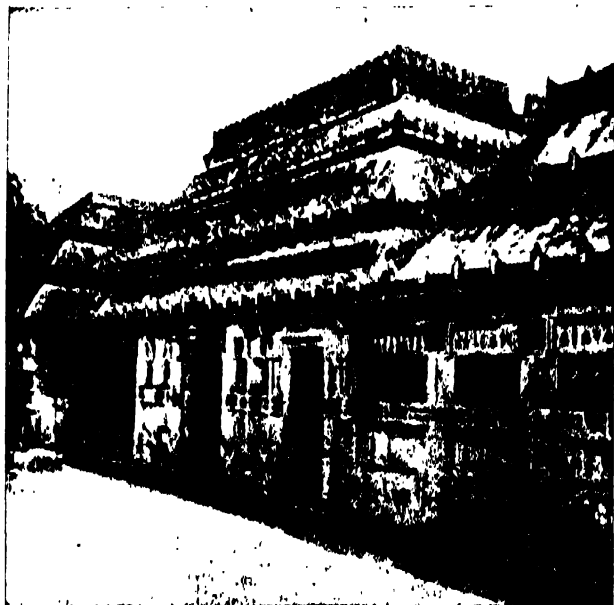
জগন্নাথদেবের মন্দিরের বহির্দেশ। | পৃঃ ৬৭

ধদে প্রাঙ্গন ও থাঁ প্রাচীর পৃঃ ৬

শ্রীযুক্ত ভ্রেডেনবর্গের মতে এই সূক্ষ্ম কণাবিশিষ্ট, ঘন-সংসক্ত (fine-grained) বালিয়া পাথর আট্গড়ের প্রত্যক্ষমান স্তর (out-crop) হইতে আনীত এবং শুধু পুরীমন্দির বলিয়া নহে, ভুবনেশ্বর ও কোণার্কের জগদ্বিখ্যাত মন্দিরগুলিও এই প্রস্তরে নির্ম্মিত (৪৪)। বিমানের পূর্ব্বভাগে পিরামিডাকৃতি ছাদসংযুক্ত সারি সারি মন্দিরের তিনটি প্রধান অংশ প্রথমেই দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। সর্ব্বাগ্রে মুখ্যশালা বা ভোগমণ্ডপ, তৎপরে নাটমন্দির, তৎপরে জগমোহন বা অন্তরাল ; সর্ব্বশেষে গর্ভগৃহ ও তদুপরিস্থ শেখরধ্বজ বা সমুচ্চ মন্দির-চূড়া। মুখ্যশালা নাটমন্দির নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। কোনারকের মন্দিরেও একই গৃহের ভগ্নাবশেষ ভোগমণ্ডপ ও নাটমন্দিররূপে বর্ণিত হইতে শুনিয়াছি। 'অন্তরাল' হইতে দর্শকগণ দেববিগ্রহাদির জগন্মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পান বলিয়া তাহার অপর নাম 'জগমোহন'। 'বড় দেউল' নামে অভিহিত মন্দিরের বিমানাংশ (ধ্বজশেখর) উচ্চতায় ২০০ ফিট এবং পরিধিতে ৪২ বর্গ ফিট (৪৫)। বিমানের উপরিভাগে বৈষ্ণব মন্দিরের জ্ঞাপক "নীলচক্র" নামে যে চক্রটি রহিয়াছে, শুনিতে পাই, তাহা অষ্ট-ধাতুবিনির্ম্মিত, ওজনে কম করিয়া সাড়ে চারি মণ। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে খুর্দ্দার রাজা রামচন্দ্রদেব কর্ত্তৃক এই চক্রটীর না-কি জীর্ণ-সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শক্তিকে "খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী

---

(৪৪) E. Vredenburg's A Summary of the Geology of India. P. 47.

(৪৫) A List of Objects of Antiquarian Interest in the Lower Provinces of Bengal P. 223,)

চক্রিণী তথা" (৪৬) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু চক্রচিহ্ন শাক্ত মন্দিরে বড় অধিক দেখা যায় না। মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে লিখিত আছে (৪৭) যে, শিব স্বয়ং চক্র নির্ম্মাণ করিয়া দৈত্য-নিধনার্থ বিষ্ণুকে উহা দান করিয়াছিলেন; সুতরাং কেবল বৈষ্ণব নহে, শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়ও এ চিহ্ন ইচ্ছা করিলে যে দাবী করিতে না পারেন, এমন নহে। শিবকেও চক্রী, শঙ্খশূলধারী প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। স্বর্গীয় টি গোপীনাথ রাও ভারতীয় মূর্ত্তি-পরিচয় নামক গ্রন্থে ঐহোলে (Aihole) প্রাপ্ত বিষ্ণুর প্রস্তরনির্ম্মিত যে মধ্যম যোগ-শয়ান মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও চক্রচিহ্ন দৃষ্ট হয় (৪৮)। ধারওয়ার রাজ্যের অন্তর্গত ঐহোলের প্রাচীন বৈষ্ণব-মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় ৭০০ অব্দে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত (৪৯)। সুতরাং আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১২২০ বৎসর যাবৎ চক্র যে বৈষ্ণব-চিহ্নরূপেই ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(৪৬) চণ্ডী, প্রথম অধ্যায়, ৭৬ শ্লোক।

(৪৭) ৪৫ অধ্যায়, ১৩৮ শ্লোক।

(৪৮) Elements of Indian Iconogrophy Plate XXXIII Contra. p. 92.

(৪৯) Imp. Gazetteer.

শ্রীমূর্ত্তি-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

উড়িষ্যা-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মাগুনিয়া দাস নামক একজন উড়িয়া কবির কবিতা হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জগন্নাথক্ষেত্রে বৌদ্ধো-পাসনার জনশ্রুতি বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

পদটি এই,—

দেখিলে সিংহাসনো পরে।
বিজয়ে বৌদ্ধ রূপরে॥
পদ অঙ্গুলী নাহি হাত।
শ্রীদারু ব্রহ্ম জগন্নাথ (১)

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, জগন্নাথ-মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-রত বিশ্বকর্ম্মার নিষেধ সত্ত্বেও রুদ্ধ মন্দির-দুয়ার খুলিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, ইহা তাহারই বর্ণনা। অসময়ে দ্বার উন্মোচনের জন্য "জগবন্ধুর" মূর্ত্তি সমাপ্ত হইতে পারে নাই।

'দেউল তোলা' নামক উড়িয়া ভাষায় লিখিত অপর একখানি পুস্তকে বৌদ্ধ প্রবাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উল্লেখ দেখা যায়,—

"এবে বৌদ্ধরূপে হরি নীলাচল পরে।
শ্রীমুখ দেখাই মুক্তি দেউছ সবারে॥

(১) Ganguly's Orissa, p. 409.

দারুব্রহ্মরূপে মুহি এঠারে বসিবি।
বৌদ্ধরূপে নীলাচলে লীলা প্রকাশিবি ॥ (২)
কুশশয্যা করি রাজা সেঠারে শুইলে।
রাত্র অর্দ্ধে জগন্নাথ স্বপ্নে দেখা দেলে ॥
বোলন্তি রাজন তুহি ভালু কাঁহি পাই ॥
কলিযুগে বৌদ্ধরূপ ধরিবইঁ মুহি ॥
হস্ত নাহি বোলি যদি মনে কষ্ট তোর।
সুবর্ণর হাত রাজা করন্তু তিয়ার ॥ (৩)

নিজ অবিমৃষ্যকারিতায় অনুতপ্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগবন্ধু কর্ত্তৃক সান্ত্বনা-দান উপলক্ষে উড়িয়া কবি শিশুদাম দাস লিখিয়াছেন,—

ঠাকুর বোইলে রাজা হইল কি বাই।
কলিযুগে থিবুঁ আম্ভে বৌদ্ধরূপ হোই ॥
তোহার উপায় রাজা এমন্ত করিবু।
সুবর্ন্নর হাত গোড় মোর ভিয়াইবু ॥ (৪)

শুধু উড়িয়া পুস্তকে নহে, হাতের লেখা পুরাতন বাঙ্গালা পুথিতেও জগন্নাথ ও বৌদ্ধ-অবতারের অভিন্নতা-সমর্থক উক্তি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কার্য্যালয়ের অন্যতম কর্ম্মচারী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন,—

(২) জগন্নাথ দেবঙ্কর বরাহ মূর্ত্তি ধারণে নাম চতুর্থ অধ্যায় —Nihara Press B. S. 1323. পৃঃ ৩৯।

(৩) দেউল তোলা, পঞ্চম অধ্যায়—পৃঃ ৫৭।

(৪) দারুব্রহ্ম, পৃঃ ২৯।

নমো নমঃ বৌদ্ধ অবতার নীলাচলে।
পুনর্জ্জন্ম নহে জীবের বারেক হেরিলে॥ (৫)
কলিভবে অবতরি জগন্নাথ নাম ধরি
বৌদ্ধরূপ এ চান্দ বদন।
নীলাচলে করি বাস কৈল প্রভু পরকাশ
নিস্তারিতে কলিজীবগণ॥ (৬)

উক্ত "নারদসংবাদ" পুথিখানি বাংলা ১০২৮ সালে লেখা। ইহার মালিক "নারায়ণ" পত্রের সম্পাদক, প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। দ্বিতীয় পুথিখানি ১২৪৯ সালে লিখিত। ইহা সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে।

উড়িয়া পুস্তক কয়খানির রচনা-কাল নির্ণয় করিতে পারি নাই। 'দেউল তোলা' নিতান্ত আধুনিক বটে, কিন্তু কবিকে ইংরাজী-শিক্ষিত বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না। হাণ্টারের মতে রামচন্দ্র-বিহার-রচয়িতা মাগুনিয়া পাটনায়েক অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন (৭); ক্ষেত্র-পুরাণ-রচয়িতা মাগুনিয়া দাস ও এই মাগুনিয়া পাটনায়েক যে অভিন্ন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবগত হইতে পারি নাই। দেশীয় বা বৈদেশিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের জগন্নাথ-মূর্ত্তিবিষয়ক বৌদ্ধ মতবাদের কথা শিশুদাম দাস বা মাগুনিয়া দাস যে জ্ঞাত ছিলেন, এরূপ মনে হয় না; তাহার উপর পুরাতন বাঙ্গালা পুথি দুইখানির প্রমাণ ত রহিয়াছেই। দেবীবরের সমসাময়িক আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক মুলো পঞ্চাননের "গোষ্ঠীকথা" গ্রন্থে লিখিত আছে,—

(৫) কৃষ্ণদাস বিরচিত নারদ সংবাদ পুথি।
(৬) হরিনারায়ণ দাস, বিরচিত চণ্ডিকামঙ্গল পুথি।
(৭) Hunter's Orissa, Vol. II P. 206

"ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয়বৃত্তি॥" (৮)

এই ইন্দ্রদ্যুম্ন পৌরাণিক ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে বিভিন্ন (৯), সম্ভবতঃ ইনি পাল-বংশীয় রাজা ছিলেন। বেহারে মুসলমান-বাহিনীর সম্মুখে

(৮) শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার সেন-প্রণীত "বাক্‌লা" গ্রন্থ হইতে এই পদটি উদ্ধৃত।

(৯) পৌরাণিক ইন্দ্রদ্যুম্ন মালব দেশস্থ অবন্তী নগরীর রাজা। কোথাও তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় না। উৎকলখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্নকে 'বৈষ্ণবঃ সত্যসম্পন্নো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।—(উৎকল-খণ্ড, ৭ম অধ্যায়, ১২ শ্লোক)। এই নামেরই একাধিক নরপতি বিভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ এ অনুমানও করিয়া থাকেন। নুলো পঞ্চাননের 'গোষ্ঠীকথা' হইতে উৎকলখণ্ড যে প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশ্বকোষে ৭০০ বৎসরের হাতের লেখা উৎকলখণ্ড পুথির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। রায় বাহাদুর স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে উৎকলের এই তীর্থমাহাত্ম্যবিষয়ক গ্রন্থগুলি দশম হইতে ত্রয়োদশ, কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত (J. A. S. B. 1897 pp. 332-333.) সুতরাং ঐতিহাসিকের নিকট উৎকলখণ্ডের উক্তি ও পরিত্যাজ্য নহে। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গীভূত কোটি কোটি গো-সকলের খুরাগ্রের খনন দ্বারা যে গর্ত্ত সমুৎপন্ন হয়, তাহাই দানকালীন হস্তচ্যুত জলসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া মহাফলজনক তীর্থে পরিণত হইয়াছে এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির নামানুসারে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নামে অভিহিত হইয়াছে।—(উৎকলখণ্ড, বঙ্গবাসী সং, ২০ অধ্যায়, ৩০, ৩৪, ৩৫)।

মৎস্য পুরাণেও ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা পুরীতীর্থের এই নামের সরোবর কি না, তাহা বলা কঠিন, যেহেতু ইহাতে নলিনীধারা নামক কোনও তটিনী প্রবাহিত হওয়ার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় (মাৎস্য, ২২১, বঙ্গবাসী সং, শ্লোক, ৫৫ পৃঃ ৩৮১)। সম্প্রতি 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 'নলিনী' নদীই চীনের ইয়াংসিকিয়াং এইরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে (প্রতিভা, মাঘ, ১৩২৬, পৃঃ ৩৯৬)। ইহার ভিত্তি কি, তাহা জানি না। মাৎস্যে ও উৎকলখণ্ডে বর্ণিত ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর অভিন্ন হইলে, ইন্দ্রদ্যুম্ন মৎস্যপুরাণ সম্পাদনকালের (খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পাদের) বহু পূর্ব্বেই বিদ্যমান ছিলেন, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইয়া ইনি সপরিবারে জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করেন, বুকানান হ্যামিণ্টনের মতে ইনিই রাজা প্রতাপ-রুদ্রের পূর্ব্বপুরুষ (১০)। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় অনুমান করেন, ইনি পাল-বংশীয় শেষ রাজা এবং সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনিই জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা বা পুন-র্নির্ম্মাণ করেন (১১)। ধর্ম্মপাল, মহীপাল প্রভৃতি পালরাজগণ যে বৌদ্ধ ছিলেন, এ কথা বাঙ্গালী ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নহে। আচার্য্য কার্ণ, এ, সিফ্‌নার কর্ত্তৃক জর্ম্মাণ ভাষায় অনুদিত লামা তারানাথের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন যে, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলা বিহারদ্বয় বিনষ্ট হইবার পর, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শাক্যশ্রী উড়িষ্যায় গমন করেন এবং পরে তথা হইতে তিব্বত যাত্রা করেন (১২)। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্তও নাকি বঙ্গদেশে কিয়ৎসংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দৃষ্ট হইত। তারানাথ লিখিয়াছেন, খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোনও বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিধ্বস্ত বিহারগুলি পুন-র্নির্ম্মাণ করেন এবং গয়ায় বোধিদ্রুমের তলদেশ বাঁধাইয়া দেন। ষ্টার্লিং লিখিয়াছেন খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বিরুদ্ধ ভাব অবলম্বন করেন। তারানাথের বৃত্তান্তমতে উড়িষ্যার হিন্দুরাজা মুকুন্দদেব হরিশ্চন্দ্রের (হরিচন্দনের) রাজত্বকালে সদ্ধর্ম্ম উড়িষ্যায় ক্ষণতরে নবীন প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, কিন্তু মুসলমানগণ

(১০) Eastern India. Vol II. pp. 23-24 quoted in J. B. O. R. S.

(১১) J. B. O. R. S. Vol V. pt. II p. 297.

(১২) A Manual of Indian Buddhism by H. Kern, p. 134.

কর্ত্তৃক উৎকল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উহা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া যায় (১৩)। সে যাহা হউক, ওড্র দেশের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পর্ক বুদ্ধদেবের জীবিত কাল হইতেই বিদ্যমান। তপুস্স ও ভল্লিক নামক দুই জন উৎকলদেশীয় বণিক্ বুদ্ধদেবের প্রথম উপাসক। সম্যক্ সম্বোধি লাভের পর বুদ্ধদেব যখন রাজায়তন বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইঁহারা তাঁহার নিকট আগমন করিয়া মধুপিণ্ডিকা প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন (১৪)।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "নারায়ণ" পত্রে (১৫) প্রকাশিত তাঁহার 'বেণের মেয়ে' নামক ঐতিহাসিক কথা-গ্রন্থে উৎকলের সহজিয়া বৌদ্ধ মতাবলম্বী রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁহার কন্যা, "অদ্বয়সিদ্ধি" (১৬) নামক গ্রন্থ-রচয়িত্রী, ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করার উল্লেখ করিয়াছেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বৌদ্ধ ভাবাত্মক অন্যান্য উড়িয়া পুস্তকাদির মধ্যে অচ্যুতানন্দ দাস-প্রণীত শূন্যসংহিতা, বলরাম দাস-প্রণীত 'বিরাট গীতা', চৈতন্য-দাস-প্রণীত 'নির্গুণ-মাহাত্ম্য' প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন (১৭)। বলরাম দাসের গ্রন্থে 'শ্রীকৃষ্ণের শূন্যরূপ' ও চৈতন্যদাসের গ্রন্থে 'নির্গুণ মাহাত্ম্যে'র উল্লেখ আছে। সুতরাং উড়িষ্যায় বৌদ্ধ প্রভাব যে

(১৩) A Manual of Indian Buddhism by H. Kern. p. 134.

(১৪) The Vinaya Pitakam, in Pali Mahavagga vol. I p. 4; Rhys Davids and Oldenberg's Vinaya Texts pt. I p. 82-84.

(১৫) শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩২৬।

(১৬) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি, এ পুস্তক টেঙ্গুর নামক তিব্বতীয় কোষ গ্রন্থের অন্তর্গত।

(১৭) Archv. Sur. of Mayurbhanja. Introd. cxliii. অচ্যুতানন্দ দাস রাজা প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক বলিয়া কথিত।

বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরী প্রবাস-কালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদাশিব কাব্যকণ্ঠের সহিত পুরীতীর্থের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট রক্ষিত মাদলা পঞ্জীর (তালপত্রে লিখিত শ্রীমন্দিরবৃত্তান্তের) 'রাজভোগ' নামক ঐতিহাসিক অংশের নকল হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অনুবাদ করাইয়া লিখিয়া লইয়াছিলেন (১৮)। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, মাদলা পঞ্জীতে লিখিত আছে, অশোক দেব যখন সম্রাট্ ছিলেন, তখন বৌদ্ধ ভাবে জগন্নাথের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল; সুতরাং এক সময়ে শ্রীমন্দিরে যে বৌদ্ধ প্রভাব বলবৎ ছিল, তাহা অস্বীকার করার কোন কারণ দেখি না। এখনও এ প্রভাব একবারে বিদূরিত হয় নাই। ঠাকুরের বিবিধ বেশ ও দৈনিক ভোগ সম্বন্ধে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বলিয়াছেন, "দিবারাত্র ও মাসবিশেষে দেবতাত্রয় নানা-বিধ বেশ ধারণ করিয়া থাকেন......৬। বুদ্ধবেশ বৈশাখের কোন কোন দিনে।" (১৯) রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে বুদ্ধদেব খৃষ্টিয় চতুর্থ অব্দে নারায়ণের অবতাররূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সার্ জে, জি, উড্রফ মহোদয় শ্রীমন্দিরের কোন পূর্ব্বতন অধ্যক্ষের নিকট

(১৮) আর্য্যাবর্ত্ত, শ্রাবণ, ১৩১৮, পৃঃ ২৯০-২৯১। বংশাবলীমতে অশোক বা সেবক দেবের রাজত্বকাল ১৫০ বৎসর।

(১৯) উৎকলের পঞ্চতীর্থ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, ৪৭ পৃঃ। ষ্টালিং বিভিন্ন পর্ব্বোপলক্ষে জগন্নাথ-মূর্ত্তি যে রাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অবতারের বেশে সজ্জিত হইয়া থাকে এবং কালী পূজার সময় জগন্নাথের যে 'কালী' বেশ হইয়া থাকে সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু বুদ্ধ বেশের কোনও উল্লেখ করেন নাই। (Stirling's Orissa p. 67.

অবগত হইয়াছিলেন যে, মন্দির-গাত্রে এক স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল; তাহা এক্ষণে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু মন্দিরে বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার নূতন কথা নহে। ১৯১৫ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় টি, এ, গোপীনাথ রাও হিন্দুতীর্থ কঞ্জিভেরমে (কাঞ্চীপুরে) পাঁচটি বৃহদায়তন বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করেন; তাহার মধ্যে দুইটি মূর্ত্তি কামাক্ষী নামক হিন্দু দেবীর মন্দিরে পাওয়া যায় (২০)। আমরা মাদলা পঞ্জীর ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করিলেও, 'ভাষা' গ্রন্থাদিতে সংরক্ষিত পুরাতন প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ করি না এবং এ ক্ষেত্রে উড়িয়া ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে প্রাপ্ত প্রমাণাদির সমর্থকরূপে শ্রীক্ষেত্রের এই বুদ্ধমূর্ত্তিটির কথাও উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। আর এক কথা, হিন্দুধর্ম্মের গ্রহণশীলতাগুণে বুদ্ধদেব অবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু দশাবতার-চিত্রে জগন্নাথ, বুদ্ধদেবের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, এরূপও দেখা যায়। এই সকল চিত্র যে নিজ পুরীতেই বিক্রয় হইয়া থাকে, এ কথা রাজা রাজেন্দ্রলাল উল্লেখ করিয়াছেন। (২১)

উৎকলদেশীয় দশাবতার-চিত্রে জগন্নাথদেব বুদ্ধাবতারের নবম স্থান অধিকার করিলেও ইহা সর্ব্বত্র প্রচলিত বিধি রূপে পরিগণিত হয় নাই। এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিষ্ণুপুরের যে গোলাকার খেলিবার তাসের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জগন্নাথরূপী বুদ্ধদেব মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নরসিংহ অবতারের পর পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

(২০) Ind. Ant. 1915 p. 127 (quoted in V. A. Smith's The Oxford History of India p. 209.

(২১) Antiquities of Orissa Vol II p. 135.

প্রচলিত প্রবাদ মতে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতির যুগে এই প্রণালীতে তাসক্রীড়া আবিষ্কার করেন। ইহা দ্বাদশ খণ্ড করিয়া দশ বিভাগে বিভক্ত; সর্ব্বসমেত একশত বিংশতি খণ্ড তাস থাকে। বুদ্ধ বা জগন্নাথের বিভাগের তাসগুলিতে হরতন, চিড়িতন প্রভৃতি ফোটার ন্যায় পদ্মচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, ৮০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যখন বুদ্ধ পদ্মপাণিরূপে পরিচিত ছিলেন, সেই সময়ে যে এই জাতীয় তাস আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। পালরাজাদিগের রাজত্বকালে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মহাযান মত বঙ্গে প্রবল হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের তাসের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয় ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, পর পর পর্য্যায়ক্রমে দশাবতারের আধুনিক প্রথানুযায়ী তালিকা দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের ও একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্রের পূর্ব্বে যাইয়া পঁহুছে না, সুতরাং সনাতন প্রথানুযায়ী দশাবতারের তালিকা গঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই এই তাসগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাসের বুদ্ধমূর্ত্তি মনুষ্যের ন্যায় মস্তক ও হস্তবিশিষ্ট হইলেও দেহাংশ একরূপ অগঠিত বলিলেও হয়। আমরা জগন্নাথ-মূর্ত্তির সহিতই ইহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছি। জগন্নাথরূপী বুদ্ধের দেহ অসম্পূর্ণ বলিয়া তাঁহাকে যে নর ও ইতর প্রাণীর সমবায়ে গঠিত নরসিংহ-মূর্ত্তি এবং অপুষ্ট-দেহ বামনমূর্ত্তির মধ্যবর্ত্তী স্থান দেওয়া হইয়াছে, ইহা বেশ সূক্ষ্ম বিবেচনার পরিচায়ক। (২২) শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য আলোচনা

(২২) Note on the Vishnupur Circular cards by M. M. Haraprasad Shastri P. 284, 285 J. A. S. B. Vol LXIV. pt I, 1895.

করিলেই বুঝা যায় যে, পূর্ব্ব হইতে সাধারণ্যে প্রচলিত না থাকিলে ইহা বাঁধা ছাঁচরূপে কথনই খেলিবার তাসে ব্যবহৃত হইত না। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভব যে একাদশ বা দ্বাদশ শত বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এইরূপই অনুমিত হইবে, সন্দেহ নাই। এই তাসের নমুনা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

বৌদ্ধ প্রভাববাদিগণ শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভব সম্বন্ধে কিন্তু যে দুইটি বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার কোনটীই সেরূপ সন্তোষ জনক বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিজ গ্রন্থে কর্ণেল সাইক্‌স্ (Colonel Sykes) নামক যে লেখকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে জগন্নাথ-দেবের "অপরূপ" (uncouth) মূর্ত্তি বৌদ্ধ চৈত্যেরই সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত (২৩)। বৌদ্ধ চৈত্যের চিত্র ও জগন্নাথ-মূর্ত্তির প্রতিকৃতি তুলনা করিলে এ ধারণা যে কাল্পনিক, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। হয় ত বৌদ্ধযুগে শ্রীমন্দিরে চৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে (২৪), কিন্তু বৌদ্ধ চৈত্য—মুখ ও হস্তাদি অবয়ব-বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধপ্রভাব বিনষ্ট হইলে যথন বিভিন্ন প্রকার পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, তখনও দুই একটা পুর্ব্বতন রীতির স্মৃতি বিলুপ্ত না হওয়ায় সেগুলি অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়াছে, এ অনুমান কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয় না। জগন্নাথের "নব কলেবর" গ্রহণকালে দারু-

(২৩) M. Ganguly's Orissa p. 406.

(২৪) স্বর্গীয় ফাগুর্সন সাহেব পুরীতে যে চৈত্য থাকার কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। বর্ত্তমান মন্দিরে বৌদ্ধ স্থাপত্যের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না।

(চিত্র ১১)
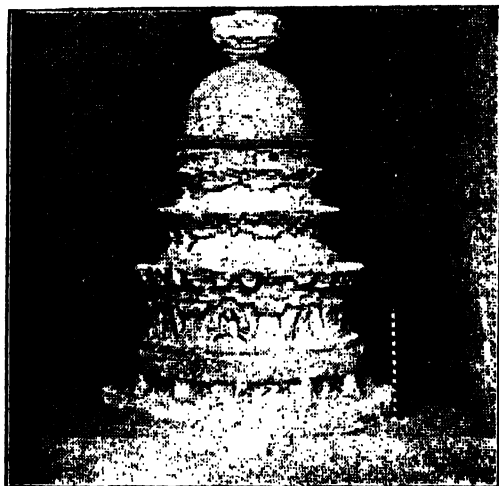
বৌদ্ধ চৈত্য।

[ভারতী সম্পাদকের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ৭৮

দেহের মধ্যে কোনও "বীজ পদার্থ" বা "ব্রহ্ম পদার্থ" সংরক্ষিত হয়—এ কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এ পদার্থটি যে কি, তাহা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই এবং ঘটিবে কি না, তাহাও সন্দেহ; সুতরাং উহা তথাগতের অস্থি বা দেহাবশেষ (relic) কিম্বা শালগ্রাম শিলা মাত্র, তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে বলা সহজ নহে। পাণ্ডাগণের নিকট হইতে প্রকৃত কথা যে প্রকাশিত হইবে, সে সম্ভাবনাও অল্প। অবশ্য জর্ম্মাণ পণ্ডিত ডাঃ কালাণ্ড (২৫) বৈদিক যুগেও দেহাবশেষ রক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধগণ স্তূপাদিতে ও মূর্ত্তিমধ্যে যে এইরূপ অস্থি বা "শরীর" রক্ষা করিতেন, তাহা ইচিং-লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়। শুনিতে পাই, এ প্রথা অদ্যাপি নেপাল দেশে প্রচলিত আছে। ইচিং (I-tsing) লিখিয়াছেন (২৬) যে, লোকে যখন স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত কিম্বা প্রস্তর, মৃত্তিকা এবং লাক্ষাসব ও ধুনা (lacquer) প্রভৃতি উপাদানে গঠিত মূর্ত্তি বা চৈত্য নির্ম্মাণ করে, কিম্বা তুষার-ধবল বালুকা-স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, তখন তাহারা তন্মধ্যে দুই প্রকার "শরীর" রক্ষা করে,—(১) মহাস্থবির বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের কোন অংশ,—(২) কিম্বা কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল-জ্ঞাপক "যে ধর্ম্মা হেতু-প্রভবাঃ" প্রভৃতি 'গাথা' (gatha of the chain of causation)। মনে হয়, দারুমূর্ত্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইলে জীর্ণতা জনিত দারু দেহের

---

(২৫) Die altindischen Todten-und Bestattungs-gebrauche 1896 refered to in Puri Gazeteer, p. 95.

(২৬) A record of the Buddhist religion as practised in India and Malaya Archiplego by I-tsing translated by Dr. J. Takakusu, p. 150.

পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া উহার আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা অবিচ্ছেদে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, এই বৌদ্ধপ্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকিবে।

মাদলা পঞ্জীমতে 'যবন'গণ দুইবার উড়িষ্যাদেশ আক্রমণ করে—প্রথম বার ৫৩৮ পূঃ হইতে ৪২১ খৃঃ অব্দের মধ্যে এবং দ্বিতীয় বার ৪২১ হইতে ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে। ডাঃ ফ্লীট এ বৃত্তান্ত অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন (২৭); ডাঃ স্পুনার অনুমান করিয়াছেন, এই যবনগণ হাণ্টার-কথিত 'যব'দ্বীপ-বিজেতা নহে, পরন্তু জোরোয়াস্ত্রিয় বা মগাখ্য সম্প্রদায়ভুক্ত পারস্যদেশবাসী সমুদ্রপথচারী আততায়ীবর্গ (২৮)। কেহ বলিয়াছেন, চম্পা আক্রমণকারী যবদ্বীপবাসিগণই সম্ভবতঃ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহারাই 'যবন' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'যবন' শব্দ 'আনামাইট'দিগের প্রতি প্রযুক্ত হইত, এ কথা বর্গেঞী উল্লেখ করিয়াছেন (২৯)। যবদ্বীপবাসিগণ যে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিল, এ কথা চম্পা ও কাম্বোজের শিলালিপিতে কোথাও লিখিত নাই। ইয়াং তিকু শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় (৩০) যে, কলিযুগের প্রভাবাতিশয্যে নৌকাযোগে আগত যবদ্বীপবাসী সৈন্যগণ (৩১) সমগ্র প্রদেশ অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করিয়া

(২৭) Ep. Ind. vol. 11 p. 334.

(২৮) J. R. A. S. 1915 p. 433 and p. 447 foot note. যবনদিগের 'যাবুল দেশ' ইরাণ কি কাবুল তাহা ষ্টার্লিং ও স্থির করিতে পারেন নাই। (Orissa, Ed. 1904 p. 65)

(২৯) Inscriptions Sanscrites de Campa et du Cambodge par M. Abel Bergaigne pp. 104, 284.

(৩০) Ibid. p. 33 [213] "ততশ্চ কলিযুগদোষাতিশয়ভাবেন নাবাগতৈর্জ্জবন সংঘৈর্নির্দ্দহ্যতেপি নবাম্বরাগ্নি বমিতে শককালে (৮০৯ শকে) স এব শূন্যোভবৎ।

(৩১) "les armees de Java, venues sur les vaisseaux."

মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিল। ইহারা যে কোন্ কালে উড়িষ্যায় আসিয়াছিল, তাহার একান্ত প্রমাণাভাব।

শিবদেবের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে যবন-রাজ রক্তবাহু পুরী আক্রমণ করায় জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তি দক্ষিণ দেশে শোণপুরে স্থানান্তরিত ও মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করা হইয়াছিল (৩২)। হণ্টার এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে জগন্নাথদেবের প্রথম আবির্ভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পরও শ্রীমূর্ত্তিকে নাকি বার বার তিন বার চিল্কাহ্রদের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল (৩৩)। ইহাকে ঐতিহাসিক ঘটনা না বলিয়া প্রবাদোক্তি বলিলেই ভাল হয়। ষ্টার্লিং বলিয়াছেন চিল্কাহ্রদ পার করিয়া লইয়া গিয়া বিগ্রহগুলিকে পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখা হয়, পরে যাত্রীদিগের উপর কর বসাইবার ব্যবস্থা হইলে এ গন্ধের অবসান ঘটে (৩৪)। মুসলমান ঐতিহাসিক বদাওনীর 'মস্তখব উৎ-তওয়ারিখে' (৩৫) সুলতান ফিরোজশাহের জাজনগর অভিযান প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, ফিরোজ শাহ কিয়ৎকাল জাজনগরের বনে হস্তী শীকার করিয়া, জাজনগরের রাজধানী (বানারস বা বারাণসী) হইতে জগন্নাথ নামক দেবমূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছিলেন ; এই মূর্ত্তি পরে হিসার ফিরোজায় লইয়া গিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন (৩৬)। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মনোমোহন

(৩২) আর্য্যাবর্ত্ত, ১৩১৮, পৃঃ ২৯২।

(৩৩) Hunter's Statistical Account, Puri. p. 42

(৩৪) Stirling's Orissa p. 88 Ed. 1904.

(৩৫) Engl. trans. p, 320—330.

(৩৬) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৪৪-৪৫। ধোয়ী কবি রচিত পবনদূতে যে যযাতি-নগরের উল্লেখ দেখা যায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহা জাজনগর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৫ম বর্ষ,

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে গঙ্গবংশীয় তৃতীয় ভানুদেবের রাজত্ব-কালে সুলতান ফিরোজশাহ জাজনগর আক্রমণ করিয়াছিলেন (৩৭)। সুতরাং এ ঘটনা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। আমাদিগের মনে হয়, জগন্নাথমূর্ত্তির ইহাই প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ। এই সকল বিভিন্ন সময়ে কাষ্ঠময় দেবমূর্ত্তির অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হওয়া অসম্ভব নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের চারিটি হস্ত ছিল, পরে এইরূপ আকস্মিক দুর্য্যোগাদির ফলে মূর্ত্তি বিনষ্ট হওয়ায় এখন দুইটি ভুজ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। উৎকলখণ্ডেও দেখিতে পাই, জগন্নাথদেবের আদিমূর্ত্তি নীলমাধব "পীনায়ত স্কন্ধযুগ জানু দীর্ঘ চতুর্ভুজ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (৩৮)। কালাপাহাড় পাঠান-রাজত্ব-কালে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া যে জগন্নাথমূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, সে প্রবাদ অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে। শুনা যায়, সেই দগ্ধ মূর্ত্তির অবশিষ্ট অংশই এখন "ব্রহ্মপদার্থ"রূপে পরিচিত! একেই ত এই সকল পরস্পর বিরোধী মতবাদের সামঞ্জস্য করা বড় সহজ নয়, তাহার উপর আবার যদি জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে ত কথাই নাই।

বৌদ্ধত্ব বিষয়ক অপর মতবাদটি শুধু প্রাচীন আক্ষরিক রূপান্তরের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই জন্য এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বোধ হয়। ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিজ গ্রন্থে এই মত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা

২য় সংখ্যা, ১৯২ পৃঃ)। পবনদূত রচয়িতা কোনও মন্দিরাদির উল্লেখ করেন নাই বটে কিন্তু যযাতি নগর যে সমুদ্রের অনতিদূরেই অবস্থিত ছিল, তাহা পবন-দূতের বর্ণনা হইতে সহজেই বুঝা যায়।

(৩৭) J. A. S. B. 1903 p. 135.

(৩৮) উ, খ, ১০, ২৫।

(চিত্র ২৩)
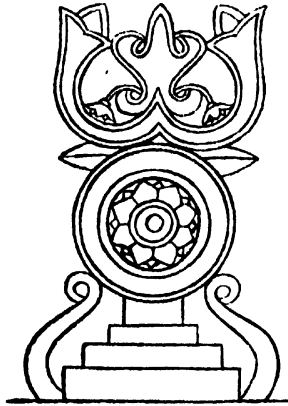
বৌদ্ধ চক্র ত্রিশূল চিহ্ন।

[পৃঃ ৮৩

(চিত্র ২৪)
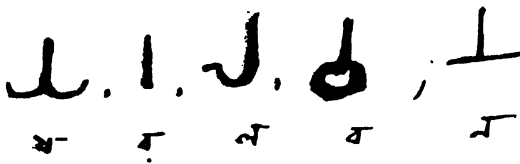
পাচটি ব্রাহ্মী অক্ষর ও তৎসমবায়ে গঠিত ত্রিশূলাকৃতি
জড়প্রকৃতি জ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

করিয়াছেন, নিম্নে তাহার ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইল (৩৯)। ব্রাহ্মী লিপির য, র, ল, ব, ন, এই কয়টি বর্ণ বৌদ্ধ সাধকগণের নিকট যথাক্রমে মরুৎ, তেজ (অগ্নি), অপ (বারি), ক্ষিতি ও ব্যোম এই, পঞ্চভূতের বীজ বলিয়া পরিচিত ছিল। জড়প্রকৃতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ এই পঞ্চাক্ষর সম্মিলিত হইয়া পরে ত্রিশূলাকৃতি ধারণ করে। জড় প্রকৃতির সহিত বুদ্ধের সম্মিলনে সঙ্ঘের উৎপত্তি এবং ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ লইয়াই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ (Trinity)। 'ধর্ম্মের' বিশিষ্ট নিদর্শন চক্রের সহিত এই ত্রিশূলাকৃতি চিহ্নটি সম্মিলিত হইয়া ক্রমশঃ ত্রিত্ব-বাদের সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। জড়প্রকৃতি ও বুদ্ধের সম্পর্ক বিষয়ে—বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল বলিয়া জানা যায়। জড়বাদীদিগের মতে জড়প্রকৃতির স্থান বুদ্ধ অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত, আবার অন্য দলের মতে বুদ্ধ বা অন্তরাত্মা সর্ব্বদা জড়প্রকৃতির ঊর্দ্ধে বিরাজমান। এই মত-বৈলক্ষণ্য-হেতু প্রায়ই দেখা যায় যে, চক্র-চিহ্নটি ত্রিশূল-চিহ্নের কখনও উপরে, কখনও বা নীচে রহিয়াছে। উভয়ে মিলিত হইলেই যে সঙ্ঘ দ্যোতনা করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাঞ্চীর একটি তোরণ-দ্বারের উপর চক্র ত্রিশূলচিহ্নের নিম্নে রহিয়াছে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানে এইরূপ তিনটি চিহ্ন এক শ্রেণীতে সাজানো। অপর একটি তোরণের উপর চিহ্নটি বেশ শিল্প-চাতুর্য্যের সহিত সন্নিবিষ্ট। ইহার রেখাগুলি সুবঙ্কিম, দেখিলেই বর্দ্ধকীর কারুকার্য্যে দক্ষতা স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। কিরূপ ক্রমবিবর্ত্তনে চক্র ও ত্রিশূল (Disc-crescent symbol) নব আকৃতিযুক্ত মানবীয় মূর্ত্তিতে পরিণত হইল, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ এ-যাবৎ

(৩৯) Antiquities of Orissa vol II, p. 126.

পাওয়া যায় নাই। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম, এক সারিতে সাজান, এইপ্রকার তিনটি সঙ্ঘ-জ্ঞাপক চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে ; মুখ চোখ আঁকিয়া, উপরে একখানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলেই চক্র-ত্রিশূল-সমবায়ে কল্পিত এই বৌদ্ধ চিহ্নত্রয় অনায়াসেই জগন্নাথ-মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইবে।

ত্রিমূর্ত্তি বিষয়ে অন্য এক প্রকার 'আক্ষরিক' মত আজকাল হিন্দু-দিগের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজে যন্ত্রপূজা অপরিচিত নহে, এই হেতুবাদে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদাশিব সার্ব্বভৌম মহাশয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তিত্রয় প্রণবের অ, উ, ম, এই তিনটি অক্ষরজ্ঞাপক চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতটাকে কতকটা আধ্যাত্মিকও বলা যাইতে পারে। ষ্টার্লিং বলিয়াছেন,পেটারসন্ নামক জনৈক ইংরাজ লেখক এই মতবাদের প্রচারকর্ত্তা। বৌদ্ধবাদী-দিগের ন্যায় উহাতে শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্যে জোর দেওয়া হয় নাই। এই প্রবন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-বর্ণিত ত্রিমূর্ত্তির চিত্রের যে প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে তাহার সহিত আমাদের চিরপরিচিত জগন্নাথমূর্ত্তির যথেষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি হয়। এখন বিশেষজ্ঞেরাই বলিতেছেন যে, উহাতে হাত, মুখ, চোথ প্রভৃতি যেন জোর করিয়া যেন-তেন প্রকারেণ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জগন্নাথের হাত কতকটা সম্মুখভাগে প্রসারিত —সাধারণতঃ ওরূপভাবে মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে দেখা যায় না। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত কোণার্ক-মন্দিরে মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গের সহিত একত্র-সন্নিহিত জগন্নাথের যে প্রস্তর-খোদিত চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, জগবন্ধুর করপল্লব-বিহীন হস্ত দুইটী সম্মুখভাগেই

(চিত্র ২৫)

কোণার্কে প্রাপ্ত মহিষমর্দ্দিনী, জগন্নাথ ও শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি।

[শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে।] [পৃঃ ৮৪

বিস্তারিত (৪০)। শুধু এক সুভদ্রা মূর্ত্তির মুখের আতুল যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্বর্গীয় ডাঃ রাজেন্দ্রলালের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শিত হইলেও বর্ত্তমান কালে পণ্ডিত-সমাজে উহা আর সেরূপ আদৃত নহে। সরকারি গেজেটিয়ার গ্রন্থেও উহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

পুরীর মন্দিরে রক্তবর্ণ সুদর্শন চক্রের মূর্ত্তি যে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের সহিত একত্রে রত্নবেদীর উপর স্থান পাইয়াছে, এ কথা হিন্দু তীর্থদর্শক মাত্রই বোধ হয় অবগত আছেন। মন্দিরের বাহিরেও সুদর্শনচক্র নামক ঋজু শিবলিঙ্গবৎ এক খণ্ড প্রস্তর আছে। রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে ইহা Wheel of Law বা বৌদ্ধধর্ম্মচক্রেরই প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। বৌদ্ধ প্রভাব অস্বীকার না করিলেও সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ কীর্ত্তি পরিকল্পনা আমাদিগের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রস্তরটি উচ্চে প্রায় আট গজ হইবে। রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তরখণ্ডের শিরোভাগেই ধর্ম্মচক্র স্থাপিত হইত। চক্রচিহ্ন কিন্তু বৌদ্ধ বা হিন্দুর নিজস্ব নহে, জৈন গুহাদিতেও এরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ চক্রচিহ্নের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম—সুদর্শনচক্রের পূজা যে কেবল জগন্নাথ-মন্দিরেই হইয়া থাকে, এরূপ নহে। দক্ষিণভারতেও সুদর্শনচক্র শ্রীবৈষ্ণবমন্দিরে 'চক্রপেরুমল' নামে পূজিত হইয়া থাকে। তবে শ্রীক্ষেত্রের বিশেষত্ব এই যে, অপর মূর্ত্তিত্রয়ের ন্যায় ইহাও সমভাবে রত্নবেদীতে স্থান

(৪০) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রণীত 'পুরীতীর্থ' গ্রন্থে স্নানমঞ্চে অবস্থিত জগন্নাথদেবের আলোকচিত্রের যে প্রতিরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে মূর্ত্তির হস্তদ্বয় সম্মুখভাগেই অবস্থিত। অবশ্য বাহু দুইটী খাড়াভাবে উঁচু হইয়া রহিয়াছে, পটুয়ার অঙ্কিত চিত্রে এরূপও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

পাইয়াছে এবং ভগবানের অংশ-বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত "দক্ষিণ-ভারতীয় দেব ও দেবীমূর্ত্তি পরিচয়" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, (৪১) শিল্পশাস্ত্রমতে সুদর্শনের ষোড়শ হস্ত, তিনটি নেত্র, দন্ত উদ্গত, কেশ অগ্নিশিখাবৎ এবং বর্ণ অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল। তিনি বিভিন্ন হস্তে চক্র, ধনু, পরশু, তরবারি, তীর, ত্রিশূল, পাশ, অঙ্কুশ, পদ্ম, বজ্র, চর্ম্ম (ঢাল), হল, মুষল, মুদ্গর, বর্ষা প্রভৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। নৃত্যের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান সুদর্শনের সুসজ্জিত ধাতব মূর্ত্তি 'প্রভামণ্ডল' নামে অভিহিত একটি ধাতব hexagon বা ষট্‌কোণের মধ্যেই স্থাপিত হইয়া থাকে। এই ষট্‌কোণের গাত্রেও অগ্নি-শিখাদির চিহ্ন দেখা যায়। চক্রাকার অগ্নিশিখার মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে সুদর্শন যে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন, শিল্পীর এই পরিকল্পনা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। দক্ষিণ-ভারতে চতুর্হস্ত ও অষ্টহস্তবিশিষ্ট পেরুমল মূর্ত্তিও দেখা যায়। এ শ্রেণীর সকল মূর্ত্তির হস্তেই চক্রাস্ত্র থাকে। মান্দ্রাজ ও উৎকলে এখনও বেশ মেশামেশি ভাব রহিয়াছে এবং ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান ব্যাপারে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। পেরু-মলের এই প্রকার মূর্ত্তি যে অদ্যাপি উড়িষ্যায় প্রচলিত হয় নাই, ইহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। পুরীধামের এই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুদর্শনের সহিত পেরুমলের কোনও সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। ইহাতে মনে হয় যে, শ্রীমন্দিরে যে মূর্ত্তি সুদর্শন নামে পরিচিত, তাঁহার বোধ হয় আদৌ এ নাম ছিল না। পরবর্ত্তী

(৪১) South Indian Images of Gods and Goddess.

কালে দাক্ষিণাত্যের প্রভাবে মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের অন্যতম একটি মূর্ত্তি এই নামে পরিচিত হইয়া থাকিবে। 'পাঞ্চরাত্র' উপাসনা উত্তরাপথে উদ্ভূত হইলেও দক্ষিণ-ভারতেই অধিক ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। 'পাঞ্চরাত্র' মতে সুদর্শন বিষ্ণুর নিজ অস্তিত্বের সঙ্কল্পমাত্র (স্যাম্ ইতি সঙ্কল্প)। কাল ও দূরত্ব-জনিত বন্ধন অতিক্রম করিয়া যে সম্পূর্ণ ভাবে 'দর্শন' বা 'প্রেক্ষণ' (prospecting thought), তাহাই সুদর্শন। সুদর্শনের এ শক্তি 'সাংসিদ্ধিক' (স্বাভাবিক)। পাঞ্চরাত্র মতে 'জগতের যাহা কিছু' সমস্তই সুদর্শনের উপর নির্ভর করে। সুদর্শন যেরূপ ভগবানের ক্রিয়াশক্তি, লক্ষ্মীদেবী সেইরূপ জগন্ময়ী প্রস্ফুরতা (vibration in the form of the world) (৪২)। প্রত্যেক 'ভাবের' সহিত উহার 'শক্তি' যেরূপ 'অচ্ছেদ্য' সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, লক্ষ্মীও সেইরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইঁহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার এবং সূর্য্যের সহিত সূর্য্যা-লোকের ন্যায়। 'পাঞ্চরাত্র' মতের এই সকল ব্যাখ্যা হইতে মনে হয়, সুভদ্রারূপিণী 'লক্ষ্মী' ও 'সুদর্শন' পরবর্ত্তী কালে শ্রীক্ষেত্রে বাসু-দেব ও সঙ্কর্ষণের সহিত জড়িত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ব ও বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায় যে, সর্ব্বপ্রথম 'বাসুদেব' ও 'বলদেব' (সঙ্কর্ষণ) এই দুই ব্যূহেরই উপাসনা প্রচলিত ছিল। আদিম 'পাঞ্চরাত্র' মতাবলম্বিগণ কৃষ্ণ (বাসুদেবকে) 'মহতো মহীয়ান্' দেবাদিদেব বলিয়া পূজা করিতেন আর কৃষ্ণের ভ্রাতা বলদেবকে জানিতেন 'বল' বা শক্তির দেবতা বলিয়া—সে শক্তি ভগবানের অন্তর্নিহিত (immanent) ভাব হইলেও জগৎরূপে প্রকাশিত। এই আদিম

(৪২) Dr. Schrader's Introduction to the Pancaratra. and Ahirbudhnya Samhita. pp. 101-102.

অবৈদিক 'পাঞ্চরাত্র' মত পরবর্ত্তী কালে বৈদিক পুরুষসূক্তে বর্ণিত ভগবানের চারিটি অংশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ও পৌত্রের সংযোগে চতুর্ব্ব্যূহে পরিণত হইয়াছে। (৪৩) বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ, উভয়েই যখন শ্রীমন্দিরে রত্নবেদীর উপর বিদ্যমান, তখন পুরীতীর্থে যে পাঞ্চরাত্রিকদিগের কোনও না কোনও সময়ে প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।

হিন্দুর বিশ্বাস, অপৌরুষেয় দারু হইতে নির্ম্মিত এই মূর্ত্তি-চতুষ্টয় ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশিত করিয়াছিলেন (৪৪)। স্নান-যাত্রার সময়েও সুদর্শনমূর্ত্তি অপর মূর্ত্তিত্রয়ের সহিত একত্র নীত হইয়া থাকে; সুতরাং এটিকে নেহাৎ আনুষঙ্গিক বলিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া চলে না। অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যে ব্রহ্মার আদেশ-ক্রমে প্রভুর এই দারুময় মূর্ত্তিচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠা করাইয়া পূজা করিবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখও উৎকলখণ্ডে দেখিতে পাই (৪৫)। তিনটির স্থানে যদি চারিটি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ত্রিত্ববাদের মর্য্যাদা আর পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে না। অপর পক্ষ স্বভাবতঃই বলিবেন, ত্রিশূল ও চক্র-চিহ্নের সমবায়ে যদি মূর্ত্তিত্রয় উদ্ভূত হইবে, তাহা হইলে শুধু চক্রজ্ঞাপক অপর এইরূপ একটি মূর্ত্তি পরিকল্পনার কারণ কি? আর এক কথা, হিন্দু পূজায় anthropomorphism বা মানবীয় রূপাদি আরোপের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। জনার্দ্দন বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে যে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বামনবৎ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়,

(৪৩) Ibid pp. 144—145.

(৪৪) "এবন্তু মূর্ত্তয়স্তেন চতস্রো বৈ প্রকাশিতাঃ" উৎকলখণ্ড, ১৯ অধ্যায় ১৮।

(৪৫) "তদাদেশাদ্দারুময়ং প্রভোর্লিঙ্গচতুষ্টয়ং। পূজয়িষ্যতি ভক্ত্যা চ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বয়ম্ভুবা" (উ, খ, ৮, ৩৪)।

তাহার একটী চক্র ও আর একটী গদার personified মূর্ত্তি। বিষ্ণু-মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে অপর যে দুইটী স্ত্রী-মূর্ত্তি থাকে, তাহার একটি শ্রীদেবী ও অপরটি ভূদেবী। জগন্নাথ যে বিষ্ণুরই অন্যতম রূপ, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মী (শ্রীদেবী) ও ভূদেবীর দুইটী ক্ষুদ্র ধাতব মূর্ত্তি বেদীর উপর রক্ষিত হইয়া থাকে। অনুমান হয়, ইহা পরবর্ত্তী কালে অনুষ্ঠিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়—তদ্রচিত "বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯) হেমাদ্রিব্রত-খণ্ডের ১ম অধ্যায় হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দেখিতে পাই,— "দক্ষিণে তু গদাদেবী তনুমধ্যা সুলোচনা" এবং "বামভাগগতশ্চক্রঃ কার্য্যো লম্বোদরস্তথা। সর্ব্বাভরণসংযুক্তো বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণঃ॥" সুতরাং দেবতার সহিত চক্রের পূজা হিন্দুধর্ম্মবহির্ভূত ব্যাপার, এ কথা কোন মতেই বলা চলে না। জনার্দ্দনমূর্ত্তির পার্শ্বে চক্রের যেরূপ মানবীয় মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং উহাতে যে প্রকার নরাকৃতি পরিগ্রহণধারা (personification) অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার সহিত দারুব্রহ্মের পার্শ্বস্থ সুদর্শন-মূর্ত্তির এরূপ আকৃতি-গত পার্থক্যের প্রকৃত কারণ যে কি,তাহা অভিজ্ঞগণের অবশ্যই বিবেচ্য। দেখিতে পাই,পাঞ্চরাত্র মতবাদেও সুদর্শন চক্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 'চলন চক্র' রূপে সুদর্শনই নাকি সমগ্র বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। (৪৬)

জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের উপাসনা-পদ্ধতি যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বতন মানব-সমাজের cult imageগুলি যে সেরূপ সুসংস্কৃত ও কলাসম্পদ্‌যুক্ত ছিল না, তাহা বোধ হয় স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। প্রচলিত মূর্ত্তি-

---

(৪৬) 'The Sudarsana, in upholding the Universe, is the Calana Cakra or the Wheel of Motion' Schrader, p. 105.

পরিগ্রহণ-ধারা হইতে জগন্নাথ-মন্দিরের সুদর্শন-মূর্ত্তির বিভিন্নতার ইহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সুদর্শন চক্র নামক কাষ্ঠময় মূর্ত্তিটিকে ধরিলে শ্রীমন্দিরস্থ দারুমূর্ত্তি তিনটির স্থানে চারিটি হইয়া পড়ে। এই দারুময় মূর্ত্তি-চতুষ্টয় দেখিয়া মনে হয় যে, পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ইহা ভাগবত-মতোক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের চতুর্ব্যূহের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, বর্ত্তমান কালে ভ্রমবশে ভিন্নরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকে (৪৭)। ব্যূহগুলি বিষ্ণু এবং তাঁহার ষড়্‌গুণেরই রূপান্তর মাত্র। বাসুদেবের ভ্রাতা সঙ্কর্ষণের ব্যূহ "জ্ঞান" ও "বল" এই গুণদ্বয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহার পুত্র প্রদ্যুম্ন ও পৌত্র অনিরুদ্ধের ব্যূহ যথাক্রমে "ঐশ্বর্য্য" ও "বীর্য্য" এবং "শক্তি" ও "তেজঃ" এই দুই দুইটি গুণের সহিত সংযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (৪৮)। এই ভাগবত ব্যূহের অস্তিত্ব যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাহা সাহিত্যের প্রমাণ হইতেই অবগত হওয়া যায়। সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে পাঞ্চরাত্র প্রণালীগত বাসুদেব ও তাঁহার অপর কয়টি মূর্ত্তির উপাসনা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করে (৪৯)। বলদেব ও বাসুদেবের একত্র উপাসনা বড়ই বিরল। এক পুরীতীর্থ

(৪৭) উৎকলখণ্ডের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাংশ দুইটি এ ধারণা সমর্থন করিতেছে বলিয়া মনে হয়:—"চতস্রো মূর্ত্তয়স্তস্য যথানুগ্রহবুদ্ধয়ঃ" (উ, খ, ১৪ অ, ৩৩), 'সেই হরিমূর্ত্তি চারি প্রকার, সকল মূর্ত্তিরই তোমার (ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার) প্রতি অনুগ্রহ-বুদ্ধি আছে" "এবস্তু মূর্ত্তয়স্তেন চতস্রো বৈ প্রকাশিতাঃ" (উ, খ, ১৯, ১৮) এই প্রকারে সেই ভগবান্ স্বয়ং মূর্ত্তিচতুষ্টয় প্রকাশিত করেন।—বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৮৫, ১১০। প্রথম শ্লোকার্দ্ধের 'তিস্রোঽপি' পাঠ অশুদ্ধ বলিয়াই সন্দেহ জন্মে।

(৪৮) Dr. Schraders Introd. to Panca ratra p. 35.

(৪৯) Valsnavism, Saivism and Minor Religious Systems p. 39.

(চিত্র ২৬)
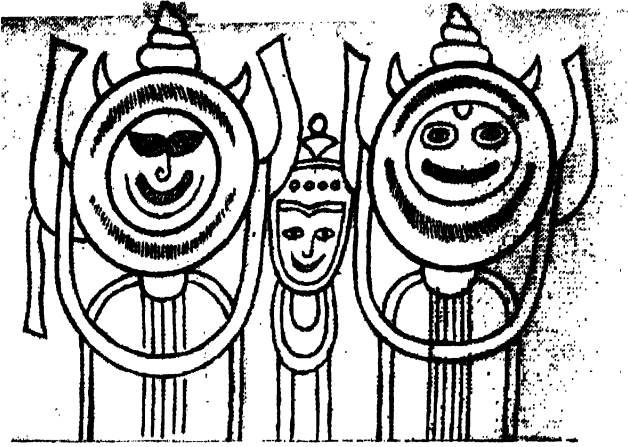
সঙ্ঘজ্ঞাপক চিহ্ন হইতে জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তি।

[রাজা রাজেন্দ্রলালের চিত্র অবলম্বনে।]

[পৃঃ ৮৪

চিত্র ২৭।

ঐরব রাজার বক্ষে অঙ্কিত মৎস্য চিহ্নের চিত্র।

[ভারতী সম্পাদকের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ৮৫
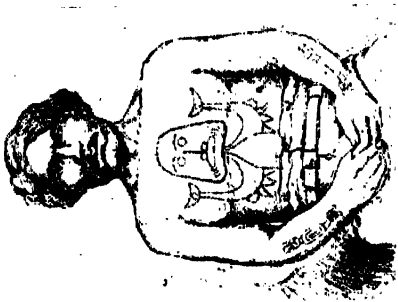
ব্যতীত অপর কোথাও ইহার বড় নিদর্শন দেখা যায় না। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম (সঙ্কর্ষণ) ও সুভদ্রার একত্র পূজাপদ্ধতি, মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে জাতিভেদজনিত স্পর্শদোষ-রাহিত্য এবং শবর-কুলোদ্ভব বলিয়া বিবেচিত 'দৈতা'গণের পৌরহিত্যে নিয়োগ প্রভৃতি খণ্ডপ্রমাণ উল্লেখ করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ এ সকল অনুষ্ঠান সুপ্রাচীন 'পাঞ্চরাত্র' নামক অবৈদিক আচারের সামান্য অবশেষ মাত্র (৫০)। আবার সুভদ্রামূর্ত্তির পূজাতেও কেহ কেহ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন। চতুর্ব্যূহের সহিত বাসুদেব-ভগিনী সুভদ্রার সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু বোধ হয়, ব্যূহ-প্রণালীর উপাসনা হেতু ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সমর্থিত পৌরাণিক অবতার-বাদের প্রচার সম্বন্ধে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছিল বলিয়া উহা ক্রমশঃ এই ভাবে রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে (৫১)।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন (৫২),— পৌরাণিক বর্ণনামতে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা যে তিন মূর্ত্তির দেখা পেয়েছিলেন, তার বর্ণনার সঙ্গে মন্দিরের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার একটুও মিল নেই'। তিনি 'The open court' নামক মার্কিণ পত্রিকায় প্রকাশিত আলাস্কা দেশীয় 'ক্লু' (Klue) নামক ধীবর রাজার বুকে ও হাতে আঁকা মৎস্য-দেবতার (totem) চিহ্নের সহিত উৎকলদেশীয় শবর রাজার দেবতা, শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমূর্ত্তির সহিত যেন কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, 'হিন্দুদের মধ্যে মৎস্য, মৎস্য অবতার থেকে আরম্ভ ক'রে মীনধ্বজ প্রভৃতি অনেক

(৫০) R. Chanda's Indo-Aryan Races pp. 120-121.
(৫১) Ibid.
(৫২) ভারতী, পৌষ, ১৩২৩ সাল পৃঃ, ৭৩৮—৭৩৯।

মূর্ত্তিতে এখনো পূজা পাচ্ছেন', তাই তাঁহার মতে ক্লু (Kluge) রাজার এই তিন মূর্ত্তির সহিত 'আদিম ভারতের মৎস্য দেবতার কোনও সম্পর্ক আছে কি না, সেটা বিচারের বিষয়।' এক দেশ হইতে অপর দেশের মধ্যে অনেকখানি সমুদ্র ব্যবধান থাকিলেও অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে সজ্জা ও আচার-ব্যবহার বিষয়ে যে মিল দেখা যায়, তাহা অস্বীকার্য্য নহে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে কড্ (cod) জাতীয় দুইটা মৎস্যের সমবায়ে গঠিত ধীবররাজের বক্ষঃস্থিত মূর্ত্তির সহিত দারুব্রহ্মের "অসম্পূর্ণ" মূর্ত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সকলে স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

ভ্রাতা-ভগ্নীর পূজা অপেক্ষা দেবতা ও তাঁহার শক্তির একত্র উপাসনা হিন্দু ধর্ম্মে অধিক প্রচলিত হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক্ষেত্রে পৌরাণিক বৃত্তান্তের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় সুভদ্রাদেবীকে লক্ষ্মীর স্থানে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। সুভদ্রা জগন্নাথের ভগিনী হইলেও তিনি শক্তিস্বরূপা, সর্ব্ব-চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মীদেবী বলিয়াই পরিচিতা। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে,—

"একগর্ভপ্রসূতত্বাদ্ব্যবহারোঽথ লৌকিকঃ।
ভগিনী বলদেবস্য হ্যেষা পৌরাণিকী কথা॥

* * *

পুংনাম্না ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীনাম্না কমলালয়া।

* * *

তস্য শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী স্ত্রী প্রবর্ত্তিকা॥" (৫৩)

সুভদ্রা ও জগন্নাথ দেবের এই সম্বন্ধ মিশর দেশের 'রা' (Ra) দেবতা ও 'আইসিস্' (Isis) দেবীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

(৫৩) উৎকলখণ্ড, ১৭ অধ্যায়, শ্লোক ১৩-১৫।

অন্যত্র চন্দ্র, সূর্য্যের ভগিনীরূপে পূজিত হইতেন, এরূপ কথাও শুনা গিয়াছে। মূর্ত্তি তিনটি যদি শবর বা অপর কোনও জাতির গ্রাম্য দেবতার অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্ম এ বিচিত্রতার জন্য দায়ী হইতে পারে না। হাণ্টার এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধগণ এবং জগন্নাথের পরবর্ত্তী উপাসকগণ মূল ভাবটি যে প্রাচীন বনবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, এ সন্দেহ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। বঙ্গদেশে এরূপ বনবাসিগণের পূজা-পদ্ধতির নিদর্শন প্রতি গ্রামেই দেখা যায় (৫৪)। শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "অনুমিত হয় যে, আর্য্য গণের মধ্যে যাঁহারা প্রথমে উৎকলে পদার্পণ করেন, তাহারা প্রাচীন অধিবাসী শবরদলকে অনুগত করিবার অভিলাষে, তাহাদের স্থাপিত মূর্ত্তির অনুকরণে দারুমূর্ত্তির পূজাই প্রচলিত করিয়াছিলেন।" (৫৫)

শবরগণ উড়িষ্যার প্রাচীনতম জাতি। ইহারা প্লিনি-বর্ণিত সুয়ারি (Suari) এবং টলেমি-কথিত সাবারোই (Sabaroi) জাতি হইতে অভিন্ন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। (৫৬) শবরেরা নিজেরাই নাকি বলিয়া থাকে যে, পূর্ব্বে তাহারা যাযাবর জাতি ছিল, উড়িষ্যার বনে জঙ্গলে বেড়াইয়া অরণ্যজাত দ্রব্যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। স্থানীয় প্রবাদ-মতে এক সময়ে তাহারা শক্তিমান্ জাতিরূপে পরিচিত ছিল। উড়িষ্যার ধেনকানাল রাজ্য নাকি ধেন্‌কা শবর নামক কোনও শবরের নামানুসারেই সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছে।

(৫৪) Hnnter's Orissa Vol. I. p. 143-144.

(৫৫) আর্য্যাবর্ত্ত, শ্রাবণ, ১৩১৮, পৃঃ ২৮৯।

(৫৬) Ceusus of India 1911, Bengal, Bihar and Orissa and Sikkim. Report by L. S. S. O'Malley Part I p. 504-505.

শুনিতে পাই, পাল সহরের প্রথম রাজপুত রাজা, শবর ও অন্যান্য রাজপুতজাতি কর্ত্তৃকই মনোনীত হইয়াছিলেন। কোনও যুদ্ধের সময় শবরেরা তাঁহাকে খড় বা পোয়ালের গাদায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই অবধি তিনি 'পাল' এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্ত ওমালী তাঁহার আদম-সুমারী বিষয়ক বিবরণীতে এ সকল কথার অবতারণা করিয়া, শবর বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক জগন্নাথদেবের পূজা প্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ার বৃত্তান্তটিও উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির বলিয়া নহে, গঞ্জামের অন্তর্গত মুখলিঙ্গেশ্বর মন্দিরেও শবরজাতি-সম্পর্কিত প্রবাদ প্রচলিত আছে শুনিতে পাওয়া যায়।

শবরেরা এক্ষণে 'শবর' ও 'শহর' এই দুই জাতিতে বিভক্ত; শেষোক্ত বিভাগ 'শৌরা' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। যাহারা হিন্দুদিগের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুমতাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছে, তাহারাই শৌরা এবং অসভ্য বনবাসিগণ অদ্যাপিও শবর নামেই পরিচিত। বরম্বা নামক স্থানে হিন্দু শবরদিগের মধ্যে কেহ কেহ যজ্ঞোপবীতও ব্যবহার করিয়া থাকে। 'শবর' ও 'শহর' এই উভয় সম্প্রদায়ই আদিম অসভ্যদিগের মধ্যে প্রচলিত গ্রাম্যদেবতা পূজা করিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রধানতম দেবতা 'কোমোত্রাদিয়া' দেখিতে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অণ্ডাকৃতি ঢোলের ন্যায় (represented by an egg-shaped earthen drum)। (৫৭) তালচের নামক স্থানে শবরেরা 'হিঙ্গুলা' নামক এক কল্পিত অগ্নিময়ী দেবীর পূজা করিয়া থাকে। এক খণ্ড প্রস্তর ব্যতীত ইঁহার কোনও প্রতিমূর্ত্তি নাই। শবরেরা দারুখণ্ডে ক্ষোদিত নরমুণ্ডাকৃতি মূর্ত্তিরও যে পূজা করিয়া থাকে, এ কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিব। সুতরাং

(৫৭) Ibid p. 505.

(চিত্র ২৮)

কাষ্ঠ ক্ষোদিত মায়োরি মুখের চিত্র।
["ভারতী" সম্পাদকের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ৯৫

(চিত্র ২৯)
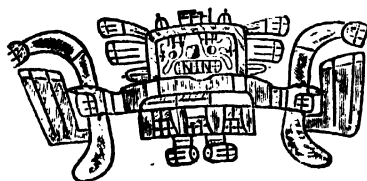
পেরুর ক্রন্দনশীল দেবতা।

জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি কোনও প্রকার আদিম জাতির উপাস্য প্রতীক (Cult image) হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইলে উহা শবরদিগের নিকট হইতে গৃহীত হওয়াও অসম্ভব নহে।

কোনও লেখক বলিয়াছেন যে, মহাকোশলের গুপ্ত রাজগণ 'শবর'বংশোদ্ভূত ছিলেন। ইহা মানিয়া লইলে মহাশিবগুপ্ত বা যযাতি কেশরীকেও শবরকুলাবতংশ বলিতে হয়। মহাকোশল (বর্ত্তমান 'ছত্তিসগড়') রাজ্যের রাজধানী সিরপুরে (শ্রীপুরে) গন্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে শিবগুপ্তের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এই রাজবংশের আদিপুরুষ উদয়ন 'শশধর' বা 'চন্দ্র'-বংশোদ্ভব ছিলেন। ডাঃ ফ্লীটও ইঁহাদিগকে 'সোমবংশী' রাজবংশ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শিলালিপির ভ্রমাত্মক পাঠ-ফলেই এই 'শবর'-বংশবিষয়ক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। হিন্দুসমাজ সকল সময়ে শুধু রাজশক্তির প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, বরং শবর-অধ্যুষিত দেশে নবপ্রবিষ্ট ব্রহ্মণ্য প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আদিম অধিবাসিগণের ধর্ম্মমতবাদের সহিত এইরূপ একটা 'আপোষে' নিষ্পত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। (৫৮) দারুমূর্ত্তি (totem poles) যে বহু আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত নহে। ১৯০১ সালের Royal Anthropological Institute নামক ইংলণ্ডীয় নৃ-তত্ত্ব-বিষয়ক সমিতির পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এইচ, লিং রথ (H. Ling Roth) নবজীলণ্ডবাসী মায়োরি জাতির 'টাটু ও মোকো' (Tatu and Moko) নামক প্রবন্ধে প্রচলিত-প্রথানুযায়ী কাষ্ঠে খোদিত একটী

(৫৮) Descriptive list of inscriptions in the C. P. & Berar by Rai Bahadur Hiralal, B. A. pp. 87, 92.

মায়োরি মুখের (Conventionalized Maori race) চিত্র দিয়াছেন। এই অসম্পূর্ণ ভাস্কর্য্যের একটি রেখা-চিত্র এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল। শবর জাতি উড়িষ্যাদেশে অদ্যাপি বিদ্যমান। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় উড়িষ্যার শবরদিগের ভাষার সহিত মুণ্ডাগণের ভাষার সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। (৫৯) উড়িষ্যাবাসী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি, এন, মিশ্র মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি যে, উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে গঞ্জাম এজেন্সী ট্রাক্ট (Ganjam Agency Tract) বিভাগের অন্তর্গত বালিগুড়া মহকুমায়—"শৌরা" নামে অভিহিত শবর জাতি অদ্যাপি মুখ ও চক্ষু-সংযুক্ত কাষ্ঠ-খণ্ড (wooden poles) পূজা করিয়া থাকে এবং এই সকল মূর্ত্তি ও প্রস্তরখণ্ডাদির সম্মুখে বলি প্রভৃতিও প্রদত্ত হয়। দারুব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে "নীলমাধব" নামক যে রত্নমূর্ত্তি বা প্রস্তর শবরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইত, তাহা উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে। কেহ কেহ বলেন, শ্রীমন্দিরে "সুয়ার" বা "শোয়ার"দিগের অস্তিত্ব অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও তাহারা জগন্নাথদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। যে বলভদ্র-গোত্রীয় 'সুয়ার'-গণ জগন্নাথ-মন্দিরে রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত তাঁহাদের শবরবংশীয় বলিয়া সন্দেহ করিবার কত দূর কারণ আছে, জানি না। ইহারাই যে "শবর"গণের বংশধর, অনেকেই তাহা অনুমান করিয়া থাকেন; অবশ্য করোটি মাপিয়া বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে ইহা আজিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মতান্তরে কেহ কেহ বলেন,"শোয়ার" শব্দ সূপকারের অপভ্রংশ; ইহা মানিয়া লইলেও মন্দিরের পুরোহিত 'দৈতা'গণের শবর-বংশ হইতে উদ্ভব হওয়া সম্বন্ধে প্রবাদ যে কি করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা তো

(৫৯) The Indo-Aryan Races p. 9.

ভাবিয়া পাই না। উৎকলখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে শবরপতি বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরোহিত বিদ্যাপতির নীলমাধব-সন্নিধানে গমনের যে বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বেশ বাস্তবতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। (৬০) একজন মাত্র মনুষ্যের গমনযোগ্য সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় পথ, তাহাও আবার প্রস্তর ও কণ্টকে আবৃত, নিকটেই শবরদীপক পল্লী শবর জাতির গৃহসমূহে বেষ্টিত। (৬১) এই একপদী পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা ছায়াসঙ্কুল মহৎ বটবৃক্ষের নিকট উপনীত হইলেন। বিদ্যাপতি শুনিলেন, সেই নিকুঞ্জের অভ্যন্তরেই সাক্ষাৎ জগন্নাথ বিরাজমান। শবরদিগের দেবতা যদি এইরূপ দুর্গম স্থানে বৃক্ষতলে না থাকিবেন তো থাকিবেন কোথায়?

'ভারত-প্রদক্ষিণ' গ্রন্থে (৬২) শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় জগন্নাথমূর্ত্তির অসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গে দ্রাবিড় ও কর্ণাটী গ্রাম্য দেবতা মনরস্বামী ও তাঁহার মাতা পচুম্মা এবং বল, সেম, ধয়দ প্রভৃতি অনুচর পিশাচবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'গ্রাম্য-দেবতা প্রায়ই ভূতযোনি, এই কারণে বিকলাঙ্গ'। 'ভাস্কর-বিদ্যার আদিম অবস্থায় খোদিত অবয়ব বিকটাকার হওয়াই সম্ভব'। 'বৈষ্ণবের যুগলোপাসনা-প্রভাবেই বোধ হয়, সুভদ্রা শক্তির স্থান অধিকার করিয়াছে।' (৬৩) রক্ষিত মহাশয় এ প্রসঙ্গে পেরুদেশের টিটিকাকা জলাশয়ের সন্নিকটস্থ টিয়াগুয়ানেকোর—প্রস্তর-খোদিত নৃমুণ্ডের সহিত জগন্নাথ-মূর্ত্তির সাদৃশ্যের আভাস দিয়াছেন; কিন্তু এই বিদেশী বিগ্রহের বা পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রাম্য দেবতাগুলির কোনও চিত্র প্রকাশ করেন নাই।

(৬০) উৎকলখণ্ড, ৮অ, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮।
(৬১) উ, খ. ৭ম, ২৮, ২৯।
(৬২) পৃঃ ১৭, ১৮।
(৬৩) Op. Cit.

এই চিত্রগুলি তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলে পাঠকের যে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা টিয়াগুিয়ানেকোর প্রতিরূপ চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অবশ্য ভিন্ন দেশেও যে জগন্নাথদেবের ন্যায় অসম্পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মূর্ত্তি না থাকিতে পারে, তাহা নহে। মধ্য-আমেরিকার পুরাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে (৬৪) শ্রীযুক্ত টমাস এ জয়েস্, বণ্ডেলিয়সের চিত্রানুযায়ী, অমেটেপেক্ইস্ নামক যে মৃণ্ময় মূর্ত্তির চিত্র দিয়াছেন, শিল্পশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও সমালোচক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে তাহার একখানি অবিকল নকল প্রকাশিত হইল। এ মূর্ত্তির হস্তদ্বয় অঙ্গুলিবিশিষ্ট হইলেও হ্রস্বতা নিবন্ধন একরূপ অসম্পূর্ণ বলিয়াই ধরিতে হয়। হয় মূর্ত্তিটি বীরাসনে উপবিষ্ট, না হয় উহা জানুহীনরূপেই পরিকল্পিত। মাথায় টুপির ন্যায় আবরণ ও শ্মশ্রু-গুম্ফ প্রভৃতির চিহ্ন দেখিয়া যদি কেহ ইহা কোন উপাসনা-রত মুসলমান সাধুর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বসেন, তাহা হইলে পেরুদেশীয় টিয়াগুিয়ানেকোর জগন্নাথের সহিত সাদৃশ্যের ন্যায় ইহাও কতকটা নৈমিত্তিকই (accidental) বলিতে হইবে। অধ্যাপক রিজওয়ের উদ্দেশ্যে তাঁহার শিষ্য ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক উপহৃত প্রবন্ধমালার ভিতর শ্রীযুক্ত টি, এ, জইস-বর্ণিত ক্রন্দনশীল দেবতার যে বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অন্তর্গত একটি চিত্রের সহিত জগন্নাথ-মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় (৬৫)। বিদেশী মূর্ত্তির

(৬৪) Central American Archeoology by Thos. A. Joyce. p. 64.

(৬৫) T. A. Joyce's the weeping god, plate opp. p. 368 fig. 2. vase painting Pacasmayo valley, Peru, (Medici Society Collection.) Essays and studies presented to Prof. Ridgway p. 368

(চিত্র ১০)

অমেটেপেক্ ইস্।

[পেরুদেশের দেবমূর্ত্তি]।

[পৃঃ ৯৮

কথা ছাড়িয়া দিয়া, ভারতের অনার্য্য গ্রাম্য দেবতা, হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে কি না, এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অবগত হইয়াছি যে, দক্ষিণ-ভারতে সুর-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় দ্বিপত্নীকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম টেব্যানী বা দেবযানী, মতান্তরে 'দেবসেনা'; আর দ্বিতীয়া পত্নী বল্লীরমযী—পূর্ব্বে গ্রাম্যদেবতা ছিলেন। দ্রাবিড় ও তামিল দেশে শাস্ত বা হরিহরপুত্র নামে যে দেবতা পূজিত হইয়া থাকে, তাহাও গ্রাম্য দেবতা ব্যতীত কিছুই নহে; ক্রমে উহা আর্য্যদেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। (৬৬) এ দেবতার প্রকৃত উদ্ভবের কথা ভুলিয়া গিয়া স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করে যে, 'হর' ও 'মোহিনী'-বেশী হরির 'মিলনে' যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সেই পুত্রই এই 'আর্য্য' বা 'শাস্ত'। দক্ষিণ-ভারতীয় গ্রাম্যদেবতা বিষয়ে অধিক আলোচনা না হইলে রক্ষিত মহাশয়ের মত সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে না। কিছু দিন পূর্ব্বে অধ্যাপক ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একটি বক্তৃতায় দাক্ষিণাত্যে গ্রাম্য দেবতার হিন্দু দেবসমাজে প্রবেশ-লাভের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

জগন্নাথ প্রভুর ও রত্নবেদীস্থ অপর কয়টি বিগ্রহের সৌন্দর্য্যহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া জনৈক বিদেশী পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, সেগুলি বৃক্ষকাণ্ডের অংশ মাত্র—তাহাও আবার ভাল করিয়া পরিষ্কার করা

---

(৬৬) T. A. Gopinatha Rao's Elements of Hindu Iconography, Vol. II. Pt. II. p. 487.

বা কোঁদা নহে। (৬৭) List of Ancient Monuments of Bengal গ্রন্থে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ করিয়া আর ভক্ত হিন্দুর প্রাণে ব্যথা দিব না।

দারুমূর্ত্তিচতুষ্টয় যে সুদৃশ্য নহে এবং আর্য্যগণের পরিচিত কোনও মূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্য না থাকায় এগুলি অনাবৃত অবস্থায় দেখিলে ভক্তগণের যে ভক্তির হ্রাস হইতে পারে, তাহা তাৎকালীন ব্রাহ্মণেরা যে না বুঝিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। উৎকলখণ্ডে দেখিতে পাই যে, দারুরূপে এই প্রতিমাগুলি দর্শন করিলে 'পাপের কারণ হয়'; অতএব পট্ট ও নির্য্যাস দ্বারা যত্নসহকারে উহার সর্ব্বাবয়ব বদ্ধ করিয়া গোপন রাখা কর্ত্তব্য (৬৮)। উক্ত অধ্যায়েই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি নির্দ্দেশ দেখিতে পাই, 'হে রাজন্! কদাপি ঐ মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে আবরণমুক্ত করিয়া দর্শন করিবেন না। মনুষ্যেরাও এতদবস্থায় দর্শন করিলে মহাভয়গ্রস্ত হইবেন (৬৯)।' এই ঢাকাঢাকির ব্যাপার হইতে কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, মূর্ত্তি কয়টি ধার করিয়া চালানো; হিন্দুর তথা আর্য্যধর্ম্মের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও মহাশয় তাঁহার মূর্ত্তি-পরিচয়বিষয়ক গ্রন্থে (৭০) জগন্নাথ-দেবকে বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ মতবাদের উল্লেখমাত্র করিয়া আর বিশেষ কিছু আলোচনা করেন

(৬৭) "Les idoles Jagannath a Puri sont de hideux fetiches de bois a peine degrossis". Civilization Indienne par M. Mazliere, tome II. P. 187.

(৬৮) "অমূর্দারুস্বরূপেণ দৃষ্টাঃ স্যুঃ পাপহেতবঃ। গোপনীয়া প্রযত্নেন পট্টনির্য্যাসবন্ধনৈঃ।" (উ, খ, অ ১৯, ২২—২৩)।

(৬৯) "নেক্ষিতব্যা ত্বয়া রাজন্ কদাচিদপবারণা। মনুষ্যৈশ্চাপি রাজেন্দ্র দৃষ্টাঃ স্যুর্ভয়হেতবঃ।"

(৭০) Elements of Hindu Iconography.

নাই। আর্য্যেতর শবরদিগের মূর্ত্তিই যে হিন্দুদেবমূর্ত্তিরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, পূর্ব্বে উদ্ধৃত উৎকলখণ্ডের শ্লোক কয়টি, এই মতের কত দূর সমর্থন করিতেছে, তাহার আলোচনা বাঞ্ছনীয়। এরূপ আভ্যন্তরিক প্রমাণের (internal evidence) মূল্য কতটুকু, পণ্ডিতসমাজ তাহা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন। রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে বুদ্ধদেব খৃষ্টীয় চতুর্থ অব্দে নারায়ণের অবতাররূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

জগন্নাথ-মূর্ত্তির সহিত শিবলিঙ্গের যে কোন সাদৃশ্য আছে, এ কথা বোধ হয় সহজে কেহ বলিবেন না। সৌরোপাসনার সহিত বৈষ্ণবোপাসনার বা বৈষ্ণবোপাসনার সহিত শৈবোপাসনার সমন্বয় ভারতের ধর্ম্মমতের ইতিহাসে কিছু নূতন কথা নহে। এক সময়ে এই সমন্বয়-চেষ্টার নিদর্শনস্বরূপ কখনও পদ্মাকৃতি সৌর চিহ্ন-জ্ঞাপক শৈব লিঙ্গ, কখনও বা একাধারে তিন ধর্ম্মের মিলন-জ্ঞাপক লিঙ্গমূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইত। ইহার কয়েকটি নমুনা কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তাহা ছাড়া জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরে শাক্ত ও বৈষ্ণব দেবতার পূজা-পদ্ধতির সৌসাদৃশ্য অদ্যাপিও এই সমন্বয়-চেষ্টার সাক্ষ্য দিতেছে। বিদেশীর পক্ষে এ সমন্বয় অনেক সময় বুঝিয়া উঠা কঠিন; তাই দেখিতে পাই, অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও 'নূতন কথা' বলিতে গিয়া গোল করিয়া বসেন। Z. D. M. G. পত্রিকায় জর্ম্মণ ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধে ডাঃ ব্লক বলিয়াছেন যে, জগন্নাথ-উপাসনা শৈবোপাসনার সহিতই সংশ্লিষ্ট; লোকে এতদিন যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে, সেই বৈষ্ণব উপাসনার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই (৭১)।

(৭১) "der Kult Jagannath's mit der Religion der Saivas Verbunden, und nicht, wie heutzutage mit der Religion der Vaisnava's" Z. D. M. G. Vol 64 P, 736.

জর্ম্মণ ভাষায় অনভিজ্ঞ লেখক, ব্লক সাহেবের এই প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশ

দারুমূর্ত্তি শবরদিগের নিকট হইতে গৃহীত হউক আর নাই হউক, উহা যখন কালবশে বিষ্ণুমূর্ত্তিরূপেই পরিচিত হইয়াছে, তখন বৈষ্ণবোপাসনার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, এ কথা কি করিয়া বলিব? পণ্ডিতেরা যতই তর্ক করুন, ভক্তের নিকট জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি "কূটস্থ চৈতন্য"-রূপেই দার্শনিক তত্ত্বে বিরাজমান (৭২)। অদ্যাপিও বিশ্বাসী বৈষ্ণব নিজ ধর্ম্মোপদেষ্টার ব্যাখ্যানুযায়ী দারু-বিগ্রহের অর্ঘ করিয়া থাকেন।

ডাঃ ব্লক নজীর স্বরূপ কোণার্কে প্রাপ্ত জগন্নাথ ও শিবলিঙ্গের একত্র-খোদিত চিত্রবিশিষ্ট শিলা-খণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের চক্ষে উহা শুধু সমন্বয়-জ্ঞাপক বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার এই জর্ম্মণভাষায় লিখিত প্রবন্ধেরই অন্য স্থানে জগন্নাথ যে স্থানীয় সৌর দেবতা হইতে উদ্ভূত, এরূপ মন্তব্যও দেখিতে পাই। সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কত দূর স্থির করিতে পারিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। কোনারকে প্রাপ্ত ক্ষোদিত প্রস্তরে—জগন্নাথ ও মহিষ-মর্দ্দিনী একত্র সন্নিবেশিত, তাই ডাঃ ব্লক তাঁহার পুরাতত্ত্ববিষয়ক রিপোর্টে লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে বোধ হয়, শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সহিত শিব ও শক্তির এইরূপ একত্র

তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে অনুবাদ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সমগ্র প্রবন্ধটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

(৭২) অহির্বুধ্ন্যসংহিতা মতে 'কূটস্থ পুরুষ' বা 'কূটস্থ' সমগ্র আত্মার সমষ্টি, যেরূপ বহু মধুমক্ষিকার সমষ্টি লইয়া মধুচক্র। আদিরহিত, বাসনাদোষোপহত আত্মাসমূহের সমষ্টিজাত এই যে পুরুষ, তাহা ভূতির নির্ম্মল-অনির্ম্মল অবস্থান্তর মাত্র। লক্ষ্মীতন্ত্রে 'ভোক্তৃ কূটস্থের', বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, সর্ব্ববিধ চিরন্তন জীবমাত্রেই তাঁহার অংশ হইতে উদ্ভূত এবং প্রলয়কালে সমগ্র কর্ম্মবদ্ধ জীবই এই শ্রেষ্ঠতম নর বা পরমাত্মায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে।

Dr. F. O. Schraders' introd. To the Pancaratra and the Ahirbudhnya Sambita p. 60.

পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, বলরাম-মূর্ত্তির উদ্ভব সম্ভবতঃ পরে হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য, ইহা লেখকের অনুমান মাত্র।

ফরাসী পণ্ডিত লাঁগোয়া (Langlois) তাঁহার Les Monuments de L'Hindoustan নামক গ্রন্থে এলোরা গুহায় রক্তবর্ণ গ্রানাইট প্রস্তর-খোদিত, জগন্নাথ নামে খ্যাত অপর একটি দেবমূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন, (৭৩) কিন্তু তাহার সহিত উড়িষ্যার জগন্নাথ-মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। এ জগন্নাথ উবু হইয়া (sur ses talons) বসিয়া আছেন। হস্তদ্বয় জানুর উপর বিন্যস্ত। পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া নামে পরিচিতা দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি। ইহারা জগন্নাথের সিংহদ্বারে অবস্থিত জয় ও বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রবেশ-দ্বারের নিকটে অপর যে দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটির নাম শুদ্ ও অপরটির নাম বুদ্। লাঁগোয়া সাহেবের মতে সুদ্ (Soudou dheneh) সুদ্ধধেনে এবং বুদ্ বুদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ। এই দেবদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক, নাম শুনিয়া মনে হয়, শুদ্ বা শুধ্, শুদ্ধি এবং বুদ্ বা বুধ্ বুদ্ধি—এই সহজ অর্থেই অত্রত্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের চলিত ভাষায় শুধ্ ও বুধ্ এই দুইটি শব্দ প্রায়ই একত্রে ব্যবহৃত হইতে শুনা যায়। অধ্যাপক ফুসে তাঁহার (Prof Foucher) বৌদ্ধ মূর্ত্তি-পরিচায়ক গ্রন্থে (৭৪) যে 'সুধনকুমার' নামক মূর্ত্তির বর্ণনা

(৭৩) Jagannath assis sur ses talons et les mains posees sur ses genous, l'une sur l'autre, occupe le fond de Sanctuaire...on voit deux statues debout, nommees Soud et Boud, corruption de Soudu Dheneh et de Bouddheh"—Les Mounments d L'Hindoustan Tome II page. 70.

(৭৪) L' Iconographie Bouddhique p. 40.

করিয়াছেন, তাহার সহিতও ইহার বিশেষ কোন মিল দেখা যায় না। ইলোরার জগন্নাথসভা এখন জৈন কীর্ত্তি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; (৭৫) কারণ, সেই গুহামধ্যে জৈনগণের অন্যান্য উপাস্য দেবতা মহাবীর, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ গোমত প্রভৃতি তীর্থঙ্করদিগের চিত্রও অঙ্কিত রহিয়াছে। সুতরাং এ জগন্নাথ যে বৌদ্ধ দেবতা, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। বৌদ্ধগ্রন্থে যেরূপ "নমো জগন্নাথবুদ্ধায়" প্রভৃতি উক্তির কথা শুনা যায়, তেমনি আবার তন্ত্রগ্রন্থে "স পশ্যতি জগন্নাথং কমলোরুগতং হরিং" এরূপ পদও যে না মিলে, তাহা নহে (৭৬); সুতরাং নামের সাদৃশ্য ধরিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে।

পণ্ডিতগণের আলোচনা-ফলে নূতন তথ্যাদি প্রকাশিত হইলে জগন্নাথ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে, এরূপ ভরসা হয়। ভক্তের অবশ্য এ সকল আলোচনায় বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। যাঁহার প্রকৃত ভক্তি আছে, তিনি দারুব্রহ্মের মূর্ত্তির উদ্ভব যে ধারামতেই হউক না কেন—অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বিবিধ রূপক অর্থে আপন উপাস্য দেবতাকে বুঝিয়া লইবেন। "The dust of the rose-petal is the only reward of the perfume-seller": মূর্ত্তি-তত্ত্ব লইয়া যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিবেন?

(৭৫) Fergusson and Burgess's Cave temples of India p. 500.

(৭৬) রুদ্রযামল তন্ত্র, রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সংস্করণ।

রথযাত্রা।

আষাঢ় মাসে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা পুরী তীর্থের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। ইহা দ্বিতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত স্থায়ী। সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ 'বড়দাণ্ড' নামক প্রশস্ত রাস্তা দিয়া রথ টানিয়া উত্তর দিকে গুণ্ডিচা-বাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। তিনখানি রথই প্রতি বৎসর নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া হইতে রথ-নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং নেত্রোৎসব অর্থাৎ জগন্নাথ-বিগ্রহের চক্ষুদান বা চক্ষু অঙ্কণের দিন উহা সমাপ্ত হইয়া থাকে। নির্ম্মাণ-স্থান বড়দাণ্ডেরই এক পার্শ্বে অবস্থিত। "জগন্নাথের রথ ২৩ হাত, বলরামের রথ ২২ হাত এবং সুভদ্রার রথ ২১ হাত উচ্চ। জগন্নাথের রথের ১৬ চাকা, ইহাকে নন্দীঘোষ রথ বলে। এই রথ টানিবার জন্য ষোড়শ শত 'বেঠিয়া' আবশ্যক। বলরামের রথের ১৪ চাকা, ইহাকে তালধ্বজ রথ বলে। এই রথ টানিতে চতুর্দ্দশ শত 'বেঠিয়া' নিযুক্ত হয়। সুভদ্রার রথের ১২ চাকা, ইহাকে পদ্মধ্বজ রথ বলে। এই রথ টানিতে দ্বাদশ শত 'বেঠিয়া' প্রয়োজন। নারিকেল ছোবড়ায় নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা রথ টানা হয়। প্রত্যেক রজ্জু প্রায় ১০০ হাত লম্বা।" (১) স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ তিনখানি রথের উচ্চতা যথাক্রমে ৪৫ ফিট, ৪৪ ফিট ও ৪২ ফিট এবং রথত্রয়ের

---

(১) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা—'মানসী ও মর্ম্মবাণী', শ্রাবণ, ১৩২৫, পৃঃ ৬৬৫।

উপরিস্থ পাটাতন বা 'মাচানের' আয়তন যথাক্রমে ৩৫, ৩৪ ও ৩৩ বর্গ ফিট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২)। স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয়ের মতে এই তিনখানি রথের চাকার পরিধিও সমান নহে। রথের উচ্চতা অনুসারে চক্রাদির ব্যাসেও তারতম্য দৃষ্ট হয়। প্রথমখানির ব্যাস ৭ ফিট, দ্বিতীয়খানির ৬।।০ ফিট এবং তৃতীয়খানির ৬ ফিট (৩)।

জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি রথে নীত হইলে 'সুবর্ণর হাত গোড়' লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং বিগ্রহের নিম্নার্দ্ধভাগ রক্তবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হয়। উৎকলরাজ কর্ত্তৃক সুবর্ণ-নির্ম্মিত 'পাদ-পল্লব' দানের উল্লেখ মন্দিরের শিলালিপিতেও দেখা গিয়াছে।

পূর্ব্বে রথ টানিতে ৪২০০ কল্লাবেঠিয়া বা রথটানা মজুরের প্রয়োজন হইত, এখন ইহা অপেক্ষা অল্প সংখ্যক লোকেই কাজ সারিয়া লওয়া হয়। ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয়ের 'পুরীর ইতিহাসে' দেখিতে পাই, কল্লাবেঠিয়ারা রাহাং, চৌবিশকুচ, সিরাইন, লিম্বাই প্রভৃতি পরগণা হইতে সংগৃহীত হইত, এবং তাহাদিগের কোনপ্রকার পারিশ্রমিক দেওয়া হইত না। ফলে তাহারা যাত্রী ও দোকান-দারগণের নিকট সুবিধা-মত দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া আপন আপন অভাব পূরণ করিত (৪)। উক্ত গ্রন্থকার ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি লিখিয়াছেন, রথ নির্ম্মাণের ব্যয় বাবৎ গভর্ণমেণ্ট হইতে ২৪০০৲ টাকা মঞ্জুর ছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১৪৫৩৸০ আনার অধিক খরচ হইত না। রক্তবর্ণ বনাত ও

(২) The History of Pooree. p. 39.

(৩) Ibid. p. 39.

(৪) Ibid. p. 40.

(চিত্র ৩২)

তিরুবদমুরুতুরের রথ।
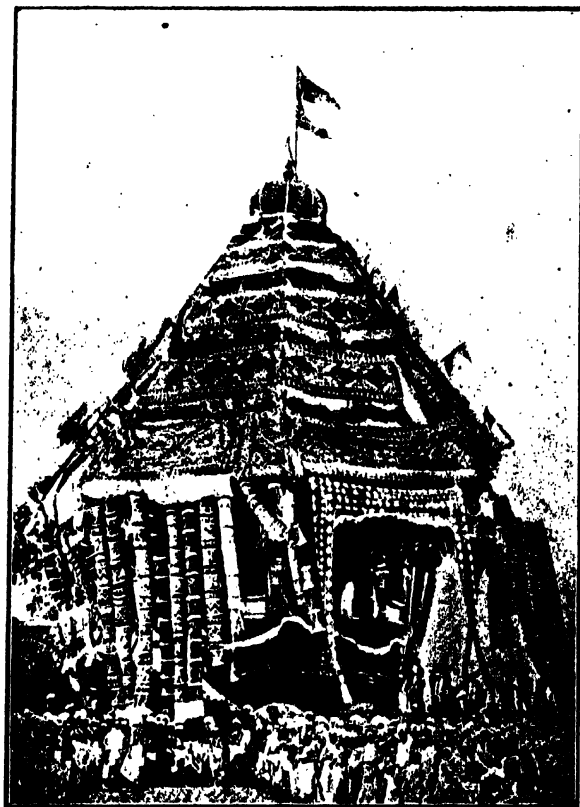
[শ্রীযুক্ত এ, ডি, জি শেলীর আলোক চিত্র হইতে—
দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ১০৭

সালু এবং পীত, হরিৎ ও কৃষ্ণবর্ণ 'সার্জ্জ' কাপড় কিনিতে ৭৮০।০ টাকা ব্যয়িত হইত (৫)।

রথের বহিরাবরণের জন্য রক্ত, পীত, হরিৎ ও কৃষ্ণ, এই চারি বর্ণের ডোরাবিশিষ্ট বনাত ব্যবহৃত হইত, তাহার উপর আবার চুমকির কাজ থাকিত। এই আবরণ ও ভিতরকার চাঁদোয়া ব্যতীত রথ-সজ্জার অন্যান্য উপকরণগুলি স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয় 'খেলো' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন (৬)।

এই উপলক্ষে তুলনাগত আলোচনার উদ্দেশ্যে তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোণম্ তালুকের অন্তর্গত চোলরাজ্যের অন্যতম পবিত্র তীর্থ তিরুবদমরুদুর (Tiruvada marudur) নামক স্থানের বিখ্যাত রথযাত্রার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জানুয়ারী মাসে দশ দিন ব্যাপী "পুষ্যাং" পর্ব্ব উপলক্ষে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের শেষভাগে রথগুলি রাস্তায় ঘুরাইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এখানকার বড় রথটি ভারতে যে কয়খানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন রথ আছে, তাহাদেরই অন্যতম। ইহাতে সংলগ্ন শ্বেত অশ্বের যে চারিটি মূর্ত্তি আছে, তাহা জীবন্ত ঘোড়া অপেক্ষা আকৃতিতে ছোট নহে। তিরুবদমূরুদুরের এই রথ সাধারণতঃ সাত আট হাজার লোকে টানিয়া থাকে। রথসংলগ্ন রজ্জুটি দৈর্ঘ্যে প্রায় সিকি মাইল (আন্দাজ ৮৮০ হাত) হইবে, এবং স্থূলতাও পাঁচ ইঞ্চির কম নহে। রথ টানিবার পূর্ব্বে দেবতার সম্মুখে কর্পূর জ্বালাইয়া প্রচলিত প্রথামত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা হয়। টানিবার পূর্ব্বে রথ-চক্রের উপর নারিকেল ভগ্ন করা হয় এবং রথ চলিতে আরম্ভ

(৫) Ibid. p. 44.
(৬) Ibid. p. 39.

হইলেই চক্রের নিম্নভাগে কুক্কুটাদি বলি দেওয়া হইয়া থাকে। রথখানি ফলপুষ্প ও পতাকা প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় এবং রথের ভিতর একদল বাদ্যকর বসিয়া বাদ্যোদ্যমের সহিত সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

চীনদেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান-রচিত ফো-কু-কী গ্রন্থে খোটান ও প্রাচীন পাটলী-পুত্রে চারিচক্রবিশিষ্ট রথে করিয়া যে বিভিন্ন বৌদ্ধমূর্ত্তি-সকল লইয়া যাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা হইতে হিন্দুর রথযাত্রা যে এই বৌদ্ধপ্রথার অনুকরণমাত্র, এ কথা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলালপ্রমুখ সুধীবর্গ অনুমান করিয়াছিলেন (৭)। ফাহিয়ান খোটানস্থ গোমতী বিহার (Gomati monastery) সংক্রান্ত যে রথযাত্রার বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই যে নগর হইতে, ৩।৪ লি (৮) দূরে চারি চক্রের একখানি রথ নির্ম্মিত হইত। ইহার উচ্চতা প্রায় ৩০ হস্ত পরিমাণ এবং আকৃতিতে বৌদ্ধ বিহারমধ্যস্থ বৃহদায়তন দরদালানসদৃশ; দেখিলে মনে হইত, এইরূপ একখানি ঘরের নীচে চাকা বসাইয়া টানিয়া লওয়া হইতেছে। রথখানি রেশমের পতাকা ও চন্দ্রাতপে সুসজ্জিত করা হইত। রথে রক্ষিত প্রধান মূর্ত্তিটির দুই পার্শ্বে দুইটি বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি এবং অন্যান্য দেবমূর্ত্তি এরূপ ভাবে সংস্থাপিত থাকিত, যেন তাঁহারা সকলেই আজ্ঞাবহ ভাবে

(৭) Rev. J. Stevenson নামক বোম্বাই নগরের জনৈক খৃষ্টির ধর্ম্মযাজক J. R. A. S. পত্রিকায় এ কথা প্রথম উত্থাপন করেন। ("On the admixture of Buddhism with Hinduism in the religion of the Hindus of the Dekkan", J.R. A.S. Vol. VII. pp. 1-8.) স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল নিজেই এ প্রবন্ধের অস্তিত্ব বিষয় সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিয়াছেন। Ant. Orissa. vol. II. p. 135.

(৮) Li, চীনদেশীয় জমীর মাপবিশেষ, কিঞ্চিদধিক $\frac{1}{3}$ মাইল।

উপস্থিত আছেন (৯)। তোরণ-দ্বারের শত পাদ (paces) দূরে রথ আনীত হইলে রাজা মস্তক হইতে মুকুট নামাইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, নগ্ন পদে ধূপ ও পুষ্পাদি বহন করিয়া তোরণের বহির্দ্দেশে অনুচর-সহ আগমন করিতেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ফুলগুলি ছড়াইয়া দিতেন ও ধূপ জ্বালাইতেন। রথ যখন তোরণ-দ্বার দিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিত, তখন রাণী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ পুষ্প বর্ষণ করিতেন।

পাটলিপুত্রের রথের বিষয় ফা-হিয়ান যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তথাকার শোভাযাত্রায় শুধু একখানি মাত্র রথ নীত হইত না। কোনও কোনও বার কুড়িখানি রথ এক সঙ্গে বাহির করা হইত। ইহার প্রত্যেকটি অপর রথ হইতে বিভিন্ন। এ রথগুলিও চারি চক্রবিশিষ্ট। বংশ-নির্ম্মিত হইলেও ইহাঁদিগের কোন কোনটির কম করিয়া পাঁচটি 'তলা' (five storeys), এবং মাঝের যে মূল খুঁটিটির উপর অন্যান্য বংশদণ্ডগুলি বক্রভাবে সন্নিবিষ্ট থাকিত, তাহাও উচ্চতায় বিংশতি, হস্তের কম নহে। রথের চারি দিকের চারিটি খাঁজ বা কুলঙ্গীতে এক একটি বুদ্ধমূর্ত্তি ও অনুচরস্বরূপ একটি করিয়া বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি সন্নিবেশিত হইত। ফা-হিয়ান এ প্রসঙ্গে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান্ প্রস্তরাদিতে নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। রথগুলির আকৃতি বৌদ্ধ "স্তূপ" সদৃশ ("having the shape of a tope")। শ্বেতবস্ত্র ও রেশমসদৃশ ঊর্ণা-নির্ম্মিত বস্ত্রে চতুর্দ্দিক্ আবৃত করা হইলে রথগুলি রঞ্জিত করা হইত। তাহার পর শোভা সম্পাদনের জন্য রেশম-

(৯) Legge's Fa Hian "A record of the Buddhistic Kingdoms", Clarendon Press, 188 pp. 18-19.

নির্ম্মিত পতাকা ও চন্দ্রাতপ প্রভৃতির ব্যবস্থা ত ছিলই (১০)। বৌদ্ধ প্রভাববাদী কেহ কেহ বলেন, প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বে রাজকুমার গৌতম রথারোহণপূর্ব্বক যে উদ্যান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন, রথযাত্রা সেই লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনার স্মরণার্থ অনুষ্ঠিত হয়।

কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থা হইতেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের গিরিগুহা ও বিহার প্রভৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করার যে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা 'যাত্রা' নামে উক্ত হইত। আষাঢ়ের 'রথযাত্রা' সেই 'যাত্রা' পর্ব্বেরই ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র (১১)। বৌদ্ধ শোভাযাত্রার উৎপত্তি যাহা হইতেই হউক না কেন, হিন্দুর রথযাত্রা যে তাহারই অনুকরণ মাত্র, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে তাহা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস বা ত্রৈমাসিক ব্রত আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিনী পূর্ণিমায় শেষ হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রা মাত্র দশ দিনের ব্যাপার। পুরুষোত্তমে যে বৌদ্ধপ্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। হয়ত বৌদ্ধপ্রভাব-ফলে এ অনুষ্ঠান বর্ষাকালেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল উল্লেখ করিয়াছেন যে, শাক্ত তন্ত্রে মহেশ্বরী দুর্গা দেবীরও রথের ব্যবস্থা আছে। যাজপুরে বিরজা দেবীর রথ

---

(১০) Legge's Fa Hien, p. 79.

(১১) "The Ratha Jatra just immediately preceding the Sayana Ekadasi or season of sacred rest, is probably the remains of a triumphal Entry with which the Sages were welcomed on returning from their peregrinations to hold the Wasso"—Rev. J. Stevenson quoted in the Antiquities of Orissa, Vol. II p. 135.

শাক্ত রথের প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, এ সকল তন্ত্র গ্রন্থ নিতান্ত আধুনিক, বৈষ্ণব অনুষ্ঠানাদির প্রভাব এগুলিতে স্পষ্টই লক্ষিত হয়। রাজেন্দ্রলাল কিন্তু ভুবনেশ্বরের শৈব রথযাত্রার কোনও উল্লেখ করেন নাই। এ রথযাত্রা চৈত্র মাসে শুক্লাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং আষাঢ়ের বৌদ্ধ রথযাত্রার সহিত ইহার সময়-গত সাদৃশ্যও নাই।

দেবতার জন্য রথের ব্যবহার আজিকালিকার কথা নহে এবং ইহা শুধু বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর ও পার্শ্বনাথের জন্যও যে রথের ব্যবহার হইয়া থাকে, এ কথা রাজা রাজেন্দ্রলাল নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (১২)। পার্শ্বনাথ ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর। জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিশ্বাস মতে বর্ত্তমান 'অবসর্পিণি'র প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের পর আরও একবিংশতিজন তীর্থঙ্কর বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু পার্শ্বনাথই যে ঐতিহাসিক যুগের প্রথম তীর্থঙ্কর, এ কথা অস্বীকৃত নহে। পার্শ্বনাথ ৮৭৭ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া একশত বর্ষ বয়ঃক্রমকালে (৭৭৭ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দে) মোক্ষলাভ করেন। মহাবীর ৫২৭ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন (১৩)। ইঁহাদিগের তিরোধানের কত বৎসর পরে জৈন পর্ব্বে রথের অনুষ্ঠান প্রথম প্রচলিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ অব্দে (১৪) হিন্দু ব্রাহ্মণ কৌটিল্য-প্রণীত

(১২) Antiquities of Orissa. Vol. II. p. 135.

(১৩) Nahar & Ghosh's An Epitome of Jainism, p. 647-649.

(১৪) সম্প্রতি পুনা নগরে প্রথম প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ সম্মেলনের (Oriental Conference) সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত সার্ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রথম খ্রীঃ পূঃ অব্দে লিখিত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা প্রচলিত মতেরই উল্লেখ করিলাম।

অর্থশাস্ত্রে রথাধ্যক্ষের প্রতি যে সকল বিভিন্ন প্রকার রথ নির্ম্মাণের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দেবরথের উল্লেখ দেখা যায় (১৫)।

হেমচন্দ্র স্থরি নামক জৈন কবি ও অভিধান-রচয়িতার লেখনী-প্রসূত 'স্থবিরাবলীচরিতম্' বা 'পরিশিষ্টপর্ব্বন্' নামক গ্রন্থে যে জৈন রথযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এতৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি বেশ মনোজ্ঞ ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে (১৬)।

স্থহস্তিন্ যখন উজ্জয়িনী নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পর্ব্বোপলক্ষে জীবন্ত স্বামী নামক জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি রথে আরোহণ করাইয়া শোভাযাত্রার সহিত নগর প্রদক্ষিণ করান হয়। স্থহস্তিন্ ও মহাগিরি উভয়েই তৎকালে অন্যান্য নাগরিকগণের সহিত-সম্মিলিত হইয়া সেই পবিত্র রথের অনুগমন করিয়াছিলেন। আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিকুশল কবির সমগ্র বর্ণনার মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিলাম। 'সম্প্রতি' নামক কোনও রাজা উজ্জয়িনী নগরে গমন করিলে পর মহাগিরি ও স্থহস্তিন্ জীবন্ত স্বামীর রথযাত্রা দর্শনের

(১৫) "দেবরথ, পুষ্যরথ, সাংগ্রামিক, পারিযানিক, পরপুরাভিযানিক, বৈনয়িকাংশ্চ রথান্" (অর্থশাস্ত্র, শ্রীযুক্ত শ্যাম শাস্ত্রীর সংস্করণ, পৃঃ ১৩৯)। দেবরথ, দেববিগ্রহ প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হইত। পুষ্যরথ রাজ-অভিষেক প্রভৃতি উৎসবাদিতে ব্যবহৃত হইত। শ্রীযুক্ত শ্যাম শাস্ত্রী এই অংশের নিম্ন-লিখিত রূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন,—"He (the Superintendent of Chariots) shall also construct Chariots of Gods (devaratha), festal Chariots (pushya ratha), battle Chariots (Sangramika) Travelling Chariots (pariyanika), Chariots used in assailing an enemy's strong-holds (parapurabhiyanika) and Training Chariots. Artha Sastra, p. 175 Ed. 1915.

(১৬) পরিশিষ্টপর্ব্বন্ Ed. by Dr. Hermann Jacobi. (Bothiotheca India Series) p. 68, p. 278, pp. 282-284.

জন্য অবন্তী নগর হইতে আগমন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের সুবৃহৎ 'গচ্ছ' (religious fraternities) লইয়া নগরের বিভিন্ন অংশে অবস্থান করিয়াছিলেন।

"ময়ূরের নিকট মেঘের ন্যায়, ধর্ম্মপ্রাণ নাগরিকগণের হৃদয়ে আনন্দপ্রদ সেই রথ অবশেষে চলিতে আরম্ভ করিল। মহাগিরি ও সুহস্তিন্, এই দুই জন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং সমগ্র সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া সেই রথ নির্ব্বিঘ্নে নগরমধ্যে নীত হইয়াছিল। রথখানি রাজবাটীর তোরণদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে রাজা গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া সুহস্তিন্‌কে দূর হইতে লক্ষ্য করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রাজার মনে হয় যে, তিনি যেন ইঁহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছেন; কিন্তু আর কোন কথা তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্মরণ হয় নাই। রাজা সকল কথা স্মরণ করিতে চেষ্টিত থাকা-কালীন মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়েন এবং তাঁহার অনুচরবর্গ 'হায় কি হইল' বলিয়া দৌড়িয়া আসে।

ইহার পর রাজা 'সম্প্রতি' সুহস্তিন্ মহোদয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'চৈত্য' পর্ব্বোপলক্ষে শোভাযাত্রা বাহির হইবার সময় সুহস্তিন্, সঙ্ঘ সহিত আগমন করিয়া অনুক্ষণ মণ্ডপের শোভা বর্দ্ধন করিতেন এবং রাজা 'সম্প্রতি' শিষ্যোচিত ভক্তির সহিত গুরুদেবের সম্মুখে স্থাণুর ন্যায় জোড়-করে উপবিষ্ট থাকিতেন।

যাত্রা-পর্ব্বের শেষভাগে সমগ্র সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া রথযাত্রা আরম্ভ করা হয়, যেহেতু রথযাত্রা ব্যতীত, পর্ব্বাদি সংক্রান্ত কোন শোভা-যাত্রাই সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় না। রথশালা হইতে সূর্য্যের রথের ন্যায় সুবর্ণ ও মণিরত্নাদি-খচিত এই রথখানি আনীত হইলে উহার প্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত হয়।

তাহার পর শ্রাবকগণ রথে উপবিষ্ট অর্হতের মূর্ত্তি বিধিমতে স্নান করাইয়া পূজাদি আরম্ভ করেন। স্নান শেষ হইলে কয়েক জন ব্যক্তি স্ব স্ব মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করিয়া বিগ্রহের দেহ গন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্ত করে।

মালতী ও পদ্ম পুষ্পের মাল্যদামে অর্হতের মূর্ত্তি আবৃত করা হয়। প্রজ্বলিত ধূপশলাকা হইতে উত্থিত ধূমপুঞ্জে আবৃত হওয়ায় মূর্ত্তিটিকে দেখিয়া মনে হইতে থাকে, যেন উহা নীল বস্ত্রে শোভিত হইয়াছে। ভক্তগণ সম্মুখে প্রদীপ আন্দোলিত করিয়া এই 'জীন' দেবের আরাত্রিক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন।

ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণ অশ্বের ন্যায় রথের সম্মুখভাগে অবস্থিত থাকিয়া এবং বারংবার নমস্কার করিয়া এই পরমপূজ্য অর্হতের রথ স্বেচ্ছায় টানিয়া লইয়া যান। নগরবাসিনী রমণীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া এই সুন্দর, দর্শনযোগ্য রথের সম্মুখভাগে চারি প্রকার বিভিন্ন করতালের বাদ্যের সহিত নৃত্য আরম্ভ করেন। ভক্তিমতী রমণীগণ চতুর্দ্দিকে উচ্চকণ্ঠে মাঙ্গল্য গীতাদি গান করিতে থাকেন এবং নগরের বিভিন্ন মন্দির ও বাজারে রথখানি নানারূপ পূজা প্রাপ্ত হয়। রথের সম্মুখভাগ কুঙ্কুমজলে রঞ্জিত হইয়াছিল। অবশেষে রথখানি 'সম্প্রতি' রাজার প্রাসাদের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা যখন পূজা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহার দেহের রোমরাজি পনস ফলের ন্যায় কণ্টকিত হইয়াছিল। রাজা রথস্থিত মূর্ত্তির অষ্ট প্রকারে পূজা সমাধা করিলেন এবং সামন্তরাজগণকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন যে, যদি তাহারা তাঁহাকে অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে শ্রমণ বা তীর্থঙ্করগণের পূজায় যেন অবহিত হয়েন। তিনি আর

তাঁহাদিগের নিকট হইতে নিজ প্রাপ্য কর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন বরং তাঁহারা এ সম্বন্ধে তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইলেই তিনি আপনাকে অনুগৃহীত বলিয়া বিবেচনা করিবেন। এই সকল কথা শ্রবণান্তর সামন্তরাজগণ স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তীর্থঙ্কর-দিগের পূজা আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদিগের চেষ্টায় চৈত্য পূজা, শোভাযাত্রাদি অনুষ্ঠান এবং যথানিয়মে রথযাত্রা ও রথের সম্মুখভাগে পুষ্প-বর্ষণাদি প্রথা সীমান্ত প্রদেশাদিতেও প্রবর্ত্তিত হইল।"

জৈন রথযাত্রার অনুষ্ঠানাদির সহিত হিন্দু রথযাত্রারও যে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে তাহা কবি হেমচন্দ্রের বিশদ বর্ণনা হইতেই বুঝা যায়। এই রথযাত্রা-প্রথা যে প্রাচীন কালে ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমভাবেই স্ব স্ব ধর্ম্ম-বিষয়ক অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। রথের সম্মুখে গীত-বাদ্যাদির আয়োজন ও ভক্তজন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া দেবতার রথ বিভিন্ন স্থানে নীত হওয়ার প্রথা শুধু জগন্নাথক্ষেত্রের রথযাত্রারই বিশেষত্ব নহে।

বিগ্রহকে রথে অধিষ্ঠান করাইয়া সহর ঘুরাইবার ব্যবস্থা না থাকিলে কৌটিল্যের যুগে এরূপ 'দেবরথ' নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইত না। শোভাযাত্রায় রথাদির ব্যবহার খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতেও প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট্ অশোকের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষের, আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৬১ অব্দের ক্ষোদিত লিপিমালা হইতে অবগত হওয়া যায় (১৭) যে, 'রাজার সদ্ধর্ম্ম-সঙ্গত আচরণ হেতু চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ-ঢক্কার, অথবা প্রকৃতভাবে বর্ণনা করিতে গেলে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম্মনিয়মের বা ধর্ম্মাচরণের

(১৭) V. Smith's Asoka, p. 154.

প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে লোকে 'বিমান' (রথ) ও হস্তী প্রভৃতির শোভাযাত্রা এবং 'অগ্নিস্কন্ধ' (আতসবাজী) ও স্বর্গীয় দৃশ্য (দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি) (১৮) দর্শন করিতেছে'। ("বিমান-দসণা চ হস্তিদসণা চ, অগ্নিখংধানি (অগ্নিস্কন্ধানি) চ অঞানি (অন্যানি) চ দিব্যানি রূপাণি দর্শয়িত্‌পা (দর্শয়িত্বা) জনং") (১৯)। এই সকল বিমান প্রভৃতি লইয়া শোভাযাত্রার প্রথা যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল, এ অনুমান অস্বাভাবিক

(১৮) শ্রীযুক্ত এস্, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় 'দিব্যাণি রূপাণি' 'holy sights (forms of Gods) as opposed to the terrible sights of fighting men and war' এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।—J. R. A. S. 1915 July. p. 524.

(১৯) Ep. Ind. II, 45. এই অংশটি গির্ণারস্থ চতুর্থ শিলালিপি হইতে উদ্ধৃত। গির্ণার কাথিয়াবাড় রাজ্যের অন্তর্গত। গির্ণার ব্যতীত দেরাদূন মহকুমায় অবস্থিত কলসি লিপিতে এবং পেশোয়ারের অন্তর্গত সাহবাজগড়ী লিপিতেও এই সকল কথার উল্লেখ আছে, তবে প্রাচীন পুঁথির পাঠান্তরের ন্যায় প্রাচীন লিপিতেও পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলসি লিপিতে 'অগ্নিকংধানি' ও 'লুপানি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সাহবাজগড়ী লিপিতে 'জ্যোতি কংধনি' ও 'রূপনি' এবং 'দর্শয়িত্‌পা'র পরিবর্ত্তে 'দ্রশয়িতু' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামাবতার শর্ম্মা প্রণীত 'প্রিয়দর্শি প্রশস্তয়ঃ'—৫ : ৪, পাঠভেদাঃ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় শোভাযাত্রায় বিমান প্রদর্শিত হইত, এইরূপ অর্থগ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন (Indian Antiquary 1913 pp. 25-27) কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনার (Senart) প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মতই সাধারণ্যে গৃহীত হইয়াছে। সেনারের গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বোক্ত অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ অংশের এইরূপ অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে :—"Mais aujourdhui le roi Piyadasi, cher aux Devas, fidele a la pratique de la religion, a fait resonner, la voix des tambours (de telle sorte qu'elle est) comme la voix (meme) de la religion, montrant an peuple des procession de chasses, d'elephants, de torches et autres spectacles celestes." গির্ণার লিপির পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের বঙ্গানুবাদের সহিত ইহার অর্থের পার্থক্য নাই।

বলিয়া মনে হয় না। পুরাণ গ্রন্থাদিতে "পুস্তকপ্রতিষ্ঠা" বিষয়ক অনুষ্ঠানেও হস্তলিখিত পুঁথি রথে করিয়া সহর ঘুরাইবার ব্যবস্থা ছিল দেখা যায় (২০)। দাক্ষিণাত্যেও দেখিতে পাই দেবতার 'ভোগমূর্ত্তি' জল-বিহার উপলক্ষে রথে আরোহণ করাইয়া 'টেপ্পকুলম্' (২১) সরোবরে নীত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কথা না হয় ছাড়িয়া দিই, জাপান দেশেও জগন্নাথের রথের মত তিনখানি রথে করিয়া বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও অপর দুইটি বিগ্রহ লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে (২২)। আবার দক্ষিণ ইউরোপের সিসিলি দ্বীপে যিশুখৃষ্টের জননী মরিয়ম্ দেবীর গৌরবার্থ Feast of Assumption নামক পর্ব্ব উপলক্ষে বৃহদায়তন মহিষ-বাহিত রথ রাজপথে চালিত হওয়ার কথা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। সূর্য্য এবং গ্রহ উপগ্রহাদির প্রতিকৃতি-সংযুক্ত এই চূড়াসমন্বিত বিচিত্র রথখানি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান-বিষয়ক শোভা-যাত্রারই প্রধান অঙ্গস্বরূপ ব্যবহৃত হইত, এ কথা শ্রীমতী কারাচিওলো (Madame Caraciolo) তাঁহার জীবন-স্মৃতি (Memoirs) গ্রন্থে অসঙ্কোচে উল্লেখ করিয়াছেন (২৩)।

সে যাহা হউক, ভারতীয় রথযাত্রা সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে, আর্য্যদিগের মধ্যে উহা বহু কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার মহারাজ প্রিয়দর্শীর চতুর্থ অনুশাসন প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ-কালে যুদ্ধের বিবিধ উপকরণাদি, শান্তিকালে উৎসবের উপকরণরূপে ব্যবহার হওয়ার

(২০) অগ্নিপুরাণ, ৬০ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক।
(২১) নরেন্দ্র সরোবর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
(২২) Hunter's Indian Empire, 1893.
(২৩) Memoirs of Madame Henrietta Caraciolo p. 21 ff. quoted in Antiquities of Orissa, Vol II p. 135.

উল্লেখ করিয়াছেন (২৪)। এখন রাজকীয় উৎসবাদি উপলক্ষে সাদী ও পদাতিক সৈনিকগণের শোভাযাত্রা হইয়া থাকে। এমন কি, আধুনিক সামরিক রথ—armoured motor car, tank প্রভৃতিও প্রদর্শিত হয়। সামরিক অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ 'রথ' যে এইরূপে উৎসব-সংক্রান্ত শোভাযাত্রায় স্থান পাইয়া পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল, এ কথা অবশ্য নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। মহারাজ অশোক যে পূর্ব্বপ্রচলিত জনপ্রিয় ব্যাপারগুলি, নিজ ধর্ম্ম ও নৈতিক মতাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ রাজনৈতিকের ন্যায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ ধারণা কিন্তু নিতান্ত কাল্পনিক নহে। রথযাত্রা এখনও সাধারণের উৎসব। দক্ষিণদেশে রথযাত্রা উপলক্ষে চাকায় নারিকেল ভাঙ্গা বা পক্ষী হত্যা এবং উৎকলের রথে অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া অশ্লীল গীতাদি (২৫) 'ইতরে জনাঃ'র সম্পর্ক বিশেষভাবে সূচিত করিতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই যে প্রাচীন আর্য্য-সমাজের সুপরিচিত রীতি-পদ্ধতি আপন আপন ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানে অনুকরণ করিতেন এবং পরবর্ত্তী সম্প্রদায় পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি ও গৌরব হ্রাসের চেষ্টায় প্রণোদিত হইয়া দেশের সাধারণ লোকদিগকে নিজ পক্ষাবলম্বী করিতে যত্নবান্ হইতেন, এ অনুমান অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম, এমন কি, দেশীয় খৃষ্টানগণও (২৬) হিন্দু সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াও যে হিন্দুর

(২৪) J. R. A. S 1915, July p. 514.

(২৫) Brij Kishore Ghose's The History of Pooree, p. 41.

(২৬) নদীয়া কৃষ্ণনগরে রোমাণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টিয়ানগণকে 'সঙ্কীর্ত্তনের দল' বাহির করিতে দেখিয়াছি।

সংকীর্ত্তন প্রথা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, ইহা কি এই মূল তথ্যের উদাহরণস্বরূপ নহে? খোল, করতাল, পতাকা প্রভৃতি সহযোগে রাজপথে সমস্বরে ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীতাদি গীত হইলে উহাতে লোকানুরাগ যে কিরূপ বর্দ্ধিত হয়, তাহা জানিয়াই সুশিক্ষিত সংস্কারকগণ ইহা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ বৌদ্ধপ্রথার অনুকরণও হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব নহে। পাশা-পাশি থাকিতে গেলেই এ প্রকার আদান প্রদান প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এ ঋণ প্রমাণিত হইলে হিন্দু ধর্ম্মের মর্য্যাদা যে কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে, বুদ্ধদেবের অবতারবাদ পর্য্যন্ত মানিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ এখন আর বোধ হয়, সে কথা বলিতে সাহসী হইবেন না। রথযাত্রা বিষয়ে যে মতবাদ অধিক সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সুধীবর্গের উপর বিচার-ভার ন্যস্ত করিয়া তাহাই নিরপেক্ষভাবে উল্লিখিত হইল।

নরেন্দ্র-সরোবর।

শ্রীমন্দিরের সহিত অপর যে দুইটি স্থান বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহার সবিশেষ উল্লেখ অল্প লেখকই করিয়া থাকেন। একটি নরেন্দ্র-সরোবর ও অপরটি গুণ্ডিচাবাড়ী। নরেন্দ্র সরোবর মন্দিরের উত্তর পূর্ব্বাংশে, প্রায় তিন পোয়া মাইল দূরে, পুরী রোডের উপর অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৮৭৩ ফিট এবং প্রস্থে ৭৪৩ ফিট। এই বিশাল জলাশয়ের চারি ধার পাকা করিয়া বাঁধান এবং সোপান-সমুদয় প্রস্তর-নির্ম্মিত। বর্ষাকলে মধুপুর নামক নদীর জলস্রোত 'খাল'-যোগে 'নরেন্দ্র তালাও'য়ে আসিয়া পতিত হওয়ায় পুষ্করিণীর জল কখনও পঙ্কিল হইতে পারে না। নরেন্দ্র-সরোবরের সহিত ভুবনেশ্বরের বিন্দু-সাগরের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে—ছায়াচিত্র দেখিয়া অনেক সময় একটিকে আর একটি বলিয়া ভ্রম হয়। প্রবাদমতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'লাকপোসি' নরেন্দ্র নামক কোন রাজকর্ম্মচারী এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। নরেন্দ্র মহাপাত্র নাকি কবি নরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন (১)। সরোবরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রস্তরময় বেষ্টনী ও প্রস্তর-রচিত সোপানাবলী মহারাষ্ট্রীয়দিগের গুরু ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় (২)। নরেন্দ্র তালাও'য়ের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে, তাহাতে কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরগুলি পুষ্করিণীর

---

(১) "It was constructed by Narendra Mahapatra—a minister of Kavi Narasinha" p. 486 List of Ancient Monuments in Bengal.

(২) Brij Kishore Ghose's History of Pooree, p. 67.

দক্ষিণী টেপ্পকুলম্। তিরুপ্পরণ কুণ্ড্রম্।

[দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের কর্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে।] [পৃঃ ১২১
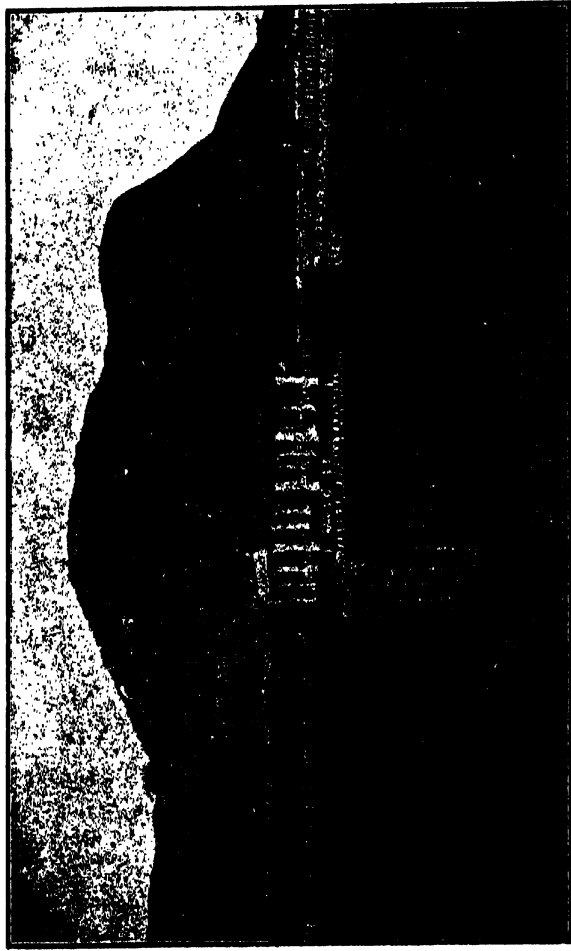
দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটি সেতুর দ্বারা তীরের সহিত সংযোজিত। বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় 'চন্দনযাত্রা'র সময় জগন্নাথের ভোগমূর্ত্তি নরেন্দ্র-সরোবরস্থ মন্দিরে আনীত হইয়া একুশ দিন রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথম দিন মূর্ত্তিটিকে নৌকায় চড়াইয়া বাঙ্গালা দেশের 'বাইচ' খেলার ন্যায় সরোবরবক্ষে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করান হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে দুইখানি 'চাপ' বা নৌকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একখানি নৌকায় পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে মদনমোহনকে উঠান হয়, এই নৌকায় নর্ত্তকীরা দেবমূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে। দ্বিতীয় নৌকা 'পঞ্চ মহাদেব' ও বাদ্যকরগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় পুরুষোত্তমে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব উল্লেখ করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, জগন্নাথের চন্দনযাত্রা মাদ্রাজী উৎসব (৩)। 'এখানে নৃত্যগীতের জন্য দেবদাসী—সেখানে "কাঞ্চনী"। সে দেশে যেমন ক্ষুদ্র ভোগমূর্ত্তিকে প্রতিনিধি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন হয়, এখানেও সেই ব্যবস্থা।' জগন্নাথের মদনমোহন, দোলগোবিন্দ প্রভৃতি প্রতিনিধি ত আছেনই, তাহা ছাড়া স্বর্ণনির্ম্মিত "শ্রী" ও রৌপ্যনির্ম্মিত "ভূ" দেবী সুভদ্রার প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। 'নলিন্দ্র' (নরেন্দ্র) সরোবরে যেরূপ "মৌজ" বা জলবিহার হইয়া থাকে, অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশেও সেইরূপ হইয়া থাকে। সেখানেও টেপ্পকুলম্ (tank of the raft) বা জলবিহারের পুষ্করিণীতে ভোগমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করা হয়—অভিযানের জন্য রথেরও ব্যবস্থা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত তীর্থস্থান মাদুরার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বে—ভগাই নদীর দক্ষিণে একটি সুন্দর টেপ্পকুলম্

---

(৩) ভারত-প্রদক্ষিণ, পৃঃ ১৫।

আছে। প্রবাদ, ইহা তিম্মল নায়ক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে গ্রানাইট প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর ও পারাপেট (parapet) বেষ্টনী। জলমধ্যে একটী চতুষ্কোণ দ্বীপ, তাহার মধ্যস্থলে একটি সমুচ্চ মন্দির এবং চারি কোণে চারিটি সুদৃশ্য ক্ষুদ্র মন্দির। জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে 'জলবিহার' অনুষ্ঠান উপলক্ষে দীপমধ্যস্থ মন্দির ও প্যারাপেট প্রভৃতি আলোকমালায় ভূষিত হইয়া থাকে। মাদুরার বিখ্যাত মন্দির হইতে আনীত ভোগমূর্ত্তিগুলি টেপ্পম্ বা ভেলার উপর চড়াইয়া পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে ঘুরান হইয়া থাকে।

নরেন্দ্র-সরোবরে সপারিষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তগণের সহিত জল-ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের জলে সর্ব্বপারিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে॥ (৪)

চৈতন্যচরিতামৃতেও দেখিতে পাই,—

"এই মত কতক্ষণ করি সব লীলা।
নরেন্দ্র-সরোবর গেলা করিতে জলখেলা॥" (৫)

এই জলকেলীর বিস্তারিত বিবরণ চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে—সে বর্ণনা বড়ই মনোমদ।

"গৌড়দেশে জলকেলী আছে 'কয়া' নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলা প্রথমে॥
'কয়া' 'কয়া' বলি করতালি দেন জলে।
জলবাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে॥

(৪) চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১৫০।
(৫) চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যম খণ্ড, পৃঃ ২০০

মাদুরার টেপ্পকুলম্।
[শ্রীযুক্ত এ, ডি, জি শেলীর আলোক চিত্র হইতে—
দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে।]

[পৃঃ ১২২

*　　*　　*　　*
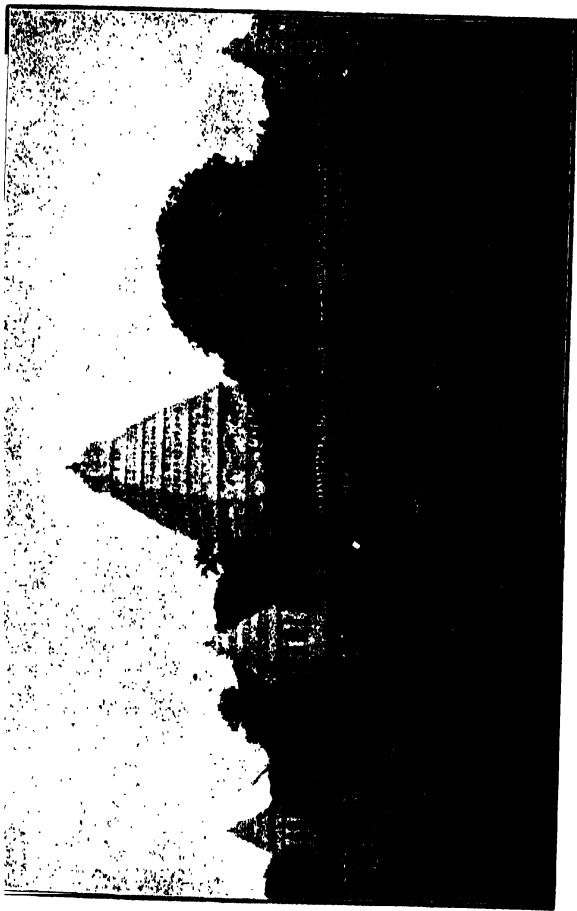
নির্ভয়ে গৌরাঙ্গ-দেহে সবে দেন জল॥ (৬)

চৈতন্যদেব ও তাঁহার সঙ্গী বৈষ্ণবগণ ব্রজবালকদিগের ন্যায় যে উদ্দামভাবে জল-খেলায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বৃন্দাবনদাস সুন্দররূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন যে, পুরীবাসিগণ যে চন্দনযাত্রা উপলক্ষে 'নরেন্দ্র'-বক্ষে সন্তরণ করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় এই সময় হইতেই প্রচলিত হইয়া থাকিবে (৭)। এ অনুমান কত দূর সমীচীন, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যম খণ্ডে দেখিতে পাই যে, শ্রীচৈতন্য ভক্তসঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরেও এইরূপ জলখেলা করিয়াছিলেন।

"আপনি সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণে সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া॥
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডল।
জলমণ্ডল বাদ্য সনে বাজায় করতাল॥

*　　*　　*　　*

দুই দুই জনে ঘোর করে জলরণ।
কেহ হারে কেহ জিনে প্রভু করেন দর্শন॥"

এই উপলক্ষে চৈতন্যদেব জলের উপর "শেষশায়ী লীলা" প্রকটন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, সুতরাং শেষোক্ত ক্রীড়াই ভক্তদিগের নিকট অধিক স্মরণীয় বলিয়া মনে হইবার কথা।

নরেন্দ্র-সরোবরে কুম্ভীর ও বৃহৎ মৎস্যাদির অভাব নাই।

---

(৬) চৈতন্যভাগবত, (৺শিশিরকুমার ঘোষের সংস্করণ) পৃঃ ৩৭৪।

(৭) নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ, পৃঃ ১৭৯।

ভূতানন্দ স্বামী নামক একজন সন্ন্যাসী এই সরোবরেই কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন (৮)। স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, 'মৌজে'র সময় অনেকে ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া জলে সন্তরণ করিয়া থাকে। সে সময় দুই একজন কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় (৯)। তবে, ইদানীং চন্দনযাত্রার জলক্রীড়ার সময় যে কুম্ভীরের উৎপাত দেখা যায় না, সরোবর-মধ্যে বহু লোকের একত্র সমাগমই তাহার প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয়। চন্দনযাত্রা পর্ব্বের বিংশতি দিবস 'ভাঁউড়ি' নামে অভিহিত হয়। সে সময়ে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক নরেন্দ্র 'তালাওয়ে' সমবেত হইয়া থাকে। পর্ব্বের শেষ দিনে দেব বিগ্রহের জন্য ব্যবহৃত নৌকা দুখানিতে 'হলুদ জল' ছিটান হইয়া থাকে।

নরেন্দ্র সরোবরে পাশ লইয়া সাধারণে ছিপে মাছ ধরিতে পারে কিন্তু তিন দিন ব্যতীত জাল ফেলিতে দেওয়া হয় না। মহাপূজার সময় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথি উপলক্ষে—জালিকেরা 'নলিন্দ্র তালাও' হইতে মাছ ধরিয়া শ্রীমন্দিরে লইয়া যায়। মৎস্য বিমলা দেবীর ভোগে নিবেদিত হইয়া থাকে। আমিষাশী শাক্তদিগের সহিত পুষ্করিণীর ইহাই যা-কিছু সম্বন্ধ।

(৮) শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র কৃত 'পুরীতীর্থ' পৃঃ ৮২।

(৯) The History of Pooree p. 35.

চিত্র ৩১
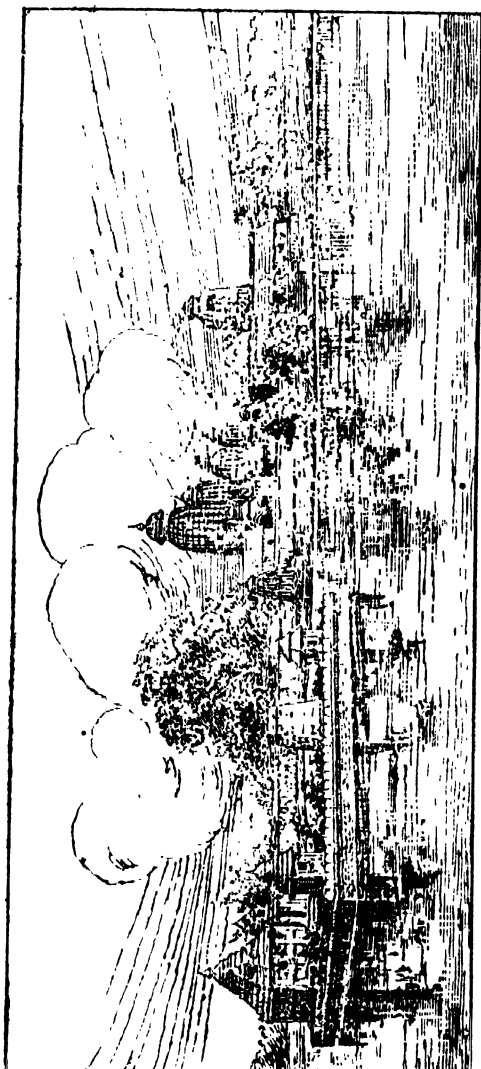
নরেন্দ্র সরোবর। [পৃঃ ১২৪

গুণ্ডিচা-গৃহ।

উল্টারথ শেষ হইতেই গুণ্ডিচা-বাড়ীর সমারোহ শেষ হইয়া যায়। তৎপরে সারা বৎসর উহা একরূপ পরিত্যক্ত ভাবেই পড়িয়া থাকে।

নরেন্দ্র-সরোবরে জগন্নাথের শুধু ভোগ-মূর্ত্তিই নীত হইয়া থাকে; কিন্তু গুণ্ডিচা-গৃহের সহিত দারু-ব্রহ্মের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। রথযাত্রা উপলক্ষে দারুময় প্রধান মূর্ত্তিত্রয় নয় দিবসের জন্য (১) শ্রীমন্দির হইতে বড় দাণ্ডের শেষ প্রান্তস্থিত গুণ্ডিচা-মণ্ডপে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। গুণ্ডিচালয় ইন্দ্রদ্যুম্ন-অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞের মহাবেদী বলিয়া প্রকীর্ত্তিত (২)। বৈষ্ণবগ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ দেখা যায়—"গুণ্ডিচা-মণ্ডপ অশ্বমেধী যজ্ঞস্থান" (৩)। হিন্দুশাস্ত্রমতে ভগবানের এ স্থানে গমন-কালে "জয় কৃষ্ণ" শব্দ উচ্চারণ করিলে

---

(১) "দিনানি সপ্ত যাবাত্র কৃষ্ণে বসতি মণ্ডপে"—উৎকলখণ্ড, ৩৪, ৩২। পূর্ব্বে মূর্ত্তিত্রয় সপ্ত দিবসমাত্র গুণ্ডিচা-মণ্ডপে রক্ষিত হইত, এখন তথায় নয় দিবস অবস্থানের পর সেগুলিকে দশমী তিথিতে 'পুনর্যাত্রা' উপলক্ষে ফিরাইয়া আনা হয়। বেদীর উপর দারুময় ত্রিমূর্ত্তি কিন্তু এখনও মাত্র সাত দিন রক্ষিত হইয়া থাকে।—"মানসী ও মর্ম্মবাণী" শ্রাবণ, ১৩২৫, পৃঃ ৬৬৫।

৺ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, দশমীর দিন মূর্ত্তিত্রয়কে বেদী হইতে নামান হয় এবং 'দখিন মুহা' উল্টা রথে আরোহণ করাইয়া শ্রীমন্দিরে ফিরাইয়া আনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিগ্রহ তিনটিকে জগমোহনের স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়। 'নাকচুণা' নামক দ্বার দিয়া উল্টা রথ টানিয়া বাহির করিবার অধিকার সাতপাড়া নামক গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের 'একচেটিয়া' সুতরাং দেববিগ্রহের 'বন্ধনদশা'র অবসান অনেকটা তাহাদিগের উপরই নির্ভর করে। The Hfstory of Pooree, p. 41.

(২) উৎকলখণ্ড, ২৯, ১৪।

(৩) জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১০৯।

আর মাতৃগর্ভবাসজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না (৪) এবং নিকটস্থ বিন্দুতীর্থে (ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে) স্নান করিয়া ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করিলে মানব ভগবানের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় (৫)। গুণ্ডিচায় গমন-কালে দেবদেব জগন্নাথের সম্মুখে যাহা কিছু সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অক্ষয় পুণ্য প্রদান করে বলিয়া বর্ণিত আছে। এতদুপলক্ষে কপিলসংহিতা গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে হর্ষযুক্ত হইয়া যে, ব্যক্তি দেব দর্শন করে, সে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া অমরধামে গমন করে ('যান্তি তে ভবনং মম')।

লৌকিক প্রবাদমতে গুণ্ডিচাদেবী ইন্দ্রদ্যুম্নের রাণী ছিলেন। উৎকলখণ্ডে গুণ্ডিচাখ্য উৎসব ও গুণ্ডিচা-মণ্ডপের উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু গুণ্ডিচা-নাম্নী রাজমহিষী-সংক্রান্ত কোনও বৃত্তান্তের উল্লেখ নাই (৬)।' ইন্দ্রদ্যুম্নের মহিষীর নাম দেখিতে পাই মালাবতী (৭)।

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন হরির নিকট এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, 'হে দেবেশ! মদীয় সরোবর-তীরে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত ভবদীয় যাত্রা হউক, ঐ যাত্রা ভুক্তি-মুক্তিফল প্রদানপূর্ব্বক 'গুণ্ডিচা' নামে বিখ্যাত হউক' (৮)। পুরুষোত্তম দেব তৎশ্রবণে তাঁহাকে সেইরূপ বর প্রদান করিয়া

(৪) উ, খ, ৩৩, ৭১।

(৫) উ, খ, ৩৪, ৬।

(৬) উ, খ, ২২অ, ৩৪, ৩১অ, ৭১, ১১১, ৩৩অ, ৭১, ৮৭, ৬৩অ, ৬, ৩২।

(৭) চৈতন্যমঙ্গল, সা, প, সংস্করণ পৃঃ ১২০।

(৮) "গুণ্ডিচা নাম দেবেশ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
তস্মৈ কিল বরঙ্কাসৌ দদৌ স পুরুষোত্তমঃ॥"
ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬৬ অধ্যায়, ৭ শ্লোক, পৃঃ ৩০৩।

বঙ্গবাসী সংস্করণ ব্রহ্মপুরাণে 'গুণ্ডিবা' এই পাঠ গৃহীত হইয়াছে। আমরা উৎকলখণ্ডের 'গুণ্ডিচা' পাঠই অবলম্বন করিলাম।

বলিয়াছিলেন, 'রাজন্! তোমার সরোবর-তীরে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত আমার 'গুণ্ডিচা' নাম্নী সর্ব্বকামফলদায়িনী যাত্রা হইবে (৮ শ্লোক)।' মণ্ডপস্থ কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন এবং পূজা, প্রণিপাতাদি করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং স্ত্রী, শূদ্র-নির্ব্বিশেষে মানবগণ যে সকল ফল লাভ করেন, তাহা পুরাণ-কার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু 'গুণ্ডিচা' বা 'গুণ্ডিবা' নামের উৎপত্তি যে কি প্রকারে হইল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ নাই। গুণ্ডিচা দেবী যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পত্নী, এমন কথাও এ অধ্যায়ে দেখিতে পাই না। গুণ্ডিচা-গৃহের তত্ত্বাবধায়ক পাণ্ডা মহাশয়েরা আমাদিগকে গুণ্ডিচা দেবীর কোনও মূর্ত্তি দেখান নাই, কিন্তু সুকবি শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, একটি স্ত্রীমূর্ত্তিকে তাঁহারা 'মাসী' বা গুণ্ডিচা দেবী বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের 'একাদশী' ঠাকুরাণীর ন্যায় এ নামটিও তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত কি না, বলিতে পারি না।

'গুণ্ডিচা' শব্দ যে গুঁড়ি অথবা বৃক্ষকাণ্ড-বাচক হওয়াই সম্ভব, এ কথা ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বহু পূর্ব্বেই নিজ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। উড়িয়া ভাষায় কাঠবিড়ালীর নাম "গুণ্ডিচা মুষা" অর্থাৎ গুঁড়ির ইঁদুর বা কাঠের ইঁদুর। দাক্ষিণাত্যে এক প্রকার লকড়িপরব (stick festival) "গুণ্ডিচা প্রতিপদ্" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উৎকলখণ্ড-মতে মাঘের শুক্লা পঞ্চমী, চৈত্রমাসীয় শুক্লাষ্টমী কিংবা পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া, গুণ্ডিচা মহোৎসবের সুপ্রশস্ত কাল (৯)। পুরুষোত্তমের ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানাদি যে একেবারে দাক্ষিণাত্যের সাদৃশ্যবর্জ্জিত, এ কথা

---

(৯) উ, খ, ২৯, ৩১-৩২।

জোর করিয়া বলা চলে না এবং দেশভেদে ও তিথিভেদে অনুষ্ঠানের পার্থক্য ঘটাও অসম্ভব নহে।

সরকারী গেজেটিয়ার গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ওম্যালি মহাশয় (Mr. L. S. S. O'Malley) 'গুণ্ডিচা' শব্দ প্রথমে কাষ্ঠনির্ম্মিত মণ্ডপার্থে ব্যবহৃত হইত, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। উৎকলখণ্ড গ্রন্থ যে সময়ে রচিত হয়, তখন যে গুণ্ডিচায় দারুনির্ম্মিত 'মণ্ডপে'র পরিবর্ত্তে সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"রত্নস্তম্ভময়ে স্বর্ণবেদিকোপস্কৃতান্তরে।
প্রাচীরবলয়াবীতে সুধালেপ-সমুজ্জ্বলে॥
সাধু-সোপানঘটিতে চতুর্দ্বারোপশোভিতে।"

—(উ, খ, ৩৪, ১১২)

*   *   *   *   *

'উহার (গুণ্ডিচামণ্ডপের) স্তম্ভ-সকল বিবিধ রত্নদ্বারা, খচিত অভ্যন্তর স্বর্ণবেদিকায় সুশোভিত ও চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উহার সর্ব্বস্থানে সুধালেপনে সমুজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক। ঐ মণ্ডপ সুন্দর সোপানমালায় বিরাজিত ও সুপ্রশস্ত দ্বারচতুষ্টয়ে বিভূষিত হইবে।' গ্রন্থকার স্বয়ং তৎকালে স্তম্ভ-প্রাচীর-সমন্বিত, দ্বারাদি-বিশিষ্ট যে "গুণ্ডিচা"-মন্দির দেখিয়াছিলেন, তাহারই ছায়া যে এ বর্ণনায় আরোপিত হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ স্বভাবতঃই উপস্থিত হয়। উড়িয়ারা গুণ্ডিচা-গৃহকে জগন্নাথের মাসীর বাড়ী বলিয়া থাকে। (১০) ইন্দ্রদ্যুম্ন

(১০) মতান্তরে দেবী "অর্দ্ধাশনী" জগন্নাথের মাসী বলিয়া পরিচিতা। কথিত আছে, "গুণ্ডিচা" মন্দির ও "অর্দ্ধাশনী" দেবীর মন্দিরের মধ্যে ইদানীং বিলুপ্ত একটি স্রোতস্বিনী মাত্র ব্যবধান ছিল। বৌদ্ধপ্রভাববাদিগণ অর্দ্ধাশনীকে গৌতমী বা মহাপ্রজাবতী দেবী বলিয়া অনুমান করেন। বুদ্ধদেব

চিত্র ৩৬

পত্নীরূপে প্রভু জগন্নাথের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন (১১)। সে হিসাবে গুণ্ডাবাটী জগন্নাথের শ্বশুরালয়ও বলা যাইতে পারে। জগন্নাথ সত্যবতীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে "প্রতিবৎসর অন্তরে" বিবাহ করিবেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নকে বর দিয়াছিলেন—

"গুণ্ডিচা মণ্ডপ তোমার সরোবর-জলে
প্রতিবৎসর জাব রথযাত্রার ছলে।" (১২)

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যমখণ্ডে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একদা রথযাত্রার পূর্ব্বে, কাশী-মিশ্র, তুলসী পরিছা ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ডাকাইয়া আনিয়া 'গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনা-সেবা' 'মাগিয়া' লইয়াছিলেন। দেবতার মন্দির বা তৎসংলগ্ন স্থানাদির প্রতি এই যে ভক্তি, তাহা হিন্দুর চক্ষে বড়ই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। ইহা শুধু বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই বিশেষত্ব নহে। গোবিন্দ দাসের করচায় লিখিত আছে যে বিষ্ণু কাঞ্চীধামে ভবভূতি নামে শেঠীর পত্নী নিত্য লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রক্ষালন করিতেন (১৩)। যে অপ্পর স্বামীর স্তোত্র দাক্ষিণাত্যের শৈবমন্দিরে অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে, তিনি বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক "খুরপীর" ন্যায় একপ্রকার তৃণোৎপাটন-যন্ত্র হস্তে করিয়া মন্দিরে মন্দিরে প্রাঙ্গণ প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া বেড়াইতেন (১৪)।

মাতৃবিয়োগের পর নাকি মাতৃস্বসার নিকটেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত 'পুরীতীর্থ' পৃঃ ৭১-৭২।

(১১) চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১২০।
(১২) চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১১২।
(১৩) করচা, পৃঃ ৭৯।
(১৪) Havell's Ideals of Indian Art, p. 114.

সিংহলের কলম্বো যাদুঘরে রক্ষিত অপ্পর স্বামীর ধাতবমূর্ত্তির যে চিত্রটি শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় নিজ গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার হস্তে 'খুর্‌পী' রহিয়াছে দেখা যায়।

চৈতন্যদেব স্বহস্তে গুণ্ডিচাগৃহ সংমার্জ্জন করিয়া নিজবস্ত্রে সিংহাসন পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

নিজবস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজবস্ত্রে মার্জ্জি সিংহাসন॥

* * *

"একলে প্রেমাবেশে করে শত জনে কাম॥
শতহাতে করেন যেন ক্ষালন মার্জ্জন।
প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ॥"

(চৈ, চ, মধ্যলীলা)

ভক্তগণ শত ঘট ও শত সম্মার্জ্জনী লইয়া—

"ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন॥
তৃণ ধূলি ঝিঁকুড়ি সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া॥

(চৈ, চ, মধ্যলীলা)

এইরূপে ভোগমন্দির, নাট্যশালা, পাকশালা, অন্তঃপুর প্রভৃতি সমস্তই প্রক্ষালিত হইল—'উর্দ্ধ অধো ভিত্তি' কিছুই বাকি রহিল না। শ্রীচৈতন্য অনুচরগণের উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য আপনার হাতে তৃণ, কাঁকর, কুটা প্রভৃতি কুড়াইতে লাগিলেন—বলিলেন,

"কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঁঞি পিঠা পানা লব॥"

চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা বলিয়াছেন—

"এই মত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন॥"

এইরূপে মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-মন্দির সংমার্জ্জনপূর্ব্বক নিজ সুস্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া ভগবানের উপবেশনযোগ্য করিয়াছিলেন।

"স্বচিত্তবচ্ছীতসমুজ্জ্বলঞ্চ, কৃষ্ণোপবেশোপয়িকং চকার॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে গুণ্ডিচামার্জ্জন বর্ণনা আরও মনোজ্ঞ, আরও সুললিত।

"পাণৌ কৃত্বা মধুরমৃদুলে শোধনীমূর্দ্ধমূর্দ্ধং
সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ময়মসৌ গুণ্ডিচামণ্ডপান্তঃ।
লূতাতন্তূন্ মলিন রজসঃ সারয়ন্নেব তৈস্তৈ-
র্ব্যাপ্তো গৌর শশধর ইব ব্যক্তলক্ষ্মা বভুব।"
"মধুর কোমল হস্ত-কমলে আপনে।
সম্মার্জ্জনী লইয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট-মনে॥
লূতা-তন্তু-রজ ঊর্দ্ধে যতেক আছিল।
মার্জ্জনীতে করি তাহা সব ঘুচাইল॥
লূতাতন্তু-রজ সব লাগিল শরীরে।
কলঙ্ক হইল ব্যক্ত যেন শশধরে॥"

মন্দির-সেবায় মহাপ্রভুর সঙ্গীবৈষ্ণবগণের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও উৎসাহের বিষয় উল্লেখ করিয়া কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন—

"কেচিদ্গৌরগিরা মনোজ্ঞতময়া সিঞ্চতি সিংহাসনং
ভিত্তিঃ কেন চৈকেঽপি তস্য করয়োর্বার্য্যর্পণং কুর্ব্বতে।"

"কেহ প্রভু-আজ্ঞায় সিঞ্চয়ে সিংহাসন।
কেহ ভিত্তি চতুর্দ্দিকে করে প্রক্ষালন॥"

শেষে সেই একই কথা—

"* * *

এবং গৃহ মার্জ্জি কৈল প্রসন্ন শীতল॥
আপন চরিত্র যেন আপন অন্তর।
ঐছে নিষ্কঙ্কর আর পরমশীতল॥

চৈতন্যদেব যে কিরূপ নিরভিমান ছিলেন তাহা গুণ্ডিচামার্জ্জন প্রসঙ্গোক্ত একটি ঘটনা হইতেই অবগত হওয়া যায়। কোনও সরল 'গৌড়িয়া' 'ঈশ্বর মন্দিরে' তাঁহার পাদধৌত জলপান করায় প্রভুর মনে দুঃখ ও রোষ উপস্থিত হয়, পরে স্বরূপ গোঁসাই 'গৌড়িয়া'কে 'ঢেকামারি' পুরীর বাহির করিয়া দিয়া বিনয় করিলে পর তিনি 'সন্তোষ' হইয়াছিলেন।

গুণ্ডিচা-সেবা সমাপ্ত হইলে গৌরহরি স্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত তথায় সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রসাদগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পরও গুণ্ডিচাপ্রাঙ্গণে অচ্যুতানন্দ, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করার উল্লেখ আছে (১৫)।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদে লিখিত আছে—

"সেই হৈতে সেবা গুণ্ডিচা-মন্দিরে।
অদ্যাপিহ গৌড়িয়া বৈষ্ণব সব করে॥"

আমরা রথের কিছু দিন পূর্ব্বেই গুণ্ডিচা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ অদ্যাপিও এ প্রথা অক্ষুণ্ণ

(১৫) চৈ, চ, মধ্য লীলা, পৃঃ ১৯৯।

(চিত্র ২৭)

গুণ্ডিচাগৃহের প্রবেশদ্বার। [পৃঃ ১৩৩

রাখিয়াছেন কি না, তাহা জনিতে পারি নাই। লোকোত্তর মহা-পুরুষগণ যে সকল অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িলেও সহজে ভক্তগণের স্মৃতিবহির্ভূত হয় না।

জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বার হইতে গুণ্ডিচাবাটী প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানেও শিখর, নাটমন্দির, জগমোহন, বেদী প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে, এমন কি, রন্ধনশালা প্রভৃতিও বাদ যায় নাই। মন্দিরের চারিদিকে খাঁজকাটা প্রাচীর। ইহার কিয়দংশ ২০ ফিট উচ্চ এবং ৫ ফিট ২ ইঞ্চি স্থূল। ভিতরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা ও গাছপালা আছে; বাহির হইতে দেখিলে অনেকটা বড় বাগান-বাড়ীর মতই বোধ হয়। প্রবেশদ্বারের উপরেই নবগ্রহ-প্রস্তর—উড়িয়া মন্দিরের ইহা বিশেষত্ব বলিয়া পরিচিত। ভুবনেশ্বর, কোণার্ক, পুরুষোত্তম সর্ব্বত্রই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।* আচার্য্য ব্লক অনুমান করিয়াছেন (১৬), যে কোনরূপ মন্দপ্রভাবজনিত অনিষ্ট যাহাতে না ঘটিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই দ্বারের উপর নবগ্রহ-প্রস্তর (architrave) সংস্থাপিত হইয়া থাকে। নবগৃহে প্রবেশকালে গ্রহশান্তি করার প্রথা যে এতদ্দেশে অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে, আচার্য্যপ্রবর তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরসমূহে নবগ্রহ-প্রস্তর দেখা যায় না বটে, কিন্তু তদ্দেশীয় শৈব মন্দিরাদিতে একটি বিভিন্ন মণ্ডপে নব-গ্রহমূর্ত্তিগুলি প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও মহাশয় বলিয়াছেন যে এই নয় মূর্ত্তির মধ্যে কোনটিকেই অন্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া সংস্থাপন করার নিয়ম নাই (১৭)। বোম্বাই প্রদেশে কোলাপুর রাজ্যেও নবগ্রহ

(১৬) Annual Report Arch. Survey, 1903-4 p. 47.
(১৭) Gopinath Rao's Elements of Hindn Iconography, Vol. I Pt. II p. 300.

মণ্ডপ দৃষ্ট হয় (১৮)। মাদুরা মন্দিরে শতস্তম্ভবিশিষ্ট মণ্ডপের সন্নিকটে যে ক্ষুদ্র নবগ্রহমণ্ডপ রহিয়াছে, তাহার মধ্যদেশে সূর্য্যদেব অবস্থিত এবং অপর আটটি গ্রহের মধ্যে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, সোম এবং রাহু ও কেতু তিনটি বিভিন্ন পংক্তিতে বিভিন্ন বিভাগে সাজান। কাহারও কাহারও মতে মন্দির-নির্ম্মাণকালে অন্তরীক্ষে গ্রহগুলির যেরূপ অবস্থান লক্ষিত হইয়াছিল, সেই অনুসারেই মণ্ডপমধ্যে তাহাদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলির অবস্থিতি দৃষ্টে গণনা করিয়া নাকি মন্দিরনির্ম্মাণকাল নিরূপণ করা চলে। উৎকলের নবগ্রহ-প্রস্তরগুলি এ মতবাদ সমর্থন করিবে বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, এগুলিতে সূর্য্য, সোম প্রভৃতির মূর্ত্তিসমূহ একই প্রথায় পর পর সাজান, কেবল ভুবনেশ্বরে একটি মন্দিরে দেখা গিয়াছে যে, নবগ্রহশিলায় কেতুর মূর্ত্তিটি একবারেই স্থান পায় নাই; সম্ভবতঃ স্থানাভাবে বা অপরিপক্ক ভাস্করের অনবধানতাতেই এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

আমাদিগকে দ্বারে দাঁড়াইয়া নবগ্রহের তক্ষণনৈপুণ্য অধিকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে হয় নাই। পাণ্ডারূপী দৌবারিক মহাশয় দর্শনী কবুল করাইয়া অনতিবিলম্বেই ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। আমরা মন্দিরগুলি ভাল করিয়াই দেখিয়াছিলাম, রত্নবেদী স্পর্শ করিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হই নাই।

মাদলাপঞ্জীর মতে গুণ্ডিচার বিমান ও জগমোহন শ্রীমন্দিরেরই সমসাময়িক। বিমানাংশ উচ্চে ৭৫ ফিট্ এবং বাহিরের পরিমাপ

(১৮) Progress Rep. Arch. Survey. W. Circle, 1918. p, 12.

দৈর্ঘ্যে ৫৫ ফিট্ ও প্রস্থে ৪৬ ফিট্। গুণ্ডিচা-গৃহের বহির্দ্দেশে কিছু পন্থের কাজ আছে। 'মহাবীর' অঞ্জনানন্দন প্রভৃতির আধুনিক চিত্রেরও অভাব নাই। ভিতরের লম্বা হলের (hall) যে অংশটি গির্জ্জাঘরের nave বা মধ্যভাগ সদৃশ, সেখানেও অনন্ত-শয্যা, সীতার বিবাহ ও পৌরাণিক যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির চিত্র রহিয়াছে। হলটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত; ইহার মধ্যাংশের সম্মুখেই রত্নবেদী। এ স্থানটি এরূপ অন্ধকার যে, বেদীর উপর কোন কারুকার্য্য আছে কি না কিছুই বুঝা গেল না। প্রস্তর-ক্ষোদিত যে সকল পুরাতন চিত্র মন্দির মধ্যে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার উপর সযত্নে চূণকাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝের এই সুবৃহৎ ঘরটি চওড়ায় ১৭ ফিট্ হইবে এবং পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠদ্বয়ের প্রশস্ততা ৮ ফিট্ ৭ ইঞ্চি করিয়া (১৯)।

গুণ্ডিচার ভোগমন্দিরের একটু বিশেষত্ব আছে; ইহা আয়ত (oblong) আকৃতিবিশিষ্ট, অন্য মন্দিরের ভোগমণ্ডপের ন্যায় সমচতুষ্কোণ নহে। শ্রীমন্দিরের রত্নবেদী ও গুণ্ডিচা-বেদী উভয়েই উচ্চতায় ৪ ফিট্ মাত্র; কিন্তু দৈর্ঘ্যে পার্থক্য আছে; রত্নবেদী লম্বে ১৬ ফিট্, গুণ্ডিচা-বেদী কিন্তু ১৯ ফিটের কম নহে; উভয় বেদীই ষ্টিয়াটাইট (steatite) কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। গুণ্ডিচা-বাড়ীতে বেদীটি কিরূপ সম্মানিত হয় জানি না, তবে শ্রীমন্দিরের বেদী পবিত্রতায় বিগ্রহত্রয়ের সমতুল্য জ্ঞানে অর্চ্চিত হইয়া থাকে।

গুণ্ডিচা-বাড়ী না কি জগন্নাথের বিলাস-গৃহ। কোথায় পড়িয়াছিলাম, "এতৎ ন গুণ্ডিচা-গৃহং" প্রভৃতি শ্লেষবাক্যে বিদগ্ধা-প্রণয়িনী

(১৯) Mittra's Antiquities of Orissa, Vol I. P. 138.

জগবন্ধুর কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং এখানে যে সম্ভোগ-চিত্র দেখা যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ গুলি পন্থের কাজ, তাহাও আবার পুরাতন নহে; শুনিতে পাই, প্রাচীনত্বে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসরের বেশী হইবে না। ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন (Les Monuments de L'Inde) নামক গ্রন্থপ্রণেতা ডাক্তার গুস্তাভ লে বঁ (Dr. Gustâve le Bon) গুণ্ডিচা-বাড়ীর কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মতেও এই মন্দিরটি জগন্নাথ-মন্দিরের সমসময়েই নির্ম্মিত। মসিয়ে বঁ বলিয়াছেন, "পবিত্রতার হিসাবে জগন্নাথের মন্দিরের পরেই গুণ্ডিচা-গৃহের স্থান; কিন্তু এখানে প্রস্তরে ক্ষোদিত বা গৃহপ্রাচীরে নানাবর্ণে রঞ্জিত যে সকল চিত্র চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, অশ্লীলতার কথা ছাড়িয়া দিলেও সেগুলি বাস্তবিকই অত্যন্ত কুৎসিত (particulierement hideuses); নিকটস্থ ভুবনেশ্বরের আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের সহিত তুলনা করিলে, এমন কি, পুরীর মন্দিরের কয়েকটি ক্ষোদিত দরজার সহিত মিলাইয়া দেখিলেও, এগুলি শিল্পকলার যে কি অত্যধিক অবনতি সূচিত করিতেছে, তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। একই জাতিকর্ত্তৃক যে এরূপ নিতান্ত বিভিন্ন রকমের কারুকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা সহজে স্বীকার করিতেও প্রবৃত্তি জন্মে না"। গুণ্ডিচা-বাড়ী সমুচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত বলিয়া গুণ্ডিচা-গড় নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। লে বঁ সাহেব নিজ পুস্তকে ভ্রমক্রমে 'গুণ্ডিচা-গড়ী' (Gundicha garhi) লিখিয়াছেন।

(চিত্র ৩৮)

গুণ্ডিচা গৃহের শিল্প-সৌন্দর্য্য।

(নিম্নে কীর্ত্তিমুখ)

[লে ব হইতে।]

[পৃঃ ১৩৮

(চিত্র ৩৯)

পুরীতীর্থের প্রাচীনত্ব।

পুরীধামের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করিতে হইলে, শুধু মন্দিরগাত্রস্থ ক্ষোদিত লিপিগুলির সাহায্য লইলে চলিবে না। কারণ, এ অনুসন্ধানে বড় জোর বর্ত্তমান দেউলেরই বয়স নির্ণয় করার সুবিধা হইতে পারে। উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে, এক ভাসমান অপৌরুষেয় দারু হইতে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র, এই মূর্ত্তি-চতুষ্টয় নির্ম্মিত হইয়াছিল (১)। অথর্ব্ব বেদে 'সিন্ধুমধ্যে প্লবমান' দারুর উল্লেখ আছে, কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া, জগন্নাথদেব যে বৈদিক যুগ হইতে বিখ্যাত, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। অথর্ব্ব বেদে 'দারু' শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে—সে দারু কিন্তু প্লবমান বলিয়া বর্ণিত নহে (২)। রজ্জু, মৃত্তিকা ও মন্ত্রবাচক শব্দাদির সহিত উহা বন্ধন-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে (৩)। পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে পুরুষোত্তম তীর্থের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মৎস্যপুরাণে পুরুষোত্তম তীর্থের ~~কথা~~ অন্ততঃ দুই বার উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম বিমলা পীঠ-প্রসঙ্গে—"গঙ্গায়াং (গয়ায়াং ?) মঙ্গলা নাম বিমলা

(১) অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায়।

(২) Macdonell and Keith's Vedic Index, Vol. I. p. 353.

(৩) "If thou art bound in wood and if in a rope; if thou art bound in the earth and if by a spell, may the householder's fire lead us up from that to the world of the well done." Whitney's Atharva Veda, Vol. I. P. 371.

পুরুষোত্তমে” (৪) ; এবং দ্বিতীয় বার বিভিন্ন হিন্দুতীর্থাদির তালিকার ভিতর “গোকর্ণং গজকর্ণঞ্চ তথা চ পুরুষোত্তমঃ। দ্বারকা কৃষ্ণতীর্থঞ্চ তথার্ব্বুদসরস্বতী”

মৎস্যপুরাণ – বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী। মাৎস্যে মৌর্য্য সম্রাট্‌গণের বংশাবলীর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

অনুমান ১৮৫ খৃষ্টাব্দে মৌর্য্যবংশের অবসান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পার্জ্জিটার ও ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, মৎস্যপুরাণ সম্ভবতঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পাদে সম্পাদিত হইয়া থাকিবে (৬), ইহার পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ না করিলে বিমলা দেবীর, তথা পুরুষোত্তমক্ষেত্রের উল্লেখ মৎস্যপুরাণে দেখা যাইত না। শ্রীযুক্ত পার্জ্জিটার বিভিন্ন পুরাণাদির প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি পরীক্ষায় যথেষ্ট সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি কোনও এক রাজবংশের (৭) রাজ্যবিস্তৃতি-জ্ঞাপক কয়েকটি শ্লোক তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরাণে এই অংশে ‘অন্ধ্র’ দেশের পরিবর্ত্তে ‘ওড্র’ দেশ এবং চম্পা নগরীর পরিবর্ত্তে “সমুদ্রতট-পুরী” লিখিত আছে ; সুতরাং এই গ্রন্থ রচনাকালে “পুরী” নগর যে সুপরিচিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পার্জ্জিটার সাহেবের মতে বিষ্ণুপুরাণ গুপ্তাব্দের বহু পরবর্ত্তী কালে রচিত নহে, সম্ভবতঃ খৃঃ চতুর্থ শতাব্দী অবসান হইবার পূর্ব্বেই গ্রন্থের এই অংশ সমাপ্ত

(৪) মৎস্যপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩ অধ্যায়, ৩৫।

(৫) মাৎস্য, ২২ অধ্যায় ৩৮ শ্লোক।

(৬) Pargiter's Dynasties of the Kali Age, Intro. XIII.

(৭) “The Dwaraksitas will enjoy the Kosalas, Andhras (Vs. Odras) and Pandavas, the Tamraliptas and coast folk and the charming city of Champa.”

হইয়া থাকিবে (৮)। স্বর্গগত উইলসন্ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মপুরাণের কয়েক অধ্যায়ে কৃষ্ণকে জগন্নাথরূপে উপাসনা করার কথা লিখিত আছে। উইলসন্ ব্রহ্মপুরাণ ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন (৯)। এই পুরাণের একখানি পুথিতে 'জগন্নাথ' ও 'কোণাদিত্য' এই দুইটি দেবতার মন্দিরের অনতিদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল (১০)। কোনারক মন্দির যে ত্রয়োদশ শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, তাহা এক্ষণে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃত। 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩১৮, পৃঃ ২৮৫) "শ্রীক্ষেত্র" বিষয়ক প্রবন্ধে বিষ্ণুজামল, রুদ্রজামল প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থোক্ত শ্রীক্ষেত্র-মাহাত্ম্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। রুদ্রজামলের উত্তরতন্ত্রে "ভৈরবী-ভৈরবসংবাদ" বিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশত্তম ও পঞ্চচত্বারিংশত্তম পটলে 'জগন্নাথ, নামের দুইবার উল্লেখ দেখা যায়,—

"মহাকন্দবাসী মহানন্দবাসী পুরগ্রামবাসী মহাপীঠদেশা।
জগন্নাথ (sic) বক্ষঃস্থলস্থো বরেণ্যো বৃত্তানন্দকর্ত্তা শিবানন্দ কর্ত্রী।" (১১)

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ততঃ পরশিবঃ শম্ভোঃ ষট্‌শিবাঃ ষট্‌প্রকাশকাঃ।

* * *

এতেষাং স্তবনং কুর্য্যাৎ পরদেবসমন্বিতং।
এতৎ প্রকাশরূপে যশ্চ প্রত্যহমাগুণঃ।

(৮) বিষ্ণুপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। ৩০০ খৃষ্টাব্দে রচিত "মিলিন্দ পঞ্‌হো" গ্রন্থেও পুরাণাদির উল্লেখ আছে।

Pargiter, Op. Cit. Contemporary Dynasties of the Early 4th Century pp. 73-74.

(৯) J. R. A. S. Vol. V. p. 65.

(১০) Wilson's Vishnu Purana, Pref. XVII.

(১১) Ed. Rasikamohana Chattopadhyaya, Calcutta. P. 87.

ক্রিয়ানিবিষ্টঃ সর্ব্বত্র ভাবনাগ্রহরূপধৃক্।
স পশ্যতি জগন্নাথং কমলোরুগতং হরিং॥ (১২)

এই দুইটি শ্লোকে উৎকল বা ওড়ুদেশের কিম্বা পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের কোন উল্লেখ নাই। প্রথমোক্ত শ্লোকটিতে বিমলা-পীঠ সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। শেষোক্ত শ্লোকে শৈবোপাসনা সাহায্যে জগন্নাথরূপ হরির দর্শন বিষয়ে নির্দ্দেশ থাকার কথাই বুঝা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় তন্ত্রযামল হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ভারতে চোৎকলে দেশে ভূস্বর্গে পুরুষোত্তমে।
দারুরূপী জগন্নাথো ভক্তানামভয়প্রদঃ।" (১৩)

তন্ত্রশাস্ত্র আধুনিক, কেহ কেহ এ কথা বলিয়া থাকেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "তন্ত্রের প্রাচীনতা" প্রবন্ধে এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কূর্ম্মপুরাণে তন্ত্রযামল এবং করাল ও ভৈরবাদি তন্ত্রগ্রন্থ বামমার্গাবলম্বী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (১৪)। কূর্ম্মপুরাণ আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে বা তৎপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়, সুতরাং তন্ত্রযামলে শ্রীক্ষেত্র-মাহাত্ম্য বিষয়ক এই উল্লেখের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। স্কন্দ, ব্রহ্মাণ্ড, শিব প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণাদির অন্তর্গত উৎকলের যে সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক তীর্থমাহাত্ম্য দেখা যায়, সেগুলির অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে ইহার মধ্যে কোনটিই দশম

(১২) Ibid.
(১৩) নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ পৃঃ ৮।
(১৪) Arthur Avalon's Principles of Tantra, Introd. XL. VII.

শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত নহে (১৫)। উৎকলখণ্ড স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত। ব্রহ্মপুরাণ ব্যতীত এই গ্রন্থখানিই জগন্নাথের উপাসনা-বিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য বিবরণাদির জন্য আদৃত হইয়া থাকে। বিশ্বকোষ গ্রন্থে 'জগন্নাথ' প্রবন্ধে সাত শত বৎসরের হাতের লেখা উৎকল-খণ্ড পুথি প্রাপ্ত হওয়ার কথা দেখিতে পাই (১৬)। মূল স্কন্দপুরাণ সম্বন্ধে ভিন্সেণ্ট স্মিথ তদ্রচিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে, গুপ্তাক্ষরে লিখিত সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একখানি বঙ্গদেশীয় পুথির কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১৭)। বয়স হিসাবে এই দুইখানি পুথির মধ্যে কোনখানিই মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের 'মাহাত্ম্য ও তৎসংক্রান্ত পুরাণাদি' বিষয়ক মত অপ্রমাণিত করিতেছে না। মোটের উপর ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি-নিহিত প্রমাণ হইতে অনায়াসেই বলা যায় যে, পুরীতীর্থ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১৫) "মাহাত্ম্য" সংক্রান্ত পুরাণেও অমরকোষ বর্ণিত পাঁচটি লক্ষণ পাওয়া যায় না, সুতরাং উহাও ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত। (M. Chakravarty's Language and Literature of Orissa, J. A. S. B. 1897, pp. 332-333)

(১৬) 'জ' বর্গ পৃঃ ৫৭৫।

(১৭) Early History of India p. 22.

শ্রীমন্দিরের ইতিবৃত্ত।

উৎকলরাজ যযাতিকেশরীর রাজত্বকালে জগন্নাথের মন্দির প্রথম নির্ম্মিত হয়—মাদলা পঞ্জীতে এইরূপই বর্ণিত আছে। ক্ষোদিত লিপি প্রভৃতির বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গঙ্গাবংশীয় রাজা চোড়গঙ্গদেব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বা উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বর্ত্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুরীর শ্রীমন্দিরের উত্তর-দ্বারের সম্মুখস্থিত তিরমল-মন্দিরে রাজা চতুর্থ নৃসিংহদেবের যে তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে, পুরুষোত্তমের মন্দির যে গঙ্গেশ্বর বা রাজা অনন্তবর্ম্মণ চোড়গঙ্গদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় (২)।

"প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্য নৃপতি কো নাম কর্ত্তুং
ক্ষমঃ তস্যেত্যাদি নৃপৈরুপেক্ষিতময়ং চক্রেথ গঙ্গেশ্বরঃ

*　　*　　*　　*

নির্ব্বিণ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ প্রমুদিতস্তদ্ধাম-
লাভাদ্রমাপ্যেতস্তর্ত্তৃগৃহং বরং
পিতৃগৃহাৎ প্রাপ্য প্রমোদান্বিতা"— .

অর্থাৎ পুরুষোত্তমের এরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন, পূর্ব্বে এরূপ কোন্ রাজারই বা নামোল্লেখ করা যাইতে পারে? প্রথম রাজগণ কর্ত্তৃক অনারব্ধ এ মন্দির গঙ্গেশ্বরই নির্ম্মাণ করেন। * * নির্ব্বেদযুক্ত (আত্মগ্লানিযুক্ত) দেব পুরুষোত্তম এই নবগৃহ

---

(১) তালপত্রে লিখিত শ্রীমন্দিরের ইতিহাস।

(২) J. A. S. B. LXIV, 1895, p. 139.

প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রমোদান্বিতা লক্ষ্মী দেবীও পিতৃগৃহ হইতে শ্রেষ্ঠতর ভর্ত্তার এই নূতন গৃহেরই অনুরাগিণী হইয়াছিলেন।

রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের ১২১৭ শকের কেন্দুপাটন তাম্রপট্টে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি প্রায় অবিকল লিখিত আছে (৩); সুতরাং এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বর্ত্তমানে শুধু মাদলা পঞ্জীর উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, কেশরীরাজ যযাতি কিম্বা "অনিয়ঙ্ক" ভীমদেবকে মন্দির-নির্ম্মাতা বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। সম্ভবতঃ অনঙ্গভীমদেব উত্তরকালে প্রাচীর ও পার্শ্বস্থিত মন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ করিয়া, মন্দিরের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নামের সহিত এ প্রখ্যাতি বিজড়িত হইয়া থাকিবে। বিগ্রহের পূজা ও সেবা-পদ্ধতিও সম্ভবতঃ তাঁহারই আমলে যথারীতি প্রণালীবদ্ধ হইয়াছিল (৪)।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কৃত 'সেতুবন্ধযাত্রা' গ্রন্থে (৫) এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরিকৃত 'শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ' নামক পুস্তকে (৬) উক্ত হইয়াছে যে জগন্নাথ-মন্দিরের গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিপিবদ্ধ আছে,—

"শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে
প্রাসাদং কারয়ামাস অনঙ্গভীমেন ধীমতা॥"

আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় শেষ পঙ্‌ক্তির "প্রাসাদঃ কারিতোঽনঙ্গ ভীমদেবেন ধীমতা" এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। লিপিটি নাকি রত্নবেদীর পশ্চাতে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক প্রথানুসারে গৃহীত ছাপ

(৩) J. A. S. B. Vol. LXV, 1896, p. 240.
(৪) J. A. S. B. 1895. p. 135, No. 2.
(৫) পৃঃ ৫৭।
(৬) পৃঃ ২০১।

হইতে ইহার কোনও প্রতিলিপি প্রকাশিত হয় নাই। প্রবাদমতে ১১৩১ শকাব্দে রাজা অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। পরমংশ (পরমহংস) রাজপেয়ীর হস্তে মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও নির্ম্মাণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। শুনিতে পাই, এ কথা মন্দিরগাত্রে শিলাখণ্ডেও ক্ষোদিত আছে; কিন্তু আমরা কিছু দেখিতে পাই নাই এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে আবেদন করিয়াও শ্রীমন্দিরের শিলালিপি সম্বন্ধে অধিক কিছু অবগত হইতে পারি নাই। স্থানীয় প্রবাদাদির উপর নির্ভর করিতে গেলে যে কিরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হয়, তাহা স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই অবগত হওয়া যায় (৭)। তিনি লিখিয়াছেন যে, রাজা অনঙ্গভীম ৭৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বালুকারাশি সরাইয়া তিনিই ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ-মন্দির আবিষ্কার করেন (৮)। তাঁহার আমল হইতেই মাদলা পঞ্জী লেখা সুরু হয়। অনঙ্গভীমের রাজত্বকাল যে ১১৯২ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, তাহা সন্তোষ-জনকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এফ্, এফ্ আরবুথনট্ ও সার্ আর, এফ, বার্টন কর্ত্তৃক অনূদিত 'অনঙ্গরঙ্গ' পুস্তকের ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকায় জগন্নাথ-মন্দিরের 'মণিকোঠা' (sanctuary) মধ্যে অবস্থিত রাজা অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক ১০৯৪ শকাব্দে (১১৭২ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমন্দির নির্ম্মাণবিষয়ক যে শিলালিপির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক পাঠের ফল, সন্দেহ নাই (৯)।

ডাঃ কীলহর্ণ (Kielhorn) ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত গয়ার

(৭) The History of Pooree, p. 19.

(৮) Ibid p. 10.

(৯) Ananga Ranga, Introd p. IX, Ed. Carrington, Paris.

গোবিন্দপুর লিপির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, (১০) তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মনোরথ নামে এক ব্যক্তি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র দর্শন করিতে আসিয়া, চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে পারাবার-তটে যথেষ্ট দান-ধ্যানাদি করিয়াছিলেন। লিপিখানি মনোরথের পুত্র গঙ্গাধর কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। স্বর্গগত ডাঃ ব্লক সাহেব বলিয়াছেন, (১১) মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিরূপণ বিষয়ে এ লিপি সেরূপ মূল্যবান্ বিবেচিত হউক বা না হউক, ইহা হইতে অপর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। জগন্নাথ যে স্থানীয় কোনও সূর্য্যদেবতা হইতে উদ্ভূত (seinem ur-sprung nach eine lokale Form des Sonnengottes ist) তাহার নিশানা এই গোবিন্দপুর লিপিতেই পাওয়া গিয়াছে। যে মনোরথ পুরীতে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ—'মগ' (Magi) বংশোদ্ভূত। শকদ্বীপ বা (Scythia) হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মগধে আসিয়া মধ্যযুগে বসবাস করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার সমুদ্রতটে (অর্কক্ষেত্রে) যে

(১০) গত্বা শ্রীপুরুষোত্তমং (ভগ) বয়োরূপ্য প্রতিষ্ঠাপদং
পারাবার তটে পটীয়সি লসচ্চন্দ্র গ্রহানেহসি।
সর্ব্বস্বং বিততার তর্পিতপিতৃস্তোমঃ করোল্লাসিতৈ-
স্তোয়ৈর্যঃ পিহিতস্য পর্ব্বণি বিধোঃ সাহায্যমাপ ক্ষণং।

"Pleasing with his good fortune and youth and a person of good renown. Manoratha went to the sacred Purushottama, and on the noisy shore of the sea, gave away his wealth in charity at the time of an eclipse of the bright moon and gladdening his ancestors with the water thrown from his hands, he for a moment obtained the fellowship of the moon, eclipsed at full-moon time".—Ep. Ind. Vol II. p. 339.

(১১) Z. D. M. G. Vol. 64, p. 736.

সূর্য্যোপাসনা অদ্যাপি প্রচলিত আছে,সে কথাও আচার্য্য ব্লক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী (১১০৪-৫ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত) একখানি লিপিতে মালবরাজ লক্ষ্মদেবের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে 'পুরুষোত্তম' শব্দের উল্লেখ আছে দেখা যায় (১২)। উড়িষ্যার পুরাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে, মন্দিরটি ১০৮৫-৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল (১৩)। স্বর্গীয় পণ্ডিতের এই মতই সাধারণ্যে গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই। ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, কূর্ম্মবেধ প্রভৃতি মন্দিরের বিভিন্ন অংশগুলি কিন্তু একই সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই।

মাদলা পঞ্জীর বর্ণনা মতে ভোগমণ্ডপ পুরুষোত্তমদেবের রাজত্ব-কালে (১৪৬৯—৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাটমন্দির নির্ম্মাণের প্রকৃত সময় নির্ণয় করা কঠিন। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয়ের মতে শ্রীমন্দির ১১০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

অলিন্দের সম্মুখভাগে রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের (১৪৯৭ হইতে ১৫৩৯—৪০ খৃষ্টাব্দ) ও গোবিন্দ বিদ্যাধরদেবের (১৫৪১—২ হইতে ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দ) সময়ের শিলালিপি সংলগ্ন আছে শুনা গেল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাহায্যে জগমোহনের প্রবেশ-দ্বারের উভয়-পার্শ্বস্থ-ক্ষোদিত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন (১৪)। ইহার মধ্যে গোবিন্দ বিদ্যাধরদেবের উল্লেখ দেখিলাম না। প্রতাপপুরুষোত্তমদেব (১৪৬৯—১৪৯৭),

(১২) M. Chakravarti, Jagannatha Tample in Puri J. A. S. B. 1898, p. 330. এই লিপিতে কলিঙ্গ জয়ের পরেই রাজাকে পুরুষোত্তম-দেবের সহিত তুলিত করা হইয়াছে। Ep. Ind. Vol. II. p. 187.

(১৩) J. A. S. B. 1898, p. 328.

(১৪) Antiquities of Orissa, Vol. II. 165-167.

প্রতাপকপিলেশ্বরদেব (১৪৩৪—১৪৭০) ও প্রতাপরুদ্রদেবের যে সকল শিলালিপি অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েকটির সার মর্ম্ম সঙ্কলিত হইল। রাজা রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, এই স্থলে প্রতাপইন্দ্রদেবেরও একখানি লিপি রহিয়াছে; কিন্তু তাহার সন ও তারিখ ব্যতীত আর কোনও অংশই পাঠযোগ্য নহে। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর জয়া-বিজয়া দ্বারের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থ যে দ্বাদশখানি লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কপিলেশ্বরদেব, পুরুষোত্তমদেব (১৪৬৯-৯৭), প্রতাপরুদ্রদেব ও মানগোবিন্দ গোবিন্দদেব (১৫৪২-৪৯) কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লিপি-সমূহের পরিচয় পাওয়া যায় (১৫)। পূর্ব্বোক্ত লিপির মধ্যে কয়েকখানি ইহারই অন্তর্গত।

জগমোহনের প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ ধারের লিপিগুলির মধ্যে প্রথমটিতে রাজা প্রতাপপুরুষোত্তমদেব কর্ত্তৃক জগন্নাথদেবের উদ্দেশে আটখানি দন্তরত্ন (হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত) পালঙ্ক, রত্নকলস, বংশী, শিঙ্গা, অষ্টসংখ্যক স্বর্ণ ছড়ি, ১৮টি রত্ন ব্যজনী, রত্ন-"কাণ ফুল"-"মেরুগর্ভ", বাউটি তিন জোড়া, ৩টি স্বর্ণখচিত চামর, "শ্রীসোণাপাগ" (জরীর পাগড়ী ?) প্রভৃতি দানের কথা উল্লিখিত আছে। রাজা এই সকল দ্রব্য "শ্রীপুরুষোত্তম-কটকে" অবস্থান-কালেই যে দান করিয়াছিলেন, তাহা লিপি হইতেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। লিপিখানির সন-তারিখের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। লিপি-বর্ণিত গৌড়েশ্বর-নবকোটি-কর্ণাট-কলবরকেশ্বর প্রভৃতি রাজোপাধি রাজা কপিলেশ্বরদেবের শিলালিপিতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(১) J. A. S. B. 1893. p. 88.

কলবরক বোধ হয় কোলবর্গারই প্রাচীন নাম। ডাঃ রাজেন্দ্রলালের ইহাই অভিমত। আমাদিগের গৌড়দেশ যখন উড়িষ্যা-রাজগণের নামমাত্র অধীনতাও স্বীকার করিত না, তখন পর্য্যন্তও উড়িষ্যারাজ গৌড়াধিপতি উপাধির মোহ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও ষ্টুয়ার্ট রাজগণের এইরূপ ফরাসী-দেশাধিপতি বলিয়া পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়।

দ্বিতীয় শিলালিপিখানি প্রতাপকপিলেশ্বরদেবের রাজত্বকালের বিংশতি বর্ষে কেলাই খুটিয়া নামক ভাস্কর কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। রাজা বিজয়-গৌরবে মল্লিক-পরিখা হইতে কটক হইয়া, পুরুষোত্তম দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর, যখন জগবন্ধুর বীরমুনহি ভোগ প্রদত্ত হয়, সেই সময়ে কোটঘরের সামন্ত 'পড়িছা' মহাপাত্র রঘুদেয়ান ও নরেন্দ্র জনাইকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন যে, আমি পুরুষোত্তমের সেবায় পুণ্ডরীক গোপ (গ্রাম) উৎসর্গ করিলাম। যে ইহা লঙ্ঘন করিবে, সে জগন্নাথ-দ্রোহীরূপে বিবেচিত হইবে। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ইহার যে বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, রাজা গ্রাম উৎসর্গ না করিয়া, উক্ত "পুণ্ডরীক্ষ গোপ"গ্রাম জাত সাড়ী দিলেন ("সাঢ়ী দেলি")। স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন "the Sari cloth known as Pundariksha Gopa." চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে এ লিপিখানির তারিখ ১২ই এপ্রিল ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ। তৃতীয় শিলাখণ্ডটি কপিলেশ্বরদেবের রাজত্বকালের অষ্টত্রিংশৎ বর্ষে ক্ষোদিত হইয়াছিল। লিপিতে লিখিত আছে যে, পুরুষোত্তম-কটকে দক্ষিণ দ্বারে "মাজনা" মণ্ডপে (স্নান-মন্দিরে) মহারাজা নিজ সম্মুখে এই আদেশ ক্ষোদিত করাইলেন,—"জগন্নাথ, তুমি ত আমার বাহ

অভ্যন্তর" সকল তত্ত্বই অবগত আছ। আমার "রত্ন পদার্থ" যাহা আছে, সকলই তোমার। আমার ধন যশঃ যাহা কিছু আছে, আমি সে সকলই এই প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে যথাসাধ্য অর্পণ করিব। তুমি অনুগ্রহ করিও। এ সকল কিছুই আমার নহে।"

চতুর্থ লিপিখানি প্রতাপপুরুষোত্তমদেবের নিজ রাজ্যের ঊনবিংশতি বর্ষে ক্ষোদিত। ইহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—"উড়িষ্যার রাজগণ শান্তিপুর কটকস্থ ব্রাহ্মণগণের সম্পত্তি কখনও অপহরণ করেন নাই। এই আদেশ স্মরণ রাখিলে ব্রাহ্মণগণ অপকর্ম্ম করিবে না। সকলে যেন এ কথা স্মরণ রাখিয়া এ আদেশ পালন করে।" রাজা পুরুষোত্তমদেবের দ্বিজভক্তির পরিচয় আর একখানি লিপিতেও পাওয়া যায় (১৬)। ইহা তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ২০শে নবেম্বর ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত। এ লিপিতে ব্রাহ্মণদিগের দেয় চৌকি-দারী টেক্স ('দণ্ডো আসি ওহোর') একবারে মাপ করা হইয়াছে এবং পতিত ও গোচারণ জমি-খাসে আনা একবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (১৭) বাম পার্শ্বের লিপিগুলির প্রথম দুইখানির

---

(১৬) বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, সুপণ্ডিত সার্ ই, এ, গেইট কুঠারাকৃতি তাম্রফলকে লিখিত যে লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া 'ভারতবর্ষ' এবং 'বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক (J.B.O.R.S.) পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাও রাজা পুরুষোত্তমদেবের ব্রাহ্মণভক্তির পরিচায়ক।

ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি নিজ রাজত্বকালের পঞ্চবিংশতিতম বৎসরে পোত্তেশ্বর নামক ব্রাহ্মণকে পুরুষোত্তমপুর শাসনে ১০০৮ বাটী ভূমিদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গেইট মহোদয় অনুমান করিয়াছেন, লৌহ ব্যবহৃত হইবার পরবর্ত্তী কালে মানবসভ্যতার পূর্ব্বতন যুগের তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রাদি গার্হস্থ্য কার্য্যাদিতে প্রযুক্ত না হইলেও যে এই প্রকার আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, এই কুঠারফলকখানিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(১৭) J. A. S. B. 1893 p. 91.

অর্থোদ্ভেদ সম্ভব হয় নাই। প্রথমখানিতে মাদলা পঞ্জীতে উল্লিখিত রাজা ত্রিশোনাদেবের নাম পাওয়া যায়। তৃতীয় লিপি বেশ কৌতূহলজনক। ইহা প্রতাপকপিলেশ্বরদেবের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে উৎকীর্ণ। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের মতে লিপিখানি কপিলেশ্বরদেবের রাজ্যের চতুর্থ অঙ্কে ৯ই ডিসেম্বর ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। এই পাঠই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ইহাতে রাজা পরমেশ্বর জগন্নাথের দর্শন সময়ে মহাপাত্রগণ ও মহাসেনাপতি পট্টনায়ক দামোদর ও ভোগ পড়িছা (Examinar of the Lord's Larder) অগ্নিশর্ম্মা, "মুদ্রা হস্ত" (Keeper of the Royal Seal) প্রভৃতির গোচরে মন্দির-দ্বারে এই আদেশ ক্ষোদিত করাইলেন যে, "আমি অদ্য হইতে উড়িষ্যা রাজ্যে "লোন কউড়ি (লবণ ও কৌড়ির উপর শুল্ক) মূল কর" ছাড়িলাম, ছাড়িলাম, ছাড়িলাম। এ আদেশ যে লঙ্ঘন করিবে, সে জগন্নাথ-দ্রোহী হইবে।" এই 'শুল্ক' উঠাইয়া দেওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন যে, রাজা কপিলেশ্বরদেব পূর্ব্বে রাজমন্ত্রী মাত্র ছিলেন ; পরে তৎকালীন রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন লাভ করেন ; সুতরাং তিনি লোকপ্রিয় হওয়ার উদ্দেশে যে এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

চতুর্থ লিপিতে উক্ত রাজার রাজত্ব-কালের পঞ্চম বর্ষে ১৪ই ডিসেম্বর ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথদেবের পাদপদ্মে হীরক, মরকত-মুক্তাদিখচিত রত্নালঙ্কারাদি দানের উল্লেখ আছে। লিপির বর্ণনা-মত রাজা পট্টনায়ক (প্রধান সেনাপতি) দামোদর, মহাপাত্র কাশী-বিদ্যাধর, মহাপাত্র লখন (লক্ষ্ণণ) পুরোহিত, মহাপাত্র গোপীনাথ মঙ্গরাজ প্রভৃতির সম্মুখে 'তোটর' (তোড়া বা 'পাটা' waist

ornament) উতুরি বা বক্ষের অলঙ্কার (breast ornament) 'ঘাউনি' (কর্ণভূষণ), সুবর্ণের পাদপলব (golden feet) 'নানানাএক' মণিরত্নখচিত 'বাহুটি জোড়া' প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। (১৮) বাম ভাগের পঞ্চম লিপিখানির একটু বিশেষত্ব আছে। এই লেখের ন্যায় হৃদয়ের সরল অভিব্যক্তি কঠিন শিলাপট্টে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা প্রতাপকপিলেশ্বরদেবের রাজত্বের পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষকালে ক্ষোদিত। রাজা সামন্তগণের অকৃতজ্ঞ ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাকতায় মর্ম্মাহত হইয়া বলিতেছেন, 'আমি এখন হইতে যত সামন্তকে পাইব, সকলেরই প্রতি দাসের ন্যায় ব্যবহার করিব। আমি রাজা হইয়া অবধি বাল্যকাল হইতে তাহাদিগকে পোষণ করিতেছি; এখন তাহারা আমাকে সকলে ত্যাগ করিল (১৯)। আমি সকলের প্রতি বিহিত ব্যবহার করিব। নীলগিরীশ্বর জগন্নাথ—আমার "দোষ অদোষ" তুমিই বিচার কর।

ষষ্ঠ লিপিখানি মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের পঞ্চম বর্ষে ১৭ই জুলাই ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত। মহারাজা আদেশ করিতেছেন যে, বড়ঠাকুর (বলরামদেবের) 'ভোগ বেলায়' গীতগোবিন্দ গীত হইবে। সন্ধ্যাকালে ধূপদান হইতে "বড়শিঙ্গার" (শৃঙ্গার) পর্য্যন্ত এই গীতই চলিতে থাকিবে। ঠাকুর নিদ্রাগত হইলে তৈলঙ্গী ("তেলেগী") গায়কগণ কপিলেশ্বর ঠাকুরের "খিল" গীতাদি

(১৮) J. A. S. B. 1893 pp. 93—94

(১৯) "রাজথিলা বালকালু পোষি আনিলি এথানে মোতে সবুহেঁ ছাড়িলে"। 'সবুহেঁর স্থানে রাজা রাজেন্দ্রলাল কৃত 'সমুদ্রে' পাঠ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। ঐ লিপির তারিখ ২৫শে এপ্রিল ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দ।

গান করিবে। তাহাদিগকেও গীতগোবিন্দ গান শিখিতে হইবে। তাহারা ইহা ব্যতীত অন্য গান করিবে না বা অন্য নাটকাদি অভিনয় করিবে না। উনপঞ্চাশ জন বৈরাগী আছে, তাহারাও কেবল গীতগোবিন্দের সঙ্গীতাদি গান করিবে। তাহাদিগের নিকট অশিক্ষিতেরা ইহাই তাল-লয়-মানে গান করিতে শিখিবে, অপর কিছুই শিখিতে পাইবে না। যে "পড়িছা" (মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী) এই আদেশ পালন না করিয়া, অন্য "গীতনাট" করাইবে, সে জগন্নাথ-দ্রোহী বিবেচিত হইবে। কেন্দুবিল্বের ভক্ত কবি জীবিত-কালে বৈষ্ণবের প্রধানতম ধর্ম্মমন্দিরে ইহা অপেক্ষা নিজ-রচিত কাব্যের অধিকতর সম্মান প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কথিত আছে, জয়দেব (২০) কবি জীবনের শেষ কয় বৎসর পুরুষোত্তমধামেই অতিবাহিত করেন।

সপ্তম লিপিটি মহারাজ প্রতাপইন্দ্রদেবের রাজত্বকালে লিখিত, রাজার নাম, উপাধি ও সন-তারিখ ব্যতীত ইহার অবশিষ্ট অংশ অন্ধকারে পাঠযোগ্য নহে। আমরা এক দিন সন্ধ্যাকালে মন্দিরে গিয়াছিলাম। বিদেশী যাত্রীর পক্ষে মন্দিরমধ্যে যথেষ্ট আলোকের ব্যবস্থা করা সহজ নহে; এই কারণে আমাদিগের সহিত যে দুই জন অভিজ্ঞ যাত্রী ছিলেন, তাঁহাদিগের লিপিগুলি পরীক্ষা করার কোনও সুযোগ ঘটে নাই।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরে দেখিয়াছি যে, দেওয়ালের গায়ে ক্ষোদিত

(২০) জয়দেব যে রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের সমসাময়িক, "জয়দেব" নাটকের কৃপায় অনেক থিয়েটার-দর্শকই তাহা অবগত আছেন। রাজা লক্ষ্মণসেন দেব ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ১১৭০—৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়।—J. A. S. B. Vol. IX, No 7. 1913.

লিপিগুলির অধিকাংশই পাণ্ডাগণের কৃপায় চূণ-বালির "পলস্তরায়" ঢাকা পড়িয়াছে। কালক্রমে জগন্নাথের শ্রীমন্দিরেও প্রাচীন লেখমালার কতকাংশের এইরূপ সদ্ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীমন্দিরের পূজাপদ্ধতি ও চৈতন্যদেব।

রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গক্রমে নিজ গ্রন্থে (১) লিখিয়াছেন যে, মানবীয় ধর্ম্মারোপজনিত (anthropomorphic) পূজা-পদ্ধতি চৈতন্যদেবের প্রভাবেই জগন্নাথ-মন্দিরে প্রথম অনুসৃত হয়। ইহার পূর্ব্বে সাধারণ মানবের ন্যায় জগবন্ধুর ভোজন, শয়ন, শৃঙ্গারবেশ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল না। চৈতন্যদেব ১৫১১ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোধান পর্য্যন্ত জীবনের শেষ অংশ পুরী ও বৃন্দাবনেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। (২) তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের সমসাময়িক। প্রতাপরুদ্রদেব যে, গীতগোবিন্দের গীতাদির প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার শিলালিপিতেই প্রকাশ; সুতরাং চৈতন্যদেবের চেষ্টাতেই যে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, রাজা রাজেন্দ্রলালের এই উক্তি কল্পনা

(১) " With the co-operation of the Rajah he caused mystic songs of Jaya deva to be sung as a part of the daily service and gave such a turn to the ritual as to make it thoroughly anthropomorphic." Antiquites of Orissa Vol II. p. 110.

(২) "২৪ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর ২৪ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেমনামামৃতে ভাসাল সকলে॥"

—চৈতন্য-চরিতামৃত।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩১৫ পৃঃ।

মাত্র নহে। কথিত আছে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে একদা চৈতন্যদেব নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হইয়া রথের অগ্রে অগ্রে নাচিতে নাচিতে গমন করিয়াছিলেন।

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাসি, তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥" (৩)

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, রথের সম্মুখে বেড়া সঙ্কীর্ত্তনের তিনিই সৃষ্টি করেন (৪) এবং রথাগ্রে যে কীর্ত্তন-পদ্ধতি দৃষ্ট হয়, তাহাও নাকি মহাপ্রভু কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। (৫)

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর

(৩) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, পৃঃ ১৭০, 'বসুমতী' সংস্করণ। যিনি কৌমারে আমার মনোহরণ করিয়াছিলেন, তিনি এখনও আমার প্রণয়ী; আজি সেই চৈত্র রাত্রি, বায়ু, মালতী ও কদম্ব-সৌরভে পূর্ব্বেরই ন্যায় আকুল, আমিও পূর্ব্বেরই ন্যায় রহিয়াছি; তথাপি নর্ম্মদা (রেবা) তটে বেতসী-তরুতলে যৌবনের সেই সুখপ্রসঙ্গের জন্য মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। শ্লোকটি শীলা ভট্টারিকা নাম্নী কোনও স্ত্রী-কবি কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রকাশ।—সাহিত্য-দর্পণ, পণ্ডিত দুর্গাদাসর্ত্তবেদী সম্পাদিত, বোম্বাই সংস্করণ, পৃঃ ১৪ ও পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। দেহজ প্রেমের অভিব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বে কিরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহীত হইত, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজা রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন,—"But Chaitanya Llooed upon the divinity as an object of love, and evinced for him the same feeling which a human lover entertains for his mistress."

(৪) পুরীতীর্থ, পৃঃ ৯৬।

(৫) শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু-লিখিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৩২৫, পৃঃ ৬৬৬।

প্রভৃতি প্রভুর প্রধান সঙ্গী এবং স্বরূপ প্রভৃতি কীর্ত্তনিয়াদের নাম দেখা যায়। (৬)

চারি মহান্তের চারি সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন দেখিয়া উড়িয়া লোক 'চমৎকার' হইয়াছিল (৭)। উৎকলে সঙ্কীর্ত্তনের বহুল প্রচলন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভাবে সংঘটিত হইলেও, রথ-সন্নিধানে মহোৎসব ও মঙ্গল-সঙ্গীতের ব্যবস্থা যে পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ উৎকল-খণ্ডেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। জগন্নাথদেবকে হস্তে ধারণ করিয়া রথ প্রদক্ষিণকালে অনুষ্ঠিত "গীতমঙ্গল" প্রথা পরে রথযাত্রার 'বেড়াকীর্ত্তনে' পর্য্যবসিত হইয়াছিল ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় (৮)।

চৈতন্যদেবের স্মরণ-চিহ্নের মধ্যে স্থানীয় পাণ্ডাগণ প্রস্তরে ক্ষোদিত পদচিহ্নমাত্র দেখাইয়াছিল মনে আছে। মহাপুরুষগণ কাল-

(৬) "বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে ॥
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনিয়া গায়।
দিগ্বিদিক নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥"
(মধ্যলীলা, পৃঃ ১৭৬, বসুমতী সংস্করণ)।

চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর অপর সহযাত্রীদিগের নামের উল্লেখ আছে। (চৈ, ম, পৃঃ ১২৬)।

"বিষ্ণুপুরী সরস্বতী ব্রহ্মানন্দপুরী।
নৃসিংহ ভারতী জগন্নাথ রামগিরি ॥
এ সব চলিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
সংকীর্ত্তনানন্দে সবে গেলা সিংহদ্বারে ॥

(৭) চৈ, চ, বসুমতী সং। পৃঃ ১৬০।

(৮) "মহোৎসবং সমাসাদ্য গীতমঙ্গলমেব চ।
করে কৃত্বা জগন্নাথং ভ্রাময়িত্বা রথোত্তমম্।
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ রথমধ্যে নিবেশয়েৎ।
(উ, খ, ৩৩ অধ্যায়, ৫০ শ্লোক, বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৯৩)।

সৈকতে যে সকল পদচিহ্ন রাখিয়া যান, তাহার তুলনায় এ সকল নর-কল্পিত নিদর্শনগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। গরুড়স্তম্ভের গাত্রে তাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শের ছাপ এবং প্রস্তরাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রেমাশ্রুপতন-পূত একটি কুণ্ডও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রথম বার দেবদর্শনকালে চৈতন্যদেব এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন যে, আত্মবিস্মৃত হইয়া বেদীর উপর আরোহণ করিয়া জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি আলিঙ্গন করার চেষ্টা করিয়াছিলেন (৯)। মহাপ্রভু নিজের এই চপলতায় লজ্জিত হইয়া পরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ;—

"আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥
অভ্যন্তরে আমি আর প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥ (১০)

চৈতন্যদেব এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। চৈতন্যমঙ্গলে দেখিতে পাই,—

"গরুড় পশ্চাতে রইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দেখি নীলাচলবাসী করে ধন্য ধন্য॥" (১১)

(৯) * * * *
ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবারে।
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল।
ক্ষণেক পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।"
চৈ. ভা, পৃঃ ৩০১।

(১০) চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩০২।

(১১) সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ৯৯।

এই গ্রন্থেরই এক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিখিত রহিয়াছে,—

"সিংহদ্বারে প্রবেশিঞা গেলা অক্ষয় বটে।
নাটমন্দিরে রহিলা গরুড় নিকটে॥" (১২)

যিনি এরূপ ভক্তিমান্ ও শ্লাঘালেশহীন ছিলেন, জয়ানন্দ তাঁহারই মুখ দিয়া বলাইতে চাহিয়াছেন,—

"আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চৈতন্য জগন্নাথ।
যুগাবতার হেতু ব্রহ্মকুলে জাত॥"

মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র যে তাঁহাকে 'সচল জগন্নাথ' বলিয়া অভ্যর্থনা করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই; কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনা হইতেই যে এ সকল কথা উচ্চারণ করিবেন, তাহাতো সম্ভব বলিয়া মনে হয় না (১৩)।

পাণ্ডাগণ কত কথাই বলিতেছিলেন। বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গলার (১৪) 'নিমাই'এর নাম তাঁহারা বেশ স্পর্দ্ধাভরেই উল্লেখ করিতেছিলেন; কিন্তু তখন আর আমাদিগের সে সুদীর্ঘ কাহিনী শুনিবারঅবকাশ ছিল না। শ্রীমন্দিরে চৈতন্যদেবের আরও কয়েকটি চিহ্ন আছে। 'বাড়ের' দক্ষিণ পার্শ্বের খাঁজ (niche) বা কুলুঙ্গীতে

(১২) চৈতন্যমঙ্গল, প্রকাশ খণ্ড, পৃঃ ১২৬।

(১৩) চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ১০৩।

(১৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে শ্রীহট্টে বাস করিতেন। তৎপূর্ব্বে তদ্বংশীয়গণ উৎকলের অন্তর্গত যাজপুর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে এ সকল কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। সে যাহা হউক, মহাপ্রভু যে naturalised বাঙ্গালী ছিলেন, এ কথায় বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবেন না।

গণেশের সন্নিকটে যে মূর্ত্তিটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীচৈতন্যেরই মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ। (১৫)

দক্ষিণদ্বারের সন্নিকটে, বাঙ্গালী ধাঁজে কাপড় পরা চৈতন্যদেবের যে 'ষড়্‌ভুজ' (১৬) মূর্ত্তি আছে, তাহা বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী মাত্রেরই দ্রষ্টব্য। সে 'কলেবর কৈশর নর্ত্তকবেশ', 'উজ্জ্বল বরণ গৌরবর দেহ' দাঁড়াইয়া দেখিতে কাহার না ইচ্ছা করে? বঙ্গবাসীর চক্ষে এই সুন্দর মূর্ত্তিটি যে সুন্দরতর বলিয়া মনে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কথিত আছে, চৈতন্যদেব 'চন্দ্রকান্ত্যে' (১৭) উচ্ছলিত সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গমালা দর্শন করিয়া যমুনাভ্রমে তাহাতে লম্ফ প্রদান করায় কোনারকের দিকে ভাসিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবনান্ত হয় নাই। জনৈক ধীবর তাঁহাকে জালে করিয়া উত্তোলন করায়, সে বার তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। (১৮) কীর্ত্তন উপলক্ষে নাচিতে নাচিতে ইষ্টকখণ্ডে আঘাত লাগিয়া তাঁহার

(১৫) M. Ganguly's Orissa. p. 414.

(১৬) এই ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি সম্বন্ধে চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে—

"হেন কালে গৌড়চন্দ্র ষড়ভুজ হইলা।
সার্ব্বভৌমে কৃপা করি সমুখে রহিলা॥"

(১৭) "চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥

* * *

কোণার্কের দিকে প্রভু তরঙ্গে লঞা যায়।"

—চৈ. চ. অন্ত্যলীলা, ১৮ পরিচ্ছেদ, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩৭৩।

(১৮) চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পদতলে যে ক্ষত হইয়াছিল (১৯) সম্ভবতঃ তাহাতেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

চৈতন্যদেব পুরীতীর্থে অষ্টাদশ বর্ষকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের উপদেশক্রমে রূপ গোস্বামী একবার পুরী অভিমুখে গমন করেন; পথে তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় নাটক লিখিবার কথা মনে হয়; ইহারই ফল 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব'। সে সময়ে সমগ্র উৎকলদেশ চৈতন্যদেবের পবিত্র প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে।

বৈষ্ণবগণ পরম সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহারা প্রেম ও ভক্তিপ্রভাবে 'দশা' প্রাপ্ত হইয়া বহু সৌন্দর্য্যময় অলৌকিক দৃশ্যাদি দর্শন করিয়া থাকেন, এ প্রবাদ ক্রমশঃ সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের আন্তরিক ধর্ম্মপ্রাণতা ও একাগ্রতার বিষয় অবগত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অনেকেই এই নবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের পর হইতে, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল পর্য্যন্ত উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্মের আশানুরূপ বিস্তৃতি হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের উৎকলপ্রবাসী সহচরগণ যে কার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন নাই, তাহা তথাকথিত নীচজাতীয়

(১৯) "আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে।
* * *
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
* * *
মায়া-শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেল জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥"

চৈতন্যমঙ্গল, প: ১৫০।

শ্যামানন্দ নামক একজন বৈষ্ণব সাধক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইনি রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সোৎসাহে নামামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্যামানন্দের শিষ্যবর্গের মধ্যে উদ্ধব, অক্রুর, মধুবন, গোবিন্দ, জগন্নাথ, আনন্দনাথ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্যামানন্দ যখন শান্তশিলা নামক গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজা রসিকমুরারী নামক উড়িষ্যাদেশীয় জনৈক সামন্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অল্প দিন মধ্যেই রাজা রসিকমুরারী উৎকলের অভিজাত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গুরুস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ময়ূরভঞ্জের রাজ-পরিবারে রসিকমুরারীর শিষ্যগণ অদ্যাপিও গুরু বলিয়া অভিনন্দিত হইয়া থাকেন। শ্যামানন্দের সময় উৎকলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যেরূপ বিস্তৃতি ঘটে, স্বয়ং চৈতন্যদেবের জীবনকালেও তাহা হয় নাই (২০)। শ্যামানন্দ শ্রীমন্দিরে চৈতন্যদেবের ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ না হইলেও, তাঁহার প্রভাব চৈতন্যদেবের অনুষ্ঠিত পূজাপদ্ধতির সংস্কার অবিকৃতভাবে রক্ষা করিতে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের বিংশতি সংখ্যক 'বিলাসে' শ্যামানন্দ সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

"অদ্বৈত প্রভুর শক্তি হয় শ্যামানন্দ।
যার কৃপায় উৎকলীয়া পাইল আনন্দ॥" (২১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথদেবের পূজা-পদ্ধতির সংস্কার করিয়া ও সঙ্কীর্ত্তনানন্দে পুরীতীর্থ মগ্ন করাইয়া যে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত

(২০) Rai Saheb D. C. Sen's Vaisnava literature of mediaeval Bengal, pp. 162-163.

(২১) Quoted in ibid. p. 15.

করিয়াছিলেন, তাহার স্থায়ী স্মরণচিহ্ন-স্বরূপ, শুধু জগন্নাথ-মন্দিরে কেন, 'সমগ্র উৎকলদেশেই অসংখ্য চৈতন্যমূর্ত্তি' বিগ্রহরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। 'এই অঞ্চলে প্রধান প্রধান পল্লীতে জগন্নাথদেবের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবও পূজিত হইয়া থাকেন।' (২২)

রাজা রাজেন্দ্রলালের জীবিতাবস্থায় এরূপ আট শত সংখ্যক চৈতন্যদেবের মন্দির উড়িষ্যায় প্রতিষ্ঠিত ছিল (২৩)। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তাঁহার পারিষদগণের মধ্যে কেহ কেহ পুরীতেই অবস্থান করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে গদাধর পুরীতীর্থেই দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস পুরীতে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করেন। গদাধর ভাগবত গ্রন্থ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞরূপে পরিচিত ছিলেন। চৈতন্যের স্বপ্নাদেশ মতে শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত ভাগবত গ্রন্থ (পুঁথি) পুরী আনীত হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন (২৪)। শ্রীনিবাস চৈতন্যের অবতাররূপে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি অথবা গদাধর শ্রীমন্দিরের সহিত যে বিশেষরূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কালে শ্রীমন্দিরের পূজা-পদ্ধতিতে আর একবার পরিবর্ত্তন সংসাধিত হওয়ার কথা শুনা যায়, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন কত দূর স্থায়ী হইয়াছিল, বলিতে পারি না। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে

(২২) শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পুরী-তীর্থ', পৃঃ ৯৮।

(২৩) "The memory of the reformer is held in the highest veneration and there are upwards of 800 temples devoted to his worship in Orissa."—Antiquities of Orissa, Vol. II.p. 111.

(২৪) Rai Saheb D. C. Sen's The Vaisnava literature of mediaeval Bengal, p. 89.

রাজা বীরকিশোরদেবের রাজ্যের ২৩ অঙ্কে মহারাষ্ট্রীয় 'বর্গি' চিমাবাবু উড়িষ্যা প্রদেশ অধিকার করেন। তাঁহার গুরু ব্রহ্মচারী বাবা জগন্নাথদেবকে এরূপ অনেক দ্রব্য নিবেদন করিয়াছিলেন, যাহা পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে গ্রহণ করার পদ্ধতি ছিল না (২৫)। বর্গীদিগের এই গুরু-বাবাই মন্দিরের পশ্চিমস্থ দ্বার উন্মোচন করাইয়া দেন এবং কোনারকের মনোহর অরুণ-স্তম্ভটি তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে পুরীতে আনীত হইয়া সিংহদ্বার-সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২৫) Brij Kishore Ghose's The History of Pooree, pp. 67-68.

কোম্পানীর আমলে পুরীতীর্থ।

পুরীতীর্থের প্রাধান্য বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও যে কোন অংশে ন্যূন ছিল না—এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। শ্রীরামপুরের সুবিখ্যাত পাদরী ডাক্তার কেরী অনুমান করিয়াছিলেন যে, পুরীতীর্থে প্রতিবৎসর ন্যূনকল্পে অন্ততঃ দ্বাদশ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ডাঃ কেরী বলিয়াছেন, পুরুষোত্তমে বার মাসে তের পর্ব্ব এবং কোন বারেই যাত্রীর সংখ্যা এক লক্ষের কম হয় না; বরং কোন কোনও বার ছয় লক্ষও হইতে দেখা যায় (১)। এই সকল তীর্থদর্শকগণ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করে। আট শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী কাবুল হইতে, এমন কি, কান্দাহার (২) হইতেও যে যাত্রিগণ আসিয়া থাকে, এ কথা ডাঃ ক্লডিয়স বুকানান নামক খৃষ্টিয়ান মিসনারীর রচিত পুস্তকেই দেখা গিয়াছে। এই লেখক বলিয়াছেন 'নানা বর্ণের নানা জাতির লোক পুরুষোত্তম দর্শনে আসিত; জাতিবর্ণ-বিরহিত ব্যক্তিগণও যে না আসিত, এমন নহে'। (৩) ডাঃ বুকানান

---

(১) Periodical accounts of Baptist Mission, no. xxiii (quoted in 'An Apology for Promoting Christianity in India' by the Rev. Claudius Buchanan, London, 1813).

(২) প্রাচীন গান্ধার রাজ্য।

(৩) An Apology for Promoting Christianity containing two letters addressed to the Hon'ble the East India Company concerning the idol Juggernauth. p. 43.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী পরিদর্শক (Vice-Provost) ছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৮১৩ খৃঃ অব্দের মে ও জুন মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গের নিকট ভারতে খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে দুইখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই পত্রদ্বয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের কথাও আলোচিত হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই প্রকৃতিপুঞ্জের ধর্ম্মমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পরাঙ্মুখ। মিসনারী-গণ এতদ্দেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোনও রূপ কঠোর বা গ্লানিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের অসন্তোষ উৎপাদন করেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের তাহা অভিপ্রেত ছিল না। ধর্ম্মমত বিষয়ে উদার নৈতিক পন্থাবলম্বনের জন্য স্বয়ং প্রথম লর্ড মিণ্টোও অযথা আক্রমণ হইতে রক্ষা পান নাই। (৪) ১৮০৬ খৃঃ অব্দে জগন্নাথ-মন্দিরের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে যখন আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য জর্জ্জ উড্নি (George Udny Esqr.) তাহার কয়েকটি প্রস্তাবিত বিধি সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ও বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণের বেতন দানের ভার গ্রহণ করিলে পৌত্তলিকতার বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়া হইবে এবং এ প্রথা একরূপ চিরস্থায়ী ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। তিনি প্রস্তাব করেন, মন্দিরের পুরোহিত পাণ্ডাদিগের হস্তেই মন্দির সংক্রান্ত সমস্ত

(৪) East India Papers printed by the order of the House of Commons no. 1402 pp. 74-79 quoted by Dr. Buchanan, App. I. p. 129.

কার্য্যের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হউক ; তাহারা পূর্ব্বপ্রচলিত হারে যাত্রীদিগের নিকট প্রাপ্য আদায় করিতে থাকুক ;—কর্ত্তৃপক্ষ কেবল নজর রাখিবেন, যেন কাহারও প্রতি কোনও রূপ জুলুম বা অন্যায় অত্যাচার না হয়। মন্দিরের যে আয় আছে, তাহা হইতে যদি প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে বরং যাত্রীদের উপর যে ট্যাক্স বা কর বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা অৰ্দ্ধেক ছাড়িয়া দেওয়া হউক। এই পরিত্যক্ত অৰ্দ্ধেক কর উঁহারা নিজেরা বুঝিয়া লইয়া, উহা হইতে মন্দির সংরক্ষণ ও মন্দির-সংশ্লিষ্ট বেতনভোগাদিগের বেতনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করুক। গবর্ণ-মেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা যে ট্যাক্স যাত্রিগণের নিকট হইতে আদায় হইবে, তাহা সমস্তই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিয়োজিত হউক। ১৮০৬ খৃঃ অব্দের ৩রা এপ্রিলের বঙ্গীয় আইন সংক্রান্ত মন্ত্রণাদির বিবরণীতে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়। পরে উহা ইংলণ্ডীয় মহাসভার আদেশ ক্রমে ভারতীয় সরকারী কাগজ-পত্রের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল (৫) মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্লী শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে মত না দিলেও মিষ্টার উর্দ্নির এ মন্তব্য তৎকালে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য এই 'যাত্রীকর' (pilgrim tax) উঠিয়া যায়। ডাঃ বুকানান লিখিয়াছেন, তাঁহার পুরী যাইবার দুই মাস পূর্ব্বেই পুরী মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যাদির পরিচালন বিষয়ক আইন পাস হইয়া যায় এবং মন্দিরের পুরোহিতদিগকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বেতন বা

(৫) Taken from the East India Papers No. 194 p. 41 Dr. Buchanan's Appendix No. IV. p. 157.

বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় (৬)। ১৮০৯ সালে চার্লস বুলার পুরীতে আসেন। মিষ্টার বুলার সহৃদয় কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়াই বিবেচনা হয়; কিন্তু দেখিতে পাই, তিনিও যাত্রীদিগের উপর ট্যাক্স উঠাইয়া দিবার বিরোধী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, ১৮০৫ সালে ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়ায় অনেক নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি জগন্নাথ দর্শনার্থ আগমন করে; উহাদিগের মধ্যে কিয়ৎসংখ্যক লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই সকল নিঃস্ব যাত্রীদিগের দুরবস্থা হেতু পথের দৃশ্য বড়ই ভীষণ হইয়া পড়ে। রাজপথ স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কালে পূর্ণ হইয়া উঠে (৭)। কিন্তু ট্যাক্স বসাইয়াও যাত্রীর সংখ্যা বিশেষ কমে নাই। স্মিথ ও গ্রিন্ নামক ব্যাপ্‌টিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত দুই জন পাদরীর বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা এত বেশী তীর্থদর্শককে কটকে নদী পার হইতে দেখিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে দেখিয়া আক্রমণকারী ফৌজ বলিয়াই মনে হইয়াছিল এবং পুরীতীর্থে এদেশী স্ত্রীলোক, বালক বালিকা ও পুরুষদিগের এরূপ বিশাল জনতা হইয়াছিল যে মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় ঠেলাঠেলিতে নীচে পড়িয়া গিয়া প্রায় ১৫০ জন পদদলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বারাকপুর হইতে কটক পর্য্যন্ত যে সকল স্থানে ছাউনি বা সৈন্যনিবাস ছিল, তথাকার প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ন সৈন্যদলের অন্তর্গত প্রত্যেক ফৌজী কোম্পানী (৮) হইতে ১০ জন করিয়া সিপাহিকে মন্দির দর্শন করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। সেবার উৎকল দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং বহু-

(৬) Ibid p. 26.
(৭) Ibid pp. 36—37.
(৮) ১২০ জন সৈনিকে একটী কোম্পানী গঠিত হয়।

সংখ্যক যাত্রী ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণত্যাগ করে। পাদরী দুইজন এই সকল যাত্রীদিগের অনেকের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সদুপদেশ মোটেই ফলবতী হয় নাই—সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল, 'মরি কিম্বা বাঁচি, মরিবার পূর্ব্বে একবার জগন্নাথ দেবকে দেখিবই দেখিব।' অনেকে রথের চাকার তলায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন করে।

ইঁহারা মৃত ব্যক্তিগণের যে মোট সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এরূপ অধিক যে, স্বয়ং ডাঃ বুকানানকেও বলিতে হইয়াছে, যে সম্ভবতঃ তাহা অত্যুক্তিদুষ্ট দোষ এবং বোধ হয়, দেশীয় ব্যক্তিদিগের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াই ইঁহারা এইরূপ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন।

ডাঃ বুকানান শেষে বলিয়াছেন যে যদি এই মৃত্যু তালিকার দুই-তৃতীয়াংশও বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও এই লোমহর্ষক ঘটনার ভীষণতার কিছুমাত্র লাঘব হইবে না। রেল হইবার পূর্ব্বে হাঁটা পথের যাত্রীদের যে অনেক সময় কষ্টের অবধি থাকিত না, তাহা অস্বীকার করিবার নহে। যাহারা কখনও আপন গ্রাম সীমানা ছাড়াইয়া অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, বিদেশে অসহায় অবস্থায় অনভ্যস্ত পথিশ্রম সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা অনেকেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িত ; বিশেষতঃ কোমলাঙ্গী অবরোধবাসিনী রমণীগণের বাতাতপ সহ্য করিয়া, ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া, পুরুষদিগের সহিত একত্রে সমগতিতে হাঁটিয়া চলা যে কিরূপ প্রাণান্তকর হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। উল্লিখিত বাদানুবাদের প্রায় ষাট বৎসর পরে হাণ্টার তাঁহার বিখ্যাত উড়িষ্যা বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দরিদ্র যাত্রীদিগের প্রায় একসপ্তমাংশ প্রতি বৎসর

মৃত্যুমুখে পতিত হয়; ইহাদিগের আনুমানিক সংখ্যা দ্বাদশ সহস্রের কম নহে (৯)। হাণ্টার ভারতের বিভিন্ন দেশীয় স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীদিগের বিচিত্র বেশ-ভূষা ও যান-বাহনের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা বড়ই মনোমদ (১০)। পশ্চিমাঞ্চলের 'জনানা'বাহী গরুর গাড়ীগুলি একবারে ঘেরা টোপে ঢাকা—যানসংলগ্ন বলীবর্দ্দগুলি তেজস্বী ও বৃহদাকারের; বাঙ্গালা দেশের 'বলদ'গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র,—গাড়ীর 'ছই'য়ে অনেকগুলি ছিদ্র—তাহার ফাঁক দিয়া কুতূহলী রমণীদিগের কৃষ্ণতার চক্ষু প্রায়ই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোথাও কলিকাতার অর্থশালী শ্রেষ্ঠী চলিয়াছেন সপরিবারে পাল্কী হাঁকাইয়া, আর কোথাও দিল্লী অঞ্চলের পাজামা-পরা কুলনারী টাটুর উপর চড়িয়া চলিয়াছেন আর স্বামী বেচারী নিরীহ ভদ্রলোকটির মত লাঠি হাতে পাশে পাশে হাঁটিয়া চলিয়াছে। রাজরাজাড়া তীর্থযাত্রী হইলে হস্তী উষ্ট্র অশ্ব লোক লস্করের অন্ত থাকিত না। দিনের বেলা দলবদ্ধ হইয়া পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রিতে সকলেই 'চটী'তে বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করিত। মধ্যযুগে চসার (Chaucer) কবির বর্ণিত কাণ্টারবারীগামী যাত্রিগণও এইরূপে এক সঙ্গে গমনাগমন করিয়া তীর্থ ভ্রমণ যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক করিতে চেষ্টা পাইত। পূর্ব্বকালের তীর্থদর্শনাদি উপলক্ষে বিদেশ ভ্রমণের এই যে একটা romantic দিক্ ছিল, তাহা আমরা ইতিমধ্যেই ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছি। বঙ্গদেশের কোনও আধুনিক কবি বা চিত্রকর অতীত যুগের এ চিত্র অঙ্কন করিতে প্রয়াসী হয়েন নাই; কিন্তু যখন স্মরণ হয়, দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটের একঘেয়ে আনাগোনায় সেই লোমহর্ষক

(৯) Hunter's Orissa vol. I. p. 156.
(১০) Ibid p. 139.

বাৎসরিক মৃত্যু-সংখ্যাও লোপ পাইয়াছে, তখন আর পূর্ব্বের সেই বৈচিত্র্যের অভাব হেতু দুঃখ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে পথিক্লেশ সহ্য করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিলেও যাত্রিগণের কষ্টের অবধি থাকিত না। স্থানাভাবে অনেকে পথিপার্শ্বে ও সমুদ্র সৈকতে আশ্রয়গ্রহণ করিত। বর্ষার বারিপাতে কর্দ্দমাক্ত হইয়া অনেকে রাজপথের উপরই পড়িয়া থাকিত। যাহারা যাত্রীদিগের 'ভাড়াটিয়া' আবাসগৃহে অর্থ ব্যয় করিয়া আশ্রয় লইত, তাহাদিগকেও আপদ্ বিপদ্ বড় কম সহ্য করিতে হইত না। অনেক স্থলে এই সকল সংকীর্ণ অপরিচ্ছন্ন স্থানেই সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হইত।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতার লর্ড বিশপ পুরীতীর্থে যাত্রীদিগের অবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমি 'মৃত্যুর উপত্যকা' (Valley of Death) দর্শন করিয়াছি, এই বিভীষিকার বর্ণনা করা যায় না"। খৃঃ ১৮৬৭ সালের পূর্ব্বে পুরীতে কোন স্বাস্থ্য-পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারী (Health Officer) ছিল না। ১৮৬৬ সালে যাত্রি-নিবাস সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয় এবং ১৮৬৭ সালে উহা কতকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া আইনরূপে বিধিবদ্ধ হয়।

ডাঃ বুকানান যে জগন্নাথ তীর্থ বিষয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যাত্রীদিগের মৃত্যু-সংখ্যাই তাহার একমাত্র কারণ নহে। তিনি রথযাত্রাকালে দুই জন লোককে চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহা হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদির নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রমাত্মক ধারণা জন্মে। চার্লস বুলার ইহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, ১৮০৯

সালে রথযাত্রায় মাত্র একজন লোক রথচক্রে পেষিত হইয়া স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জ্জন করে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ আত্মহত্যা নিবারণ করা সম্ভব নহে, যেহেতু যে ব্যক্তি এইরূপে প্রাণত্যাগ করিবে, সে নিজের অভিসন্ধি পূর্ব্ব হইতে কাহারও নিকট ব্যক্ত করে না এবং পূর্ব্ব হইতে স্নান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার দ্বারা আপনাকে পবিত্র করিয়া লয় না; সুতরাং জনসঙ্ঘের ভিতর এইরূপ ব্যক্তিকে হঠাৎ বাধা দেওয়া সম্ভবপর নহে। পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা এইরূপ আত্মহত্যায় যে কাহাকেও উৎসাহিত করেন না, তাহা বুলার বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। জগন্নাথের রথচক্রে নরহত্যা সম্বন্ধে এই যে বিশ্বাস, তাহা সাধারণ ইংরাজদিগের মন হইতে সহসা দূরীভূত হয় নাই। হাণ্টারকেও ইহার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন যে, রক্তপাত ও জীবহত্যা বৈষ্ণব ধর্ম্মে বড়ই নিন্দার্হ; তবে কখনও কখনও রোগ-যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট বা ধর্ম্মোন্মাদনায় উন্মত্ত হইয়া দুই এক ব্যক্তি এইরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

ডাঃ বুকানানোর অপর অভিযোগ রথযাত্রা সংক্রান্ত অশ্লীলতা-ঘটিত। তিনি একজন পুরোহিত ও একজন বালককে রথযাত্রা-কালে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিতে দেখিয়াছিলেন, আর লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন যে, জনৈক পুরোহিত রথের উপর দাঁড়াইয়া অশ্লীল গান করিতেছে এবং হস্তস্থিত দণ্ড সাহায্যে নানারূপ জুগুপ্সিত ভঙ্গী করিতেছে। প্রকাশ্য ভাবে এ অশ্লীলতার অভিনয় সম্বন্ধে তিনি ঘোর প্রতিবাদ করেন। ইহার উত্তরে বুলার বলিয়াছিলেন, এই সকল গান 'কবি' নামে প্রসিদ্ধ এবং রথযাত্রা-কালে কাহাকেও তিনি কোনওরূপ আপত্তিজনক অঙ্গভঙ্গী করিতে দেখেন নাই।

বুকানানের গ্রন্থ প্রকাশের ৩১ বৎসর পর স্বর্গীয় ব্রজকিশোর ঘোষ তাঁহার পুরীর ইতিহাস গ্রন্থে পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীর (indelicate gestures) কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১১) সুতরাং এ অভিযোগ মানিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। কৃষ্ণ-লীলার শৃঙ্গাররসাত্মক সঙ্গীত যথাযথ অনুবাদ করিলে বিদেশীয়ের নিকট কোনও কোনও স্থান যে অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণবগণ 'মধুর' ভাব যে কি অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর সহজে বুঝা সম্ভব নহে। ডাঃ বুকানান এই প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীস ও মিসরের লিঙ্গপূজা সংক্রান্ত সঙ্গীতাদির (Phallica Asmata) উল্লেখ করিয়াছেন। সংরক্ষণপন্থী ভারতবর্ষেও প্রাচীন প্রথা সহজে লুপ্ত হইতে চাহে না। প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রামে দুর্গা পূজার বিজয়ার দিন প্রকাশ্য রাজপথে অশ্লীল গীতাদি গীত হইতে শুনিয়াছি; অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছিলাম, কেবল ঐ দিনই এই শ্রেণীর ইতরভাবাপন্ন সঙ্গীত গীত হয়। শিক্ষাবিস্তারের সহিত এ প্রথা এত দিনে লুপ্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বুকানান গবর্ণমেণ্টের জনৈক উপরিতন কর্ম্মচারীকে রথযাত্রায় অশ্লীলতার কথা জানাইয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মযাজককেও (Senior chaplain) পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি ইহা এইরূপে সাধারণের গোচরে আনায় কর্ত্তৃপক্ষ নাকি এইজন্য নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের সদস্য মিঃ গ্রাহাম, হাউস্ অফ্ কমন্স সভায় যে সাক্ষ্য দেন, তাহা

---

(১১) The History of Pooree p. 41.

হইতে গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কোনও রূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপই অনুমান হয়, সুতরাং রথযাত্রায় অশ্লীলতা বর্জ্জন বিষয়ে তাঁহার এতৎসম্বন্ধীয় চেষ্টা যে কতকাংশে কার্য্যকরী হইয়াছিল, বুকানান এইরূপই ইঙ্গিত করিয়াছেন (১২)। তিনি ইসেরার (ঋষ্‌ড়ার) রথগাত্রে অশ্লীল চিত্রাদি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং কর্দিনারের সিংহলের ইতিহাস হইতে অবগত হইয়াছিলেন যে, দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরমের রথের উপরিভাগেও এইরূপ বহুবিধ কামলীলার পরিচায়ক বীভৎস চিত্রাদি অঙ্কিত আছে। কর্দিনার লিখিয়াছেন, এই স্থানের রথযাত্রা উপলক্ষেও স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কার জনিত মত্ততার বশবর্ত্তী হইয়া রথচক্রতলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাকে। (১৩) তাই রথযাত্রা সম্বন্ধে ডাঃ বুকানানের কতকটা বিকৃত ধারণা জন্মিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি বোধ হয়, পাওলিনোর (Paolino) পন্থানুসরণ করিয়া রথযাত্রা ও গ্রীক দেবতা বেকসের সম্মানে অনুষ্ঠিত য়ুনানী পর্ব্বের (Feast of Bacchus) সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১৪)। কোম্পানীর আমলে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলন যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন হিন্দু

(১২) An Apology for promoting Christianity, p. 26.

ডাঃ বুকানান্ নিজ পত্রে শুধু রথের অশ্লীল চিত্রাদির কথা নহে, জগন্নাথের মন্দিরের শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্যের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে বুলার বলেন যে, এই সকল ভাস্কর্য্য এরূপ ভাবে ক্ষোদিত যে, কেহ না দেখাইয়া বা না বুঝাইয়া দিলে উহা সহজে নজরে পড়ে না। পাশ্চাত্য খণ্ডের প্রাচীন ভাস্কর্য্যেও যে এরূপ শিল্প-নিদর্শনের অভাব নাই, বুলার সে কথাও উল্লেখ করেন।

(১৩) Cordiner's History of Ceylon vol. II. p. 16 (quoted by Dr. Buchanan).

(১৪) Paulinus's Voyage to the East Indies, translated from German by W. Johnstone, London p. 390.

ও গ্রীক দেবতাদিগের সমন্বয়-সাধন একটা ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল ; তাই দেখিতে পাই, এই ত্বরান্বিত সাদৃশ্যানুসন্ধান ফলে শিব ও বেকাস্ দেবতার উপাসনার তথাকথিত সাদৃশ্য (১৫) বৈষ্ণব রথযাত্রাতে ও নিঃসঙ্কোচে আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর সে যুগ নাই। আর জন্ কোম্পানীর আমলের ন্যায় ইংরাজ দর্শকগণ সরকারী কাছারীর বারান্দায় বসিয়া জগন্নাথের বিশ্ববিশ্রুত রথের প্রতি কৌতূহল ও আতঙ্কের সহিত চাহিয়া থাকেন না। শিক্ষা-বিস্তারের ফলে আধুনিক সভ্যতার দোষগুণ উড়িয়া ব্রাহ্মণ-সমাজেও প্রবেশ লাভ করিতেছে—এখন আর পাদরী "সাহেবেরাও" 'পাণ্ডা' দেখিলেই অশ্লীলতা বা নিষ্ঠুরতার প্রতিরূপ বলিয়া মনে করেন না। এখন উড়িয়া রাজকর্ম্মচারীই মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত ; মন্দিরে শান্তিরক্ষক পুলিসের পৃথক্ ব্যবস্থা। পুরী এখন 'গল্‌গথা' (Golgotha) অথবা মৃত্যু উপত্যকা বলিয়া পরিচিত নহে এখন ইহা ভারতের অন্যতম স্বাস্থ্য-নিবাস। সরকারের অর্থে, বদান্য হিন্দুর দানে, যাত্রীদিগের পৃথক্ চিকিৎসালয়ও ধর্ম্মশালাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ একবারে বিলুপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু এখন আর পুরীর রাজপথ মরণাহত পথিকের আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত নহে। যাত্রীদিগের উপর পূর্ব্বের ন্যায় কোনও অত্যাচার হয় না। এখনও অবশ্য সংস্কার করিবার, উন্নতি করিবার, বহু বিষয় বিদ্যমান, কিন্তু আমরা পশ্চাতে ফিরিয়া স্বর্ণযুগের অনুসন্ধান করিয়া যেন সম্মুখেই তাহা দেখিতে পাই।

(১৫) Asiatic Researches vol. VIII. p. 50.

প্রত্যাবর্ত্তন।

এ বার জিনিস কেনার পালা। মন্দিরের বাহিরে মাল্য, 'কলি', পট প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। নিকটে টাকা-পয়সা ভাঙ্গাইবার স্থানও আছে; তবে ঈশা-বিতাড়িত বাইবেলের money-changer বা পোদ্দারদিগের ন্যায় ইহারা মন্দিরাভ্যন্তরে স্থান পায় নাই।

পুরী তীর্থের প্রভাব সমগ্র ভারতে বিস্তৃত। দেখিলাম, সুদূর পুরুষপুর (পেশোয়ার) হইতে কয়েক জন পাঠান-বেশী "বেণিয়া" জগন্নাথ-দর্শন করিতে আসিয়াছে। আমরা কয়েকটি মালা, সোপ্‌ষ্টোনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাধাকৃষ্ণ ও মহাবীর-মূর্ত্তি এবং প্রস্তরবৎ মৃত্তিকায় নির্ম্মিত জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলদেবের মূর্ত্তি-সম্বলিত কয়েকটি votive tabletএর ন্যায় খেলানা খরিদ করিলাম। দেখিলাম, এই মৃৎফলকগুলির উপরিভাগে এক-একটি মন্দিরও অঙ্কিত রহিয়াছে; তবে শ্রীমন্দিরের সহিত উহার বিশেষ কোনও সাদৃশ্য নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে বাঁকিপুরের নিকট কুমড়া-হারে প্রাচীন বোধগয়ার মন্দিরের চিত্রসংযুক্ত একখানি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্লাক্ (plaque) ডাঃ স্পুনার (Dr. Spooner) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহার প্রতিকৃতি বিহার ও উড়িষ্যাদেশীয় প্রত্নানুসন্ধান-সমিতির পত্রিকার (Journal of the Bihar and Orissa Research Society) প্রচ্ছদপটে দেখা যায়। সে কালেও বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ এইরূপ মন্দির দর্শন করিতে আসিয়া দেবতা ও মন্দিরের প্রতিকৃতিযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃণ্ময় স্মরণ-চিহ্ন কিনিয়া লইয়া

যাইতেন। কোন সুদূর ভবিষ্যতে হয় ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ পুরুষোত্তম-তীর্থের এই সকল মৃণ্ময় ফলক-নিহিত মন্দির-চিত্র দেখিয়া জগবন্ধুর মন্দিরের কল্পনা করিতে চেষ্টা করিবেন!

আনন্দবাজারে 'আটিকা' প্রসাদ বিক্রয় হইতেছিল। প্রসঙ্গ-ক্রমে পুরীতে অন্ন গ্রহণ সম্বন্ধে জাতিভেদাত্মক নিষেধ প্রভৃতি না থাকার কথাও আলোচিত হইল। জনৈক বন্ধুবর জানাইলেন, পুরীতে অন্নগ্রহণ-প্রথা সম্বন্ধে যে উদারতা আছে, তাহা কেবল মন্দিরের রন্ধনশালায় প্রস্তুত অন্নভোগের প্রতি প্রযোজ্য। ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়া পবিত্রজ্ঞানে আমরা এখনও মাথায় হাত মুছিয়া থাকি। বর্ণভেদ সম্বন্ধে এরূপ উদারতা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজদেবের ও অনন্তবাসুদেবের প্রসাদ এবং তৈলঙ্গে শেষগিরিস্থিত বেঙ্কটরামের অন্নপ্রসাদ ভক্ষণের সময়েও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে (১)। দেবনিবেদিত অন্ন একত্রে স্পর্শদোষনির্ব্বিশেষে আহার করা যে বৌদ্ধতীর্থেরই বিশেষত্ব নহে, এ মন্তব্য আমাদিগের "চলিষ্ণু" বন্ধু-সভায় প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হইল।

এ দিকে কথায়-বার্ত্তায় মন্দির-দর্শন শেষ করিতে প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পথে চর্ম্মকার-বীথি। গ্রীক আরিয়ান (Arrian) বহু পূর্ব্বে ভারত-বাসিগণের যে শ্বেত পাদুকার কথা বলিয়াছিলেন, হয় ত তাহাই অদ্যাপি উড়িষ্যাদেশে নির্ম্মিত হইতেছে (২)।

---

(১) শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়কৃত 'ভারত-প্রদক্ষিণ', পৃঃ ৩।

(২) Prof B. K. Sarkar's Positive background of Hindu Sociology, p. 261.

পৃঃ ১০, পুরীর কথা।

উৎকলে দক্ষিণী বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

আমরা পুরীর কথার প্রথম অধ্যায়ে পুরীতীর্থের সহিত দক্ষিণী রামায়েৎ সম্প্রদায়ের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরঙ্গ রায়ের অহোবলম্ লিপিতে শ্রীপরাঙ্কুশ মহামুনি নামক বৈষ্ণব গুরুর উল্লেখ আছে। উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব ইঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তি-মান্ ছিলেন। মুকুন্দদেবের সাহায্যে পরাঙ্কুশ পুরুষোত্তম তীর্থে (জগন্নাথ ক্ষেত্রে) বৈষ্ণব আড়োয়ার (Alvars) দিগের দেবমূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১)। বাসন্তিকা-পরিণয় নামক সংস্কৃত নাটক হইতেও এ সকল কথা জানা গিয়াছে। মুকুন্দদেব (মুকুন্দ হরিচন্দন) বিজয় নগরের অলিয় রাম রায়ের (Aliya Rama Raya) সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন সুতরাং দক্ষিণ দেশীয় গুরুর প্রতি উৎকলরাজের এ অনুরক্তি নিতান্ত অহৈতুকী না হওয়াই সম্ভব।

পৃঃ ৩০, পুরীর কথা।

উৎকলের পঞ্চতীর্থ।

ব্রহ্মপুরাণ মতে "মার্কণ্ডেয় হ্রদ, অক্ষয় বট, কৃষ্ণ বলরাম, মহো-দধি ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এই পাঁচটীর নাম পঞ্চতীর্থ" ("মার্কণ্ডেয়ং

(১) Ayyangar's Sources of Vijayanagar History, p. 233.

বটং কৃষ্ণং রৌহিণেয়ং মহোদধিম্। ইন্দ্রদ্যুম্নসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থবিধিঃ স্মৃতঃ॥’) (২)। জ্যৈষ্ঠ মাসের জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযোগে পুরুষোত্তমে গমন করিয়া এই পঞ্চতীর্থে যে সকল বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা পুরাণকার ষষ্টিতম অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণে কোণার্ক মন্দিরের উল্লেখ আছে সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণমতে এ গ্রন্থের কিয়দংশ খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত হওয়াই সম্ভব। মার্কণ্ডেয় হ্রদ ইহার কতকাল পূর্ব্বে নিখাত হইয়াছিল তাহা স্থির করা সম্ভব না হইলেও উহার তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি যে খৃঃ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

পৃঃ ৩৬, পুরীর কথা।

কাঞ্চী কাবেরী অভিযান।

গোপীনাথপুরলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে কপিলেন্দ্র অথবা কপিলেশ্বর দেব, কর্ণাট, কলবরগা, মালব, গৌড় ও ঢিল্লী (দিল্লী ?) দেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। উড়িষ্যারাজের, মালব অথবা বিদর রাজ্য আক্রমণ, ফেরিস্তার মত ধরিতে গেলে, ১৪৬১ খৃষ্টাব্দের কথা (৩)।

উড়িষ্যারাজ কপিলেশ্বরদেব ও পুরুষোত্তমদেব যে কর্ণাট নামে খ্যাত বিজয়নগর রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব সীমার কিয়দংশ তাঁহাদিগের

---

(২) ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬০ অধ্যায়, পৃঃ ২৮৫।
(৩) J. A. S. B. Vol LXIX, 1900, pp. 2-3.

নিজ অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহা বিজয়নগর রাজ্যের ইতিহাস হইতেও অবগত হওয়া যায়। উৎকলের এই নৃপতিদ্বয়ের সহিত সম্রাট সালুভ নরসিংহের যে যুদ্ধ ঘটে তাহাতে নরস (নৃসিংহ) ও ঈশ্বর নামক সেনাপতিদ্বয় তাঁহার অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার কাঞ্চী-কাবেরী পুঁথির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে উড়িয়াদিগের ঔদ্ধত্যের জন্যই সালুভ নরসিংহকে এই যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল (৪)। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব কর্ণাট-রাজ কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার কন্যা তুক্ককে বিজয়ী শত্রুর হস্তে সমর্পণ করেন। এ বিবাহ মঙ্গলপ্রসূ হয় নাই। উৎকল রাজকন্যা পরবর্ত্তিকালে স্বামী কর্ত্তৃক অনাদৃতা হইয়া যে শ্লোকপঞ্চক রচনা করিয়াছিলেন তাহা সম্প্রতি অধ্যাপক আয়েঙ্গার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পৃঃ ৩৯, পুরীর কথা।

শিশু ও জননীর চিত্র।

'রূপম্' নামক ত্রৈমাসিক পত্রে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষয়ক শিশু ও জননীর (গোপাল ও যশোদার) চিত্রাদির আলোচনা প্রসঙ্গে (৫) শ্রীযুক্ত সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে মাতৃমূর্ত্তির প্রাচীনতম উদাহরণ ক্রীট দ্বীপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতে মাতৃভাবের দ্যোতনা বড়ই রহস্যময়। সদ্ধর্ম্মের অপূর্ব্ব মহিমায় শিশুহন্ত্রী যক্ষিণী হারিতী শিশুদিগের অধিষ্ঠাত্রী

(৪) Sources of Vijaynagar History, pp. 143, 145.

(৫) Rupam, April, 1920, p. 14.

দেবীর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। গান্ধারের বৌদ্ধভাস্কর্য্যে শিশুবেষ্টিতা হারিতীর যে জননীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা খৃষ্টীয় শিল্পের শিশু-যিশু ও মেরী মাতার পরিকল্পনার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। অধ্যাপক ফুসের ন্যায় প্রতীচ্য-শিল্প-বিশারদ অভিজ্ঞ ব্যক্তিও এ কথা স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। হিন্দু শিল্পের প্রথম যুগে মাতৃমূর্ত্তির পরিকল্পনা দুই একবার মাত্র দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে—যথা উড়িষ্যার শিল্পকলায়—এই ছাঁচের মুর্ত্তির আরও কয়েকটি নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাগবত গ্রন্থের প্রভাব-ফলে কৃষ্ণ-কাহিনীর সহিত বিজড়িত হইয়া মূল পরিকল্পনাটি চিত্তাকর্ষকভাবে সৌন্দর্য্য-সম্পদে সুমণ্ডিত হইয়া উঠে। জনপ্রবাদে বা সাধারণ্যে প্রচলিত কথাসংগ্রহে কৃষ্ণবিষয়ক যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, বালকৃষ্ণের লীলা-কাহিনীর ন্যায় অপর কোনগুলিই সেরূপ মধুর ও 'কবিত্বময়' নহে। পুরী মন্দিরের এ বাৎসল্যরসের চিত্রটি (চিত্র ৫, পৃঃ ৩৯) কৃষ্ণ ও যশোদার মূর্ত্তি কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। শিখিপুচ্ছ অথবা দেবলক্ষণাদিজ্ঞাপক কোনরূপ চিহ্ন পরিদৃষ্ট না হওয়ায় আমরা উহা মানব শিশু ও মানব জননীর মূর্ত্তি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। ইউরোপ খণ্ডে বাইজাণ্টাইন, গথিক্, ইতালীয় প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পধারার ভিতর দিয়া বিভিন্ন যুগে বাৎসল্যরসের বিকাশ ঘটিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে, পোলাণ্ডবাসী চিত্রকর বার্ণার্ড মেনিনৃস্কি মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া মাতৃগর্ব্বশূন্যা পাশ্চাত্য রমণীসমাজেও যশস্বী হইয়াছেন। কাঙ্গড়ার রাজপুত চিত্রশিল্পে বৈষ্ণব মাতৃমূর্ত্তির কয়েকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আধুনিক সমালোচক-দিগের প্রশংসালাভ করিয়াছে।

পৃঃ ৫৪ পুরীর কথা।

বৈদিকযুগে স্তূপ নির্ম্মাণ।

বৈদিকযুগে স্থাপত্য বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে প্রাচীনকালে যজ্ঞশালাদির ন্যায় আবাসগৃহ প্রভৃতিও চাটাই (দরমা), বাঁশ, খড় (mat and thatch) প্রভৃতির উপকরণে নির্ম্মিত হইত। প্রাচীন ভারতে শবদাহের পর মৃতব্যক্তির দেহাবশেষ মৃৎপাত্রে রক্ষা করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইত এবং ইষ্টক দ্বারা চিতির উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইত। ইষ্টকের ব্যবহার যে তৎকালে অজ্ঞাত ছিল না ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। ডাঃ ডবলিউ কালাণ্ড প্রাচীন ভারতে মৃতদেহের সংকারবিষয়ক গ্রন্থে (৬) এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত তাহা হইতেই সঙ্কলিত হইল। মৃতদেহ সমাহিত করা অথবা তদুপরি কোনও প্রকার স্মৃতি-চিহ্ন ('শ্মশান') নির্ম্মাণ মৃতব্যক্তির আত্মীয়-গণের ইচ্ছাধীন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। যে সকল ক্ষেত্রে উহা নির্ম্মিত হইত তথায় তৎপরে এতৎসংক্রান্ত শান্তিকর্ম্মও অনুষ্ঠিত হইত। ডাঃ কালাণ্ড নিজেই স্বীকার করিয়াছেন মৃতদেহের সংকার সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির এই অংশ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা দুরূহ, যেহেতু তৈত্তিরীয়, কৌশিক, কাত্যায়ন সূত্র প্রভৃতি কয়েক-খানি মাত্র গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং টীকাকারগণের টীকা ভাষ্যাদি হইতেও এসম্বন্ধে বিশেষ কিছু সাহায্য মিলে না। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ এ বিষয়ের মোটেই আলোচনা করেন নাই।

(৬) Die Altindischen Todten-und Bestattungsgebrauche.

সুতরাং ডাঃ কালাণ্ডের বৃত্তান্ত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হউক বা না হউক উহা যে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

আহিতাগ্নিক ব্রাহ্মণের জন্য 'লোষ্ট্রচিতির' ব্যবস্থা কাত্যায়নের শ্রৌত সূত্রে ও কৌশিক সূত্রে দেখা যায়। হিরণ্যকেশী কল্পসূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে (৭)। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের সূত্র অনুসারে নিম্নলিখিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া 'চিতি' নির্ম্মাণ করিতে হইত। শ্মশানের পূর্ব্বদিকে অধ্বর্য্যু একশত ইষ্টক স্থাপনা করিতেন (৮)। মন্ত্রপাঠ করিয়া প্রত্যেক ইষ্টক স্থাপন করিতে হইত। এইরূপে বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে এক এক শত করিয়া যথাক্রমে তিনশত এবং মধ্যস্থলে দুইবারে দুইশত ইষ্টক স্থাপন করার বিধি ছিল। মাধ্যন্দিন শাখার সূত্রগ্রন্থে তিনশত মাত্র ইষ্টক ব্যবহার করার বিধি দেখা যায়। শৌনকীদিগের ব্যবস্থা অনুসারে এই শ্মশান বা চিতি, প্রস্তরের দ্বারা আবৃত করা হইত। মৃত ব্যক্তি যাহাতে এরূপ স্থানে বহুদিন বাস করিতে পারে, যমের নিকট এই প্রকার প্রার্থনা কৌশিক সূত্রের একটি মন্ত্রে দেখা যায়। 'চিতি' নির্ম্মাণের জন্য ছয়শত ইষ্টক, বিধি অনুসারে, অগ্নিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পোড়াইয়া লওয়া হইত। প্রত্যেক ইষ্টক পোড়াইতে চারিখণ্ড করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরণ কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত (৯)। চিতি চতুষ্কোণ হইলেও সকল ক্ষেত্রে সমচতুষ্কোণ হইত না (১০)। চিতির বর্ণনা

---

(৭) Ibid, sec. 72, p. 129.
(৮) Ibid, sec. 108, p. 156-158.
(৯) Ibid, sec. 77, p. 132.
(১০) Ibid, sec. 188, p. 142-144.

হস্তলিখিত একখানি পুঁথি হইতে এইরূপ পাওয়া যায়। ইষ্টক রক্ষার পূর্ব্বে যে ভূমির উপর 'চিতি' নির্ম্মিত হইবে তাহা হস্তি-পৃষ্ঠবৎ হওয়া প্রয়োজন। কাহারও কাহারও মতে 'চিতি'র সীমার পরিমাপ পাঁচ 'প্রক্রম' করিয়া করিতে হইত কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ প্রদত্ত হইয়াছে। কৌশিক সূত্র মতে স্তূপের উচ্চতা একজন ঊর্দ্ধবাহু পুরুষের উচ্চতার সমান হইত ('যাবান্ পুরুষ ঊর্দ্ধবাহুস্তাবদগ্নিচিতঃ') (১১)। ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের মতে শ্রৌত সূত্রাদি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০০ হইতে ২০০ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কোনও কোনও আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিত শ্রৌতসূত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই বিবেচনা করেন। অনুমান হয় বৌদ্ধদিগের ধাতুগর্ভ চৈত্য (১২) পূর্ব্ববর্ণিত চিতি হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুগণ ইষ্টক চিতি নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ইষ্টক দ্বারা অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে মতভেদ থাকা আশ্চর্য্য নহে, তবে পশ্চিম এসিয়ার প্রাচীন জাতিদিগের সমাধির উপর রচিত tumuli স্তূপের সহিত অনতিদূরসম্পর্কবিশিষ্ট এই চিতিগুলি আর্য্যগণ যে অতি প্রাচীন যুগ হইতেই নির্ম্মাণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই (১৩)।

(১১) কৌশিক সূত্র ৮৫, ১০ (quoted by Caland).

(১২) পুরীর কথা, ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম্. এ, মহাশয় ডাঃ কালাণ্ডের জর্ম্মান পুস্তকের প্রয়োজনীয় অংশ অনুবাদ করিয়া দিয়া লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পৃঃ ৫৭, পুরার কথা।

বোধগয়ার মন্দির।

শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য প্রসঙ্গে বোধগয়ার মন্দির যে খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে, এ কথার আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। মূল মন্দিরের কিয়দংশ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীযুক্ত এইচ, লংহার্ষ্টের মতে বর্ত্তমান বোধগয়ামন্দিরের স্থাপত্যপ্রণালী খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। লংহার্ষ্ট মহাশয় বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশবাসিগণ দক্ষিণ-ভারত হইতে এই স্থাপত্য প্রথার মূল আদর্শ গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে উহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল (১৪)। বেহার প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে গয়া বঙ্গীয় শাসনবিভাগের অন্তর্গত ছিল বলিয়াই লংহার্ষ্ট এ স্থলে বঙ্গদেশের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

বেরেলী জেলার অন্তর্গত, রামনগর নামে পরিচিত প্রাচীন অহিচ্ছত্রের শৈব মন্দির, ভারতের প্রাচীনতম ইষ্টক মন্দিরের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে (১৫)। ইহা সম্ভবতঃ খৃঃ প্রথম শতাব্দী বা খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটি শিখর সংযুক্ত ছিল কি না বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষ হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কানপুর জেলার অন্তর্গত, 'আর্য্যাবর্ত্ত' স্থাপত্য প্রথানুসারে পরিকল্পিত, শিখরবিশিষ্ট, ভিতরগাঁও'র ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরটি সম্ভবতঃ

(১৪) Longhurst's 'The influence of umbrella in Indian Architecture', Journal of Indian Art and Industry, No. 122, p. 6.

(১৫) Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, Chap. II, pp. 22, 23.

খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ডাঃ ফোগেল (Dr. Vogel) শেষোক্ত মন্দির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে এটিকে কুষাণ যুগের না হউক, গুপ্ত যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে (১৬)।

পৃঃ ৬৪, পুরীর কথা।

কলিঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্য ও দক্ষিণ কোশলে গুপ্ত রাজগণ।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে তৎকর্ত্তৃক দক্ষিণ কোশল অর্থাৎ আধুনিক ছত্রিশগড় অধিকৃত হইয়াছিল এবং তিনি মহেন্দ্র নামক নৃপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উত্তরাধিকারসূত্রে যে বিপুল সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া পূর্ব্বসীমায় হুগলী (গঙ্গা) নদী, পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল, উত্তর সীমায় হিমালয় পর্ব্বত এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল (১৭)। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে দক্ষিণ কোশল অতি প্রাচীন প্রদেশ। ইহা বর্ত্তমান রায়পুর ও বিলাসপুর নামক দুইটী জেলা এবং মহানদীর উপত্যকার উত্তরাংশ লইয়া গঠিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে কোশল রাজ্যের

---

(১৬) Ann. Progr. Report, Arch. Survey, N. Circle, 1908, p. 31.

(১৭) A historical sketch of Central Provinces and Berar, by V. Natesa Ayar, 1914, pp. 4, 5.

সিরপুর নগরে যে নৃপতিবংশ অধিষ্ঠিত ছিলেন, মজুমদার মহাশয় তাঁহাদিগকে হিন্দুভাবাপন্ন শবর সম্ভব (Hinduised Savaras) বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, অষ্টম শতাব্দীতে তীবরদেব নামক এই বংশের জনৈক রাজা বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। তীবরদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বালার্জ্জুন, 'মহাশিব গুপ্ত' এই উপাধি অবলম্বন করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বালার্জ্জুন মহাশিব গুপ্তের জননী, মগধের গুপ্তান্বয়সম্ভূতা ছিলেন। পূর্ব্বতন গুপ্ত সম্রাটদিগের সহিত ভিন্নতা বুঝাইবার জন্য মগধের এই গুপ্ত রাজগণ ইতিহাসে পরবর্ত্তী গুপ্ত (Later Guptas) নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই গুপ্ত রাজকুমারীর সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াই বালার্জ্জুন আর্য্যবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন এইরূপই অনুমিত হইয়াছে (১৮)। এই বংশে মহাশিব গুপ্ত নামে অপর যে নরপতির পরিচয় পাওয়া যায় তিনি যযাতি বলিয়া বিখ্যাত। অধ্যাপক মজুমদার মহাশয়ের মতে প্রথম মহাশিব গুপ্তের অধস্তন চতুর্থ পুরুষে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। সম্ভবতঃ খৃঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি উড়িষ্যায় স্বীয় প্রভাব অপ্রতিহতভাবে বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মরঞ্জমুরা তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে কোশল গুপ্তদিগের একটী শাখা তখন বঙ্গদেশে অধিষ্ঠিত ছিল। সম্ভবতঃ সিরপুররাজ মহাশিব গুপ্তের পুত্রগণ পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া বঙ্গদেশীয় আত্মীয়গণের সাহায্যেই উড়িষ্যায় নবরাজ্য সংস্থাপন করিতে

(১৮) রায় বাহাদুর হীরালাল একখানি লিপির যেরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে এই বংশের পূর্ব্বতন রাজা উদয়ন, 'শশধর' অথবা চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সমর্থ হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের একটী লিপি হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে উড়িষ্যার সোমবংশীয় রাজগণের মধ্যে উদ্যোতই শেষ নরপতি। উদ্যোত কেশরী যে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং তৎকালে সম্বলপুর অংশে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা সোমেশ্বর দেবের তাম্রশাসন (১৯) হইতে অবগত হওয়া যায়। যযাতির পিতা জন্মেজয় মহাভবগুপ্তের রাজত্বকাল হইতে ইহাঁরা বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতেন। এই বাঙ্গালী কায়স্থেরা আপনাদিগকে রাণক অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজপ্রভুদিগের ন্যায় একই প্রকার সামাজিক মর্য্যাদা দাবী করিতে ছাড়েন নাই। কোশল গুপ্তদিগের রাজত্বকালেই ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয় এবং সম্বলপুরের ন্যায় উড়িষ্যা প্রদেশও তাঁহাদিগের দ্বারা আনীত বহু ব্রাহ্মণ পরিবার কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হয় (২০)।

পৃঃ ৭১, পুরীর কথা।

জগন্নাথদেব ও বুদ্ধ অবতার।

'নারদ সংবাদ' নামক যে পুস্তক শ্রীঅধর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ১০৫ নং অপার্‌ চিৎপুর রোড হইতে সন ১৩২১ সালে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতেও নীলাচলে জগন্নাথ দেব ও বুদ্ধ অবতারের অভিন্নত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আমরা গ্রন্থনিহিত 'বুদ্ধ অবতার উপাখ্যান' হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (পৃঃ ২১, ২২)।

---

(১৯) Epi. Indic. Vol. XII.

(২০) J. B. O. R. S. Vol. VI. pt. III, 920, pp, 357-358.

"শুনহ পার্ব্বতীকান্ত বচন আমার।
কেমনে হবেন প্রভু বুদ্ধ অবতার॥
ব্যাধগণে রাখিয়াছে করিয়া গোপন।
দরশন তাহার না পায় কোন জন॥

* * *

নীলগিরি মধ্যে নীলমাধব আছয়।
তাহারে স্থাপন কৈলে বড় কীর্ত্তি হয়॥
যত্ন করি আমায় আনিবে তথা হৈতে।
স্থাপন করিবে জলনিধির কূলেতে॥
তদন্তরে শুনহ নারদ মহামুনি।
এই নিম্ববৃক্ষ ভাসি আসিবে আপনি॥
সেই কাষ্ঠে চারিমূর্ত্তি হইবে গঠন।
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন॥

* * *

অবশেষে হইবেক পাষাণ মন্দির।

* * *

হেন মতে লীলাচলে [নীলাচলে] বুদ্ধ অবতার।
হইবে কহিলাম মুনি প্রকার তাহার॥""

ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি যে ভাবেই উদ্ভূত হউক, পুরী তীর্থে, মধ্যযুগের কোনও সময়ে, বৌদ্ধ-প্রাধান্য বিশেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল।

পৃঃ ৯০, পুরীর কথা।

পাঞ্চরাত্র মতের ঐতিহাসিক প্রমাণ।

বর্ত্তমানকালে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও প্রাচীনকালে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ যে একত্র পূজিত হইতেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উদয়পুর রাজ্যে 'নগরী' (প্রাচীন 'মধ্যমিকা') নামক স্থানের প্রত্নানুসন্ধান বিষয়ক বিবরণীতে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর আনুমানিক খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর ঘোসুণ্ডী শিলালিপিতে বর্ণিত, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের মন্দিরের ভগ্নাবশেষের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২১)। নানাঘাট গুহার শিলালিপিতেও ধর্ম্ম, ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদিগের সহিত চন্দ্রবংশ জাত সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের উল্লেখ দেখা যায় (২২)। ব্রহ্মপুরাণে পুরীতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাই (২৩)। অন্যত্র কায়শুদ্ধি বিধিপ্রসঙ্গে 'পঞ্চাঙ্গং বৈষ্ণবং চৈব চতুর্ব্যূহং তথৈব চ। করশুদ্ধিং প্রকুর্ব্বীত মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ' (২৪) এই শ্লোকটিতে প্রাচীন পাঞ্চরাত্র মতেরই উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(২১) The Archaeological remains and excavations at Nagari, pp. 130, 133.

(২২) Archaeology and Vaishnava tradition by R. P. Chanda, p. 163.

(২৩) ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৫৯ অধ্যায়, পৃঃ ২৮০।

(২৪) ঐ, ঐ, ৬১ অধ্যায়, পৃঃ ২৮৯।

পৃঃ ৯৩, পুরীর কথা।

শবর জাতি ও জগন্নাথতীর্থ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বর্ণনামতে বিশ্বামিত্র হইতে যে সকল দস্যু জাতির উদ্ভব হইয়াছিল শবরেরা তাহাদিগেরই অন্যতম। মহাভারতীয় যুদ্ধপ্রসঙ্গেও শবর জাতির উল্লেখ দেখা যায়। যে সাতটি বিভিন্ন দস্যু জাতি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্য হইতে শবরেরাও বাদ পড়ে নাই। টলেমির মানচিত্রে শবর জাতির পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিভাগের কথার স্পষ্টই উল্লেখ আছে। পূর্ব্বদেশীয় শবরগণ প্লীনী বর্ণিত 'সুয়ারি' (Suari) হইতে অভিন্ন বলিয়াই অনুমিত।

পশ্চিম বিভাগস্থ শবরগণ 'সোরি নোমাডেস' (Soroe Nomades) অর্থাৎ যাযাবর শবর নামে অভিহিত হইয়াছে। বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত গ্রন্থের বর্ণনামতে ভাণ্ডীরাজ তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধান কালে 'ভূকম্প শবর' নামক পরাক্রান্ত শবর জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন (২৫)। শুধু বাণভট্ট বলিয়া নহে অমর সিংহ ও বরাহ মিহির উভয়েই স্ব স্ব গ্রন্থে শবর জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অমর-কোষ মতে শবর অথবা পত্র-শবরেরা ম্লেচ্ছ জাতীয়, তাহারা মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়া থাকে। বরাহ মিহির ইহাদিগকে 'পর্ণ শবর' অর্থাৎ বৃক্ষপত্র পরিহিত শবর নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে পিঙ্গাক্ষ নামক শবর প্রধানের নাম পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগর গ্রন্থের কয়েক স্থলে শবরদিগের উল্লেখ আছে। খৃঃ ১০০০ অব্দের একখানি শিলা-

(২৫) A. S. R. Vol. IX, pp. 157-158.

লিপি হইতে সিংহ নামক জনৈক শবর সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ, সাহিত্য ও শিলালিপি প্রভৃতির আলোচনা কালে, কানিংহাম খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত শবর জাতির উল্লেখ (২৬) পাইয়াছেন। উড়িষ্যা সান্নিধ্যে মহানদী তটবর্ত্তী সিরপুরের অনতিদূরে, সুয়ারমার প্রভৃতিস্থানে বহুসংখ্যক শবর দেখা যায়।

বিন্ধ্য-পর্ব্বত সন্নিহিত প্রদেশই কিন্তু শবর দিগের প্রধান আবাস ভূমি। পান্না, ভূপাল, গোয়ালিয়র, ঝাঁসি প্রভৃতি প্রদেশেও শবরগণ অদ্যাপি বসবাস করিতেছে (২৭)। যে জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং যাহাদিগের বংশধরগণের বাসভূমি বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে. মহানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উৎকলে প্রতিপত্তি লাভ হেতু সেই শবর-দিগের কোন শাখার বা প্রশাখার cult বা totem সংশ্লিষ্ট প্রতীকের, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক জগন্নাথ নামে অভিহিত হইয়া দেবতারূপে স্বীকৃত হওয়া অসম্ভব নহে এবং পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধপ্রভাবহেতু পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে বৌদ্ধ উপাসনাপদ্ধতির প্রবেশলাভ করাও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। সমুদ্র-তটবর্ত্তী "পুরী" অন্ততঃ খৃঃ ৩য় শতাব্দী হইতে যে অন্যতম নিখিল-ভারতীয় তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা পুরাণ-গ্রন্থের প্রমাণ হইতেই বুঝা যায় (২৮)। শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সম্ভবতঃ আদিম

---

(২৬) A. S. R. Vol XVII, pp. 127-131.

(২৭) Ibid, p. 116, p. 138.

(২৮) পুরীর কথা, পৃঃ ১৩৮।

শবর জাতির নিকট হইতে 'ধার করা' দেবতা বলিয়াই, পুরীতীর্থে শুধু বৌদ্ধ-প্রভাব নহে পরবর্ত্তীকালে রামোপাসনা এবং গাণপত্য মতবাদও যে অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় নিজগ্রন্থে রামোপাসনার সহিত জগন্নাথ তীর্থের যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (২৯)। অদ্যাপি রামনবমীর সময় জগন্নাথদেবের হস্তে ধনুর্ব্বাণ ন্যস্ত করিয়া রামাবতারের বেশে সজ্জিত করা হইয়া থাকে এবং পর্ব্বান্তরে শ্রীমূর্ত্তির মুখে শুণ্ড সংলগ্ন করিয়া জগন্নাথকে বিনায়কদেবে রূপান্তরিত করা হয় (৩০)।

দারুব্রহ্ম হিন্দুদিগের নিজস্ব হইলে, শবরজাতির দেবতা বলিয়া প্রবাদ, উৎকলখণ্ড প্রভৃতি ব্রহ্মণ্য-প্রাধান্য-জ্ঞাপক গ্রন্থে এরূপ সাদরে স্থান পাইত না এবং 'বসু' শবরের নামও অদ্যাবধি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত না।

পৃঃ ১৩৮, পুরীর কথা।

বায়ুপুরাণ ও মৎস্য পুরাণের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব।

বিভিন্ন পৌরাণিক রাজবংশাবলীর তুলনা করিলে দেখা যায় কোন কোনটিতে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী নৃপতির নামও উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এফ্ পার্জিটার বিভিন্ন পুরাণোক্ত কলিযুগের

(২৯) ঐ ঐ পৃঃ ১০।
(৩০) উৎকলের পঞ্চতীর্থ—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, পৃঃ ৪৭।

রাজবংশাবলীর যেরূপ বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলে মৎস্যপুরাণ বায়ুপুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই সন্দেহ জন্মে। এ সম্বন্ধে কিন্তু এখনও মতভেদ রহিয়াছে। ডাঃ সার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে বায়ুপুরাণ মৎস্যপুরাণ অপেক্ষাও প্রাচীন (৩১)।

পৃঃ ১৪১, পুরীর কথা।

পুরী ও দন্তপুর।

পুরীতীর্থের প্রাচীনত্ব-প্রসঙ্গে আমরা পুরী যে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এ কথার উল্লেখ করিয়াছি মাত্র, কিন্তু উহা যে খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বা তৎপূর্ব্বে দন্তপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এ মতবাদের আলোচনা করি নাই। জাতক গ্রন্থে দন্তপুর কলিঙ্গের রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৩২)। স্বর্গীয় ডাঃ ফার্গুসন অনুমান করিয়াছিলেন,—এক্ষণে যে স্থানে জগন্নাথ দেবের মন্দির অবস্থিত সেই স্থানেই পূর্ব্বে ধাতুগর্ভস্তূপ (Dagoba) বিদ্যমান ছিল (৩৩)। যে উচ্চ ভিত্তির উপর শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে ফার্গুসন তাহাই প্রাচীন স্তূপের ভগ্নাবশেষ বলিয়া সাব্যস্ত করিলেও রাজা

---

(৩১) Sir R. G. Bhandarkar's Early History of the Deccan, p. 23.

(৩২) Jat. 3. 3-4, vide Prof. Bhandarkar's Carmichael Lecture on Ancient History of India, 1910, p. 34.

(৩৩) Fergusson quoted by Raja Rajendralala Mittra, Ant. Oriss. Vol. II, p. 105 sqq.

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এ মতের সমর্থন করিতে পারেন নাই। প্রাচীন সিংহলী ভাষায় লিখিত 'দলদ বংশ' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত, 'দাতবংশ' গ্রন্থে, দন্তপুরের যে বিবরণ পাওয়া যায় নিম্নে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইল। দাতবংশ, ধর্ম্মকীর্ত্তি নামক স্থবির (থের) কর্ত্তৃক, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদে রাণী লীলাবতীর রাজ্যকালে রচিত হয়। সার্ মুতু কুমারস্বামী ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। টুর্ণুরের মতে সিংহলের এলু নামক প্রাচীন ভাষায় রচিত 'দলদ বংশ' গ্রন্থের আনুমানিক রচনা-কাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম অংশে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যে এ গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন।

দাত বংশের বর্ণনা অনুসারে বুদ্ধদেব দেহরক্ষা করিলে পর ক্ষেম নামক তাঁহার জনৈক শিষ্য চিতা হইতে তাঁহার একটি দন্ত গ্রহণ করিয়া দন্তপুরবাসী কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন।

বুদ্ধের বামপার্শ্বের নিম্নের হনস্থি ('চোয়াল') হইতে গৃহীত এই দন্তটি, কলিঙ্গরাজ নানা পর্ব্বোপলক্ষে বিশ্বাসী স্বধর্ম্মাবলম্বিগণকে প্রদর্শন করাইতেন। কলিঙ্গরাজ সুবর্ণাদি খচিত মুক্তামালায় সুশোভিত শতপ্রকোষ্ঠযুক্ত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এই পবিত্র দন্তরক্ষণের জন্য তদভ্যন্তরে একটি রত্নবিমণ্ডিত বেদিকার প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষাংশে রাজা গুহশিবের রাজত্বকাল (খৃঃ ৩৭০—৩৯০) পর্য্যন্ত ব্রহ্মদত্তের বংশজাত নৃপতিগণ সকলেই এই বুদ্ধদন্তের পূজা করিয়া আসিতে-ছিলেন। গুহশিব তারুণ্যসুলভ চঞ্চলতা হেতু প্রথমে 'নিগন্থ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। পরে কোনও

পর্ব্বোপলক্ষে এই পবিত্র দন্তের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং ইহার অলৌকিক প্রভাব দর্শনে তাঁহার অন্যান্য প্রজাবর্গের ন্যায় তিনিও দন্তোপাসক হইয়া পড়েন এবং ব্রাহ্মণগণকে নিজ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ব্রাহ্মণেরা জম্বুদ্বীপাধিপতি পাণ্ডু নামক রাজার রাজধানী পাটলিপুত্রে যাইয়া রাজসকাশে নিবেদন করেন যে কলিঙ্গরাজ শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের উপাসনা না করিয়া তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন এবং তৎপরিবর্ত্তে এক মৃত ব্যক্তির দন্তের পূজা-অর্চ্চনা করেন। পাণ্ডু এ সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া চিত্তায়ন নামক সামন্তরাজকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া গুহশিবের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। চিত্তায়ন মণি-মাণিক্যাদি-খচিত, শিখর-যুক্ত দন্ত-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তথায় হরি-চন্দন রচিত প্রবেশদ্বার ও মন্দির-গাত্রে প্রচুর বহুমূল্য রত্নাদির সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং তৎকালে দন্ত সংক্রান্ত কোনও অলৌকিক ব্যাপারের সংঘটন হওয়ায় তিনিও বৌদ্ধমতে আস্থাবান হয়েন। বুদ্ধদন্ত পাটলিপুত্রে নীত হইলে তথায় তৎসাহায্যে বহু আশ্চর্য্য ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। 'নিগন্থ' ব্রাহ্মণগণ রাজাকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে দন্তটি রাম কিম্বা জনার্দ্দনের অপর কোনও অবতারের দেহাবশেষ, তাই ইহার এরূপ অলৌকিক প্রভাব। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অদ্ভুত দৈবী ঘটনাদি লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডুও ক্রমে দন্তের উপাসক হইয়া পড়িলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর গুহশিব দন্তটি নিজরাজ্যে আনয়ন করিয়া পুনরায় পূর্ব্বতন মন্দিরেই সংস্থাপিত করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গুহশিব শান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারেন নাই। ক্ষীরধার নামক কোনও পার্শ্ববর্ত্তী রাজা তাঁহার সহিত সংগ্রামে হত হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণ একতাবদ্ধ হইয়া বহু সৈন্য

সমভিব্যাহারে দন্তপুর আক্রমণ করেন। গুহশিব এ যুদ্ধে নিজ পরাজয় সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার জামাতা, উজ্জয়িনীর রাজকুমার, দন্তকুমার ও কন্যা হেমমালাকে বুদ্ধদন্ত লইয়া সিংহলদেশে যাইতে পরামর্শ দেন। যুদ্ধে গুহশিব প্রাণত্যাগ করিলে দন্তকুমার ও হেমমালা ছদ্মবেশে কলিঙ্গরাজ্য হইতে প্রস্থান করেন। পথে তাঁহাদের বহু বিপদাপদ ঘটে এবং তাঁহাদিগকে পর্ব্বত ও অরণ্যাদি অতিক্রম করিতে হয়। বনভূমে বনদেবতাগণ উপহার স্বরূপ পুষ্পাদি আহরণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। হেমমালা স্বীয় বেণীবন্ধনের ভিতর দন্তটি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা তাম্রলিপ্তি ('তমলিত্তি') বন্দরে উপস্থিত হইয়া তথায় সুসজ্জিত একখানি লঙ্কাগামী অর্ণবপোত দেখিতে পান। তাঁহাদিগের সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে ও সুমধুর বাক্য শ্রবণে পোতাধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে পোতমধ্যে স্থান দান করেন। এইরূপে তাঁহারা সিংহল ('সিহল') দ্বীপে গমন করিতে সমর্থ হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত কাহিনী হইতে দেখা যায় যে কলিঙ্গে জনসাধারণ বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দী তো দূরের কথা, মধ্যযুগে রাজা মুকুন্দদেবের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত যে উৎকল দেশ বৌদ্ধপ্রভাব হইতে নির্মুক্ত হইতে পারে নাই তাহা লামা তারানাথের গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে (৩৪)।

বুদ্ধ দন্ত প্রথমে উৎকলেই আনীত হইয়াছিল এবং তৎপরে পাটলীপুত্রে নীত হইলেও দন্তপুরে উহা পুনরানীত হয়।

(৩৪) পুরীর কথা, শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ, পৃঃ ৭৩।

কলিঙ্গ হইতে সিংহলে লইয়া যাওয়ার জন্য উহা যে তাম্রলিপ্তি বন্দরে (আধুনিক তমলুকে) আনীত হইয়াছিল এ কথাটিও বিশেষ লক্ষ্য করার প্রয়োজন। রাজা গুহশিবসংক্রান্ত ঘটনার কাল আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দী বলিয়া কথিত হইলেও দন্তবংশ গ্রন্থ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা, সুতরাং 'নিগন্থ' ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক জম্বুদ্বীপাধিপতির নিকট বুদ্ধ দন্ত যে জনার্দ্দনের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের দন্ত বলিয়া পরিচয় প্রদানের কথা শ্রুত হয়, তাহাতে খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে জগন্নাথ ক্ষেত্রে প্রচলিত রামোপাসনার (৩৫) সহিত ইহার কোনও প্রকার সম্পর্ক সূচিত হইতেছে কিনা তাহা পণ্ডিতগণের অনুধাবনযোগ্য। কর্ণেল জেমস্ লো শ্যামদেশীয় ভাষায় লিখিত "Phra Pat' hom" গ্রন্থের যে সংক্ষিপ্ত-সার ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত মূল আখ্যায়িকার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং দাতবংশের ন্যায় এ গ্রন্থখানিতেও যে এতৎসম্বন্ধীয় প্রাচীন প্রবাদ স্থান পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ণেল লো'র অনুবাদে রাজকন্যা হেমমালার নাম Hema-chala রূপে লিখিত হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্র লাল উহাকে লিপিকরপ্রমাদ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

রাজা রাজেন্দ্র লাল বলিয়াছেন দন্তপুর ও 'পুরী' (জগন্নাথ ক্ষেত্র) একই স্থান হইতে পারে না। দাতবংশের আখ্যায়িকায় যে সালঙ্কার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা শিখরযুক্ত মন্দিরের, ধাতুগর্ভ স্তূপের নহে, সুতরাং বৌদ্ধস্তূপের ভিত্তির উপর জগন্নাথ মন্দির

(৩৫) পুরীর কথা, পৃঃ ১১।

নির্ম্মিত হইয়াছে, দাতবংশ গ্রন্থ হইতে ডাঃ ফার্গুসনের এ অনুমানের কোনও পোষকতা পাওয়া যায় না। তাহার পর, পুরী হইতে সিংহল যাইতে হইলে, দন্তকুমার ২৫০ মাইল উত্তরে তাম্রলিপ্তির বন্দরে যাইতে যাইবেন কেন? পূর্ব্বকালে পুরীও বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। পুরীর পোতাশ্রয় সেরূপ সুবিধাজনক নহে বলিয়া তথায় বিদেশী জাহাজের গমনাগমনের সুবিধা ঘটিত না, তর্কের খাতিরে যদি ইহাই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও তমলুক অপেক্ষা তেলিঙ্গানার উপকূলস্থ কোনও বন্দর হইতে সিংহল যাওয়া যে অধিকতর সুবিধাজনক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎকালে উত্তর প্রদেশ অপেক্ষা দক্ষিণ প্রদেশের সহিতই উড়িষ্যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল বলিয়া মনে হয়। আত্মমতের সমর্থনকল্পে রাজা রাজেন্দ্রলাল দেখাইয়াছেন যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা হিয়ান যখন তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে গমন করার প্রস্তাব করেন, তখন লোকে এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী সমুদ্র-যাত্রায় বিপদ-আপদের সমধিক আশঙ্কা-বশতঃ তাঁহাকে দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত কোনও বন্দর হইতে যাত্রা করার পরামর্শ দিয়াছিলেন। জলেশ্বরের ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত দাঁতন যদি দন্তপুর বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এ সকল আপত্তির সেরূপ কারণ থাকে না (৩৬)। রাজেন্দ্রলাল এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দাঁতনও দন্তের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সম্ভবতঃ ইহা দন্তপুরের অপভ্রংশমাত্র। জগন্নাথদেব গমনকালে এই স্থানে দন্তকাষ্ঠ ফেলিয়া ছিলেন বলিয়া উড়িয়ারা যে প্রবাদের উল্লেখ করে, এবং তাহার সমর্থনার্থ

---

(৩৬) Antiq. Oriss. Vol II, p. 107.

মন্দিরে রক্ষিত যে রৌপ্যময় 'দাঁতন' দেখাইয়া থাকে, 'পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যের' ন্যায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ নাই, সুতরাং এ প্রবাদ যে পাণ্ডা মহাশয়দিগের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। উড়িষ্যার অন্যান্য নগর অপেক্ষা দাঁতনই মগধের অধিক নিকটে অবস্থিত; সুতরাং মগধ হইতে প্রেরিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দাঁতন হইতে বুদ্ধ দন্ত পাটলিপুত্রে নীত হওয়া অসম্ভব নহে। দাঁতন তাম্রলিপ্তি হইতে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত। বালেশ্বর বন্দর রূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে সিংহল-যাত্রী ব্যক্তির পক্ষে তাম্রলিপ্তিই নিকটতম বন্দর বলিয়া বিবেচিত হইবার কথা। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্ব্বোক্ত যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে ডাঃ ফার্গুসনের মত খণ্ডন করার পর শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ প্রণীত কোণর্ক গ্রন্থ ব্যতীত অপর কোথাও আর এ বিষয়ে কোনও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ রাজেন্দ্রলালের মত প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন (৩৭) যে দাঁতনে কোনও বিখ্যাত মন্দির থাকার কথা জানা যায় না, এবং দাঁতন যদি দন্তমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিত তাহা হইলে ফা-হিয়ান সে কথা অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। পণ্ডিত বিষণস্বরূপের মতে দন্তপুরের পূর্ব্বতন নাম ওদন্তপুর। ওদন্তপুর বা ওতন্তপুর উদ্দণ্ডপুরেরই অপভ্রংশ। উহা বিহার নগরের প্রাচীন নাম (৩৮) সুতরাং উৎকলের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। দান্তন দন্তপুর না হউক প্রাচীন দণ্ডভুক্তির সহিত

(৩৭) Bishan Swarup's Konarak, p. 92.

(৩৮) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১০।

অভিন্ন বলিয়া অনুমিত। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় উতং ও দন্তর নামক যে দুই গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত দন্তপুর নগরের নামসাদৃশ্য লঘু কল্পনার সাহায্য ব্যতীত লক্ষ্য করা যায় না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বর্ণিত স্থানসমূহের যথাযথ অবস্থিতিনির্দ্দেশ এখনকার দিনে বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ইহাতে পদে পদেই ভুল-ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। উয়াং চাংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লিখিত চি-লিতা-লো-চিং, চরিত্রপুর বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে এবং অভিজ্ঞগণের মতে উহা পুরীরই নামান্তর মাত্র (৩৯)। ইহা খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর কথা। ফাহিয়ান ভারতে আসিয়াছিলেন খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষ পাদে। রাজা গুহ-শিবের রাজত্বকালও দাতবংশের বর্ণনা অনুসারে খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষাংশে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। একই সময়ে পুরীতীর্থ যে দন্তপুর ও চরিত্রপুর এই উভয় নামে অভিহিত হইত তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না—সুতরাং দন্তপুর ভিন্ন স্থান হওয়াই সম্ভব। ডাঃ ফার্গু-সনের বৌদ্ধস্তূপ বিষয়ক অনুমানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও, বর্ত্তমান জগন্নাথ মন্দির যে কোনও প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির উপর নির্ম্মিত তাহা অস্বীকার করার কারণ দেখি না। কিন্তু সে মন্দির হিন্দু কি বৌদ্ধ এখন তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। অবশ্য শ্রীমন্দিরে যে কোনও সময়ে বৌদ্ধ প্রভাব প্রবল হইয়াছিল তাহা আমরা 'শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ' নামক অধ্যায়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

(৩৯) কোনারকের কথা, পৃঃ ৬১, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৫৭, পুরীর কথা।

চৈতন্যদেব ও গরুড় স্তম্ভ।

পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে চৈতন্যদেবের গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া দেবমূর্ত্তি দর্শন ও তথায় অজস্র প্রেমাশ্রুমোচনের কথা "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থেও বর্ণিত আছে (৪০)।

"গরুড়ের সন্নিধানে,
রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে'।
গরুড় স্তম্ভের তলে
আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥"

পৃঃ ১৫৮, পুরীর কথা।

বৈষ্ণববন্দনায় প্রতাপরুদ্র।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও অনুরাগ হেতু রাজা প্রতাপরুদ্র দেবও 'বৈষ্ণব-বন্দনায়' বিবৃত মহাজন মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। আমরা নিম্নে সে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি।
প্রভু যারে প্রকাশিলা যত নিজাকৃতি॥"

(৪০) বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৯।

হাটপত্তন নামক বৈষ্ণব কবিতায় প্রতাপরুদ্র দেব সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"তাহাদের কৈল প্রভু প্রতাপরুদ্রের (sic)।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যে দর্প কৈলা দূর॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল গৌর হরি।
রামানন্দ অঙ্গে (সঙ্গে ?) দেখা তীর্থ গোদাবরী (৪১)॥"

পৃঃ ১৫৯, পুরীর কথা।

শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ।

ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রস-আস্বাদনে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রায়ই বহির্জগতের দৃশ্যাদি সম্বন্ধে নিজ আধ্যাত্মিক কল্পনানুযায়ী অভিনব ভাব পোষণ করিতেন। 'চন্দ্রকান্ত্যে' উচ্ছলিত সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গমালা দেখিয়া তাঁহার 'যমুনার জল' বলিয়া ভ্রম হইত। সমুদ্রোপকূলস্থ উপবনরাজি দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি পুনঃ পুনঃ প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন ("পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী কলনয়া, মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ")। এইরূপ পুরীতীর্থস্থ চটক পর্ব্বত দেখিয়া তাঁহার গোবর্দ্ধন-গিরি বলিয়া ভ্রম জন্মিত।

* * *

"কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে।
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে (৪২)॥"

---

(৪১) বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩৭২, ৩৮০।
(৪২) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ, প্রথম উচ্ছ্বাস।

পুরীর কথা।

নাম ও বিষয়-সূচী (INDEX)

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০ (ফুটনোট)	১	R. K. Bhandar-kar	R. G. Bhandar-kar
১৩	২২	লাঁগোয়া (Langois)	লাংলে (Langlé)
৩২	৮	Mr. K. P. Jayawal	Mr. K. P. Jaysawal
"	৯	চতুবর্গচিন্তামণি	চতুর্বর্গচিন্তামণি
৪০	৬	আজন্তার	অজন্তার
৫৩ (ফুটনোট)	২	Ayyars	Ayyar's
৫৫	১৬	তিরুবদমুত্নর	তিরুবদমুরুত্নর
৭৮ (ফুটনোট)	২	ফাগুসন	ফার্গুসন
৮১	১	কোন্‌কালে	কোনওকালে
"	২০	ষ্টালিং	ষ্টার্লিং
১০০ (ফুটনোট)	৩	M. Mazliere	M. Mazcliere
১০৩	৩	লাঁগোয়া (Longlois)	লাংলে (Langlé)
১০৩	১২	লাঁগোয়া	লাংলে
১০০ (ফুটনোট)	২	Genous	Genoux
"	"	de	du
১০৩ (ফুটনোট)	৫	Mounments	Monuments
"	"	d	de
"	"	page 70	page 74
১০৫	৮	অঙ্কণের	অঙ্কনের
১০৮ (ফুটনোট)	৭	১/৪ মাইল	১/২ মাইল
১১৫ (ফুটনোট)	১	p. 154	Second Edition, p. 159
১১৬	৪	অগ্নিশংধনি	অগিশংধনি

পৃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৬	৫	দর্শরিত্পা	দসরিত্পা
„ (ফুটনোট)	৫	Ep. Ind, 11. 45	Ep. Ind. 11, 451
„ „	৯	অগ্নিকংধনি	অগিকংধনি
„ „	১০	জ্যোতিকংধনি	জোতিকংধনি
„ „	১০	দর্শরিত্পা	দসরিত্পা
১৩১	২১	কর্ণপূর	কর্ণপুর
১৩৮	৬	১৮৫ খৃষ্টাব্দে	১৮৫ খৃঃ পূঃ অব্দে
১৩৮ (ফুটনোট)	৪	Dwaraksitas	Devarakshitas
১৩৮ (ফুটনোট)	৫	Pandavas	Paundras
১৩৮ „	৫	(Vs. Odras)	(Visnu Purana Odras)
„ „	৬	City of Champa."	City of Champa. (Ibid p. 73)
১৪০	৫	ঈঙ্গিত	ইঙ্গিত
১৪৫	৩	উপলক্ষ্যে	উপলক্ষে
১৪৯ (ফুটনোট)	৩	J. B. O. R. S.	J. B. O. R. S. Vol. IV, pt. IV, pp. 361—365
১৫০	৮	Examinar	Examiner
১৫৩	(হেডিং)	শ্রীমন্দিইরের তিবৃত্ত	শ্রীমন্দিরের ইতিবৃত্ত
১৫৫ (ফুটনোট)	১০	Llooed	Looked
১৮১	১	৫৪	৭৯
২০০	৭	চি-লিতা-লো-চিং	চি-লি-তা-লো-চিং